CONTENTS

Wednesday, the 21st March, 1990 Pages

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

SL. No. & Name of Constituency	Name of Members
1	2
1. Simna (ST)	Shri Rabindra Deb Barma
2. Mohanpur	Shri Dhirendra Ch. Deb Nath
3. Bamutia (ST)	Shri Prakash Ch. Das
4. Barjala	Shri Dipak Kumar Roy
5. Khayerpur	Shri Ratanlal Ghosh
6. Agartala	Maharani Bibhu Kumari Devi
7. Ramnagar	Shri Surajit Datta
8. Town Bardowali	Shri Sudhir Ranjan Majumder
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraberty
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag
11. Mandaibazar (ST)	Shri Rashiram Deb Barma
12. Takerjala (ST)	Shri Tarani Deb Barma
13. Pratapgarh	Shri Anil Sarkar
14. Badharghat	Shri Dilip Sarkar
15. Kamalasagar	Shri Matilal Sarkar
16. Bishalgarh	Shri Samir Ranjan Barman
17. Golaghati	Shri Buddha Deb Barma
18. Charilam	Shri Matilal Saha
19. Boxanagar	Shri Billal Mia
20. Nalchhar (SC)	Shri Sukumar Barman
21. Sonamura	Shri Rashiklal Roy
22. Dhanpur	Shri Samar Choudhury
23. Ramchandraghat	Shri Dasarath Deb
24. Khowai	Shri Arun Kumar Kar
25. Asharambari (ST)	Shri Bidya Ch. Deb Barma
26. Promodenagar	Shri Nripen Chakraborty
27. Kalyanpur (ST)	Shri Makhanlal Chakraborty
28. Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia

ASSEMBLY PROCEEDINGS

SL. No. & Name of Constituency	Name of Members
1	2
31. Salgarah (SC)	Shri Gopal Ch. Das
32. Radhakishorepur	Shri Citta Ranjan Saha
33- Matarbari	Shri Kashiram Reang
34. Kakraban	Shri Keshab Majumder
35, Rajnagar (SC)	Shri Nakul Das
36. Belonia	Shri Amal Mallik
37. Santirbazar	Shri Gouri Sankar Reang
38. Hrishyamukh	Shri Badal Choudhury
39, Jolaibari (ST)	Shri Brajamohan Jamatia
40. Manu (ST)	Shri Angju Mog
41. Sabroom	Shri Sunil Kr. Choudhury
42. Ampinagar (ST)	Shri Nagendra Jamatia
43. Birganj	Shri Jawhar Saha
44. Raima Valley (ST)	Shri Rabindra Deb Barma
45. Kamalpur	Shri Bimal Sinha
46. Surma (SC)	Shri Rudreswar Das
47. Salema (ST)	Shri Dinesh Deb Barma
48, Kulai (ST)	Shri Diba Chandra Hrangkhawl
49. Chhawmanu (ST)	Shri Purnamohan Tripura
50, Pabiachhara (SC)	Shri Bidhu Bhushan Malakar
51. Fatikroy	Shri Sunil Chandra Das
52. Chandhipur	Shri Baidyanath Majumder
53, Kailashahar	Shri Birjit Sinha
54. Kurti	Shri Fayzur Rahaman
55. Kadamtala	Shri Jyotirmoy Nath
56 Dharmanagar	Shri Kalidas Datta
57. Jubarajnagar	Smt. Biva Rani Nath
58. Pechharthal (ST)	Shri Sushil Kr. Chakma
59. Panisagar	Shri Subodh Das
60. Kanchanpur (ST)	Shri Drao Kumar Reang

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEARER

Shri Jyotirmoy Nath

DEPUTY SPEAKER

Shri Ratimohan Jamatia

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Rashiklal Roy
2. Shri Amal Mallik
3. Shri Buddha Deb Barma
4. Shri Keshab Majumder

SECRETARY

Shri B. K. Bhattacharjee

GOVERNMENT OF TRIPURA
LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORFOLIOS

Sl. No. and Name of Minister	Name of Departments assigned.
1	2
1. Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister.	(1). Political (2). Administrative (3). Confidential & Cabinet. (4). Home (5). Secretariat Administration (6). Finance (7). Appointment & Services (8). Planning & Co. Ordination (9). Industries (10). Co-Operation
2. Shri Negendra Jamatia, Minister,	(1). Agriculture (2). Fisheries (3). Minor Irrigation in PWD
3, Shri Samir Ranjan Barman, Minister.	(1). Public works excluding Irrigation (Minor & Medium) & Flood Control. (2). Transport (3). Law (Excluding Election) (4). Statistics (5). Public Health Engineering in PWD.
4. Shri Kashiram Reang, Minister.	(1). Health & Family Welfare (2). Refugee Relief & Rehabilitation
5. Shri DraoKumar Reang, Minister.	(1). Forest (2). Tribal Welfare (including ADC and Special Area progmamme (3) Science Technology & Environment

Sl. No. & Name of Minister of State.	Name of Deptt. assigned.
1	2
6. Shri Arun Kumar Kar, Minister.	(1) Education (Excluding Pry. Education) (2) Labour (3) Parliamentary Affairs (4). Medium Irrigation and Flood Control in PWD.
7. Shri Birajit Sinha, Minister.	(1), Rural Development (2). Panchayet (3), Tribal Rehabilitaition in Plantation and Primitive Group Programme
8. Maharani Bibhu Kumari Devi, Minister.	(1). Revenue (2). Local Self Government.
9. Shri Matilal Saha Minister of State.	(1). Food & Civil Supplies (Independent Charge (2) Industries
10. Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State.	(1). Power (Independent Charge) (2). Pry. Education ofEducation Dept. (excluding managemeet of attached pry. Sec. in Sr. Basic and High Schools (Ind.) (3), Co Operation
11. Shri Ratan Chakraborty, Minister of State,	(1). Information Cultural & Tourism (Independent Charge). (2). Youth Services and Sports of Education Deptt. (Ind).
12. Shri Jawhar Saha, Minister of State.	(1). Printing & Stationery (Ind.) (2). Local Self Government (3). Rural Development (4). Panchayet

Sl. No. & Name of Minister	Name of Departments assigned
1	2
13. Shri Surjit Datta, Minister of State.	(1). Jail (Ind.) (2). Refugee Relief & Rehabilitation (3). Medium Irrigation of PWD (4). PWD (Excluding Minor Irrigation Flood Control & Public Health Engineering).
14, Shri Billal Mia, Minister of State.	(1). Animal Husbandry (Ind.) (2). Flood Control of PWD. (3). Planning & Co-ordination
15. Shri Prakash Ch. Das, Minister of State.	(1). Welfare of Scheduled Castes (Ind.) (2). Science, Technology& Environment (3). Forest. (4). Tribal Welfare (5) Finance.
16. Shri Kalidas Datta, Minister of State.	(1), Law (Election) (Ind.) (2). Public Health Engineering of PWD. (3). Revenue
17. Smt. Biva Rani Nath, Minister of State.	(1) Social Education & Social Welfare of Education Department (Ind) (2). Health & Family Welfare (3). Administrative Reforms (Excluding) Vigilance.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Monday, the 19th March, 1990 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri Jyotirmoy Nath in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, nine. Ministers of state and 39 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যেকোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) : মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চন নং ৯। পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজভবন হইতে এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত ভি, আই, পি রাস্তায় ষ্ট্রীট লাইট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	১) বিদ্যুৎ দপ্তরের বাৎসরিক পরিকল্পনায় ষ্ট্রীট লাইট বসানোর কোন পরিকল্পনা থাকে না। তবে একটি এসটিমেস করা হয়েছে।
২) যদি থাকে তবে উক্ত ব্যাপারে কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?	২) এখনও পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে ভি আই, পি রাস্তায় ষ্ট্রীট লাইট-এর ব্যবস্থা আছে। এই রাস্তাটা গভর্ণর হাউস থেকে এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত কোন আলোর ব্যবস্থা নাই। এই রোড দিয়ে সমস্ত ভি, আই, পি রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে আসা যাওয়া করেন। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ হয়েছে। কাজেই এই রাস্তায় ষ্ট্রীট লাইট দেওয়ার বন্দোবস্ত হবে কি না ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উত্তরে বলেছি যে, এই ভি, আই, পি রাস্তার উপর লাইট দেওয়ার জন্য আমরা একটা এষ্টিমেটস্ তৈরী করেছি। ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটা এষ্টিমেটস্ করা হয়েছে। কিন্তু আগরতলায় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়

বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন মিউনিসিপ্যালিটি। বিদ্যুতের মাশুলও তারা আদায় করেন। তবে মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে আমরা সেটা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চন নং ১৬।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া মহকুমায় পাইখোলা মোহন-ধারিয়া রাস্তায় মোহনধারিয়া বাজারের কাছে ছড়ার উপর কোন কাঠের পুল আছে কিনা?	১) উক্ত রাস্তায় বর্তমানে কোন কাঠের পুল নাই।
২) যদি না থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?	২) প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে আগামী আথিক বর্ষে পুলটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

প্রশ্ন

১) বর্তমান জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওরার পর রাজনগর ব্লকের (বিলোনীয়া সাব-ডিভিশান) কাঁসারী আর, এফ পঞ্চায়েতে কত কি,মি, ইলেকট্রিক্যাল লাইন অ্যাকসটেনশান করা হয়েছে।

২। উক্ত কাজ কবে নাগাদ শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়, এবং

৩। আরও নূতন লাইন অ্যাক্সটেনশান করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমান জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনগর ব্লকের (বিলোনীয়া সাব-ডিভিশান) কাঁসারী আর, এফ, পঞ্চায়েতে (১১ কি, লাইন) মোট ২.১. কি, মি. এবং (এল.টি, লাইন) ২,৬১ কি.মি. অ্যাক্সটেনশান করা হয়েছে।

২। উক্ত কাজ অক্টোবর, ১৯৮৯ইং থেকে শুরু হয়ে জানুয়ারী. ১৯৯০ইং এ শেষ হয়েছে।

৩। কৃষ্ণবলী রিয়াং পাড়াতে (১১ কে, ভি, লাইন) পাঁচ কিলোমিটার এবং (এল, টি, লাইন) দুই কি.মি. আরও অ্যাক্সটেনশান করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (কৃষ্ণমুখ) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সব গ্রামের কথা বলে বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে বলে বলেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। আমি জানি, বড়পাথাড়ী গ্রামে উপজাতি পাড়ার নাম করে কিছু অ-উপজাতি পাড়ায় বিদ্যুৎ গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখিত গ্রামগুলিতে এক কি.মি.ও বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ হয় নি। এ বিষয়ে তদন্ত করে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে গ্রামের কথা বললেন তা ঐ পঞ্চায়েতেই পড়ে। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন সেজন্য দপ্তর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এ আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যকে দিতে চাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমি স্পষ্ট করেই বলেছি যে, সেখানে বিদ্যুতের লাইন যায় নি। বড়-পাথারী গ্রামটি অন্য পঞ্চায়েতে পড়ে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কোন কোন জায়গায় কত কি.মি. লাইন গিয়েছে, এবং কোন কনট্রাকটরকে দিয়ে কাজ করান হয়েছে (তাদের নাম কি) ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। তবে লাইন ঠিক ঠিকই গিয়েছে তা দপ্তর তদন্ত করে দেখবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৯।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭৯।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : —অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭৯।

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর মহকুমার ফটিকরায় মনু নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার কোন সময় সীমা ধার্য্য করা হয়েছিল কিনা ?

২। যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে আজ পর্য্যন্ত উক্ত সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্ত না হবার কারন কি, এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত তা সমাপ্ত হবে ?

উত্তর

১। হ্যা।

২। ব্রীজের কাজটি দৈর্ঘ্য ২২.৩৫ মিঃ হওয়ায় এবং ৮টি ফাউনডেশান ওয়েলের মধ্যে ৩টি ওয়েল খননের সময় অধিকতর শক্ত মাটির স্তর পাওয়া যাওয়ায় কাজে বিলম্ব হয়।

৩। কাজটি ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সেতুর যে তিন নং ওয়েল, নদীর পশ্চিম-

পারে এক্সটেনশান করে একটা ওয়েল করার কথা। কিন্তু সেটা ডিসিশানের অভাবে আটকে আছে। সে ডিসিশান না পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরমধ্যে কোন ধরনের সেলামী গ্রহণের কোন ব্যাপার আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) : স্যার, বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিল তখন সেলামী গ্রহনের ব্যপার ছিল আমাদের সময়ে সেলামী গ্রহনের কোন ব্যপার নাই। আমি আগেই বলেছি যে, ব্রীজের কাজটা ২২.৩৫ মিঃ বাড়ানো হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় স্যাংশান দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৯০ইং সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যাতে ব্রিজের কাজটি শেষ করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্রীজের মোট এষ্টিমেন্ট কাজ ছিল এবং এই যে সময়টা বেড়েছে তার ফলে এষ্টিমেটে আরও কত বেশী খরচ পড়বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১ স্যার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার আগরতলায় বনমালীপুরে একটি জুয়েল-ফুয়েল মেশিন স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রস্তাব করেছিলেন, এবং

২। সত্য হলে বর্তমানে এই প্রস্তাবটি কি পর্য্যায়ে আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ২। এই প্রস্তাবটি সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি শুধু গ্যাস ভিত্তিক (সিঙ্গাল ফুয়েল) করার উপদেশ দিয়েছে। যা বর্ত্তমানে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা শহরের বনমালীপুর, বর্তমানে পাওয়ার হাউসটি যেখানে আছে, সেটি একটি জনবসতি এলাকা। সুতরাং সেখানে এই ধরনের একটি ডুয়েল-ফুয়েল মেশিন বসানো হলে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকর হবে। এখানে পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্বে যারা আছেন তারাও এই মেশিন সেখানে বসানোর বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন যে, এই মেশী টি বনমালীপুরে বসানো ঠিক হবে না। সুতরাং এই ধরনের মেশীন যেখানে জনবসতি নেই সেখানে বসানো জন্য সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এই ডুয়েল-ফুয়েল মেশীনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে ২ × ৩ মেগাওয়াট। এই সিঙ্গাল ডুয়েল-ফুয়েল মেশীনটি বসানোর জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছেন।

কিন্তু মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে এটা ঠিক না। পরিবেশ দপ্তর সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই আমাদেরকে এই মেশীনটি এখানে বসানোর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। এখানে আমি আরও একটু উল্লেখ করছি যে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা, তিনি আজকে হাউসে উপস্থিত নেই, তিনিও আমাদের দপ্তরকে একটা চিঠি লিখেছেন যে এটা আগরতলায় বসানো কোন মতেই ঠিক নয়। আমি শুনেছি এবং পত্রিকাতেও দেখেছি যে সেন্ট্রালকেও তিনি চিঠি লিখেছেন যে এই মেশীনটি আগরতলায় বসানোর জন্য যেন পারমিশান দেওয়া না হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। পরিবেশ দপ্তর সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবেও দেখেছি যে আমেদাবাদ শহরের মাঝখানে ২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন এই ধরনের একটি ডুয়েল-ফুয়েল মেশীন বসানো হয়েছে। কোন শব্দ যাতে না হয় তার জন্য অত্যাধুনিক সাইলেন্সার মেশীন বসানো থাকে এবং চিমনীটাও খুব বড় করে দেওয়া হয়।

স্যার, আমেদাবাদ টাউনের মতো আগরতলার লোক সংখ্যা এক নয় সেখানে যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে কোন অসুবিধা হবে না বলেই মনে করে পরিবেশ দপ্তর আমাদের অনুমোদন দিয়েছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যাতে এই ধরনের শহরের মধ্যে না করা হয় তার জন্য একটা সার্কুলার এসেছে। ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গণ চৌধুরী সেখানে গিয়েছিলেন এবং মিটিংএ এটেণ্ড করেছিলেন। কাজেই যখন উনি বাইরে গেলেন তখন অন্যান্য কয়েকজন মেম্বারদের সই কালেকশ্যান করে পেছনের দরজা দিয়ে অনুমোদন নিয়ে এলেন ?

শ্রীরাজেন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এখানে সামনের দরজা এবং পিছনের দরজা কি সেটা উনারাই এবং যে ইঞ্জিনীয়ারের নাম উল্লেখ করেছেন তিনিও জানেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা জানি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে এই যে ডুয়েল ফুয়েল মেশীন বসানোর জন্য উনি এত ইন্টারেষ্টেড ডুয়েল ফুয়েল মেশীনের ত্রিপুরা রাজ্যের যে এজেন্ট মিঃ রূপেন ভৌমিক এই রূপেন ভৌমিকের সঙ্গে উনার বিশেষ যোগাযোগ আছে এবং উনার সঙ্গে ১০ লাখ টাকার একটা গোপন লেনদেন হয়েছিলেন ? এই ডুয়েল ফুয়েল মেশীন যাতে এখানে বসে।

শ্রী ওজর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই ধরনের কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিংবা সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন স্পেসিফিক করাপশানের বিরুদ্ধে বলা হয় তা হলে এখানে সমস্ত কাগজ পত্র সাবমিট করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার আমি উত্তর দিচ্ছি। উনি ব্যক্তিগত ভাবে রূপেন ভৌমিক বলে যে নাম উল্লেখ করেছেন আমি চিনি না, উনি মনে হয় চেনেন তবে ডুয়েল-ফুয়েল এটার অনুমোদন হয়নি। ২নং মেশীন যখন কিনতে হয়, এই ডুয়েল-ফুয়েল মেশীন এটা ভারতবর্ষ থেকে কেনা হয় না, এটা বাইরে থেকে আনতে হয় অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে বলে দেন যে তোমরা এখান থেকে ক্রয় কর। তাছাড়া এই সমস্ত মেশীন কিনতে হলে টেণ্ডার কল করতে হয়। এখানে কোন টেণ্ডারই কল করা হয় নি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে বিজ্ঞান দপ্তরকে ঘুমিয়ে রাখা হচ্ছে। এখন এটা আগরতলা শহরের বাইরে বসানো যেতে পারে। কারণ কিছু দিন আগে এখানে গ্যাসের যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ডুয়েল-ফুয়েল মেশীন বসানো ঠিক হবে কি ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার আপনারা বলেছেন যে ১০ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। আপনি কি এখন কোন কাগজপত্র এ ব্যাপারে জমা দিতে পারবেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, উনি যদি কোন ডকুমেণ্ট এখন না দিতে পারেন তাহলে এটা এক্সপাঞ্জড করা হউক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস এলিগেশন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :—উই প্রপোজড এ বিধানসভা কমিটি ইজ ফর্মড ফর গোয়িং ইন্টু দ্যা কোশ্চান।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :—লেট মি ক্লেরিফাই। ওয়ান থিং ইউ হেভ মেনশাণ্ড ১০ লাক্স রুপিজ, ভেরি স্প্যাসিফিকেলি। আপনি ভেরি স্প্যাসিফিকেলি বলছেন ১০ লক্ষ টাকা।

[গণ্ডগোল]

শ্রীদশরথ দেব : কাগজে বেরিয়েছে ১০ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। কাজেই কাগজে যেটা বেরিয়েছে সেটা ঠিক কিনা তারজন্য একটা বিধানসভা কমিটি গঠন করা হউক।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী] :—স্যার, এখানে উনি যে কোশ্চান করেছেন তাতে হিমাষ্ট প্রোডিউস ইট। যদি সেটা করতে না পারেন তবে এটা এক্সপাঞ্জড হবে।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি অনারেবল মেম্বারকে সুযোগ দিচ্ছি যে, এই সেসনের ভিতর আপনি সাবমি করতে পারবেন কি ?

[গণ্ডগোল]

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] ঃ—স্যার, আমি জানিনা যে মাননীয় সদস্য এটা জানেন কিনা যে পার্লামেন্টারি প্রসিডিউরে এটা আসতে পারে কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—নাও আই অ্যাম গিভিং মাই রুলিং।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকারঃ—প্লীজ সিট ডাউন। নাও আই অ্যাম গিভিং ইউ ৭ ডেইজ, টাইম, ট্রাই টু গিভ দ্যা এভিড্যান্স উইদিন ৭ ডেইজ, ইফ ফেইলিউর দ্যান ইট ইউল বি এক্সপাঞ্জড। আমি এক্সপাঞ্জড করে নেব যদি আপনি ৭ দিনের মধ্যে কোন কাগজপত্র জমা দিতে না পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ [মোহনপুর] ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ [মন্ত্রী] ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন ১] মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর বাজারের পূর্বদিকে সোনাই নদীর উপর কাঠের পুলটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর আপাততঃ এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন (২) যদি থাকে, কবে পর্যান্ত আশা করা যায় ?

উত্তর (১) নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন (৩) প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় রাজ্যের প্রধান রাস্তাগুলিতেও অনেক কাঠে পুল এখনো পাকা করা সম্ভব নয় নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মনে আছে কি না যে, এই মোহনপুর বাজারের পূর্বদিকে সোনাই নদীর একদিকে খোয়াই রাস্তা এবং অপর দিকে সিমনা রোড রয়েছে। এই পুল দিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ী যাতায়াত করে। বর্ত্তমানে এই পুলের যে অবস্থা তা'ত যেকোন দিন যেকোন সময় মারাত্মক এক্সিডেন্ট হতে পারে। সেই দিক বিবেচনা করে এই পুলটি রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ [মন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কাঠের পুলটির সংস্কার করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে এইটা পাকা করা হবে।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কাঠের পুলগুলি তৈরী করা হয়, তাতে অত্যন্ত নিম্ন মানের কাঠ লাগানো হয়। ফলে এই পুলগুলি বেশীদিন টিকে না। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ [মন্ত্রী] :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পিকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ১১৫।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন নং—[১] মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভার দক্ষিণ তারানগর আয়লামাঠে কৃষকদের জমিতে জলসেচ করার জন্য সোনাই নদীতে স্লুস্ গেইট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

উত্তর : প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে।

প্রশ্ন নং—[২] যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হলে পরেই এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন নং—[৩] যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর [১] নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে কাউন্সিল গঠিত হবার পর থেকে দীর্ঘদিনের এই দাবী ছিল সেটা বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এই হাউসে এই প্রস্তাবটি করেছিলেন কংগ্রেস আমলে। তদানীন্তন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রীনৃপেনবাবু একটা চক্রান্ত করেছিলেন যাতে এইটা না হতে পারে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অত্র এলাকায় প্রায় ১০,০০০ কৃষক রয়েছেন তাদের উপকারার্থে এইটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, এইটার উপর অগ্রাধিকার দিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট পেলেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কতদিনের মধ্যে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] : স্যার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে, দপ্তরকে বলেছি,

তবে রিপোর্ট এখনো আসেনি, কবে নাগাদ আসবে সেটা বলতে পারছি না। এলে পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা [সিমনা] :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই মোহনপুরে সোনাই নদীর উপরে যে সমস্ত মাইনর ইরিগেশন স্কীম করা হয়েছে তার সবগুলিই এখন অকেজো হয়ে রয়েছে। এবং এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ যে প্রস্তাব করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এই এলাকায় কম করেও এক লক্ষ কৃষক এই জল সেচের অভাবে তাদের ফসলের দারুনভাবে মার খাচ্ছেন। কাজেই প্রায়রিটি ভিত্তিতে সরকার সোনাই নদীর উপর এই স্লুইস্ গেইট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন, এই মাইনর ইরিগেশন স্কীম অর্থাৎ পাম্প সেট এবং স্লুইস্ গেইট এবং লিফ্টিং ইরিগেশন সম্পর্কে এইগুলি সচল না অচল রয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ যে, এই কমিটির নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এই সমস্ত স্কীমগুলি ঘোরে ঘোরে দেখেছেন। এই কমিটির রিপোর্ট পেলে পরে সমস্ত কিছু দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তবে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ সোনাই নদীর উপরে স্লুইস্ গেইটের ব্যাপারে নীয় সদস্য যা বলেছেন—এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছি। রিপোর্ট পেলে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, পশ্চিম ত্রিপুরার সমস্ত ডীপ ইরিগেশানের স্কীমগুলি অচল আছে। এবং কতগুলি সচল আছে। সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্টে কয়টি অচল আছে সেটার কোন উল্লেখ আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে অচলগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—কমিটির সদস্যরা যখন সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে দপ্তরের সমস্ত লোকজন ছিলেন। অচলগুলি তাঁরা ঠিক করে দিয়ে আসেন অথবা খবর পাওয়ার দুই তিন দিনের মধ্যেই গিয়ে ঠিক করে আসেন। পরে খবর নিয়ে দেখেছি যে প্রায় সবগুলি সচল আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে দপ্তরের সমস্ত স্কীমগুলি চালু অবস্থায় আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমার উত্তরটা ঠিক ভাবে হয়নি। ঠিক কটা স্কীম অচল আছে এবং কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে আমি এখনই সঠিক ভাবে কোন সংখ্যা দিতে পারছি না। কিন্তু উনারা আমাকে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন যে, কাজের গতি সন্তোষজনক। আপনারা ফিল্ড ঘুরলেইতো ভাল করে দেখতে পারেন। কোনটা অচল সেটা আপনারা নির্দিষ্ট করে বলুন না। আমিতো বলছি সবটাই চালু আছে। এরপরও যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তবে আপনারা বলুন।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, একটা কমিটি যদি সেট-আপ করা হয়, লিখিত রিপোর্ট পেশ করতে হয়। কমিটির রিপোর্ট কোন অবস্থাতেই মৌখিক ভাবে দেওয়া হয় না। এটা কি ধরনের প্রসিডিউর এটা আমি জানতে চাই। লিখিত রিপোর্ট পেশ করেছেন কিনা সেটা বলুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্পীকার স্যার, এই কমিটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। কামটি বলেছেন যে সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। আপনারা এখন বলুন যে কোন ত্রুটি আছে কিনা ? একটাওতো বলতে পারেন না।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, সেই উত্তরকে ভিত্তি করে বলছি। স্যার, সমস্ত ডীপ ইরিগেশান স্কীমগুলি অচল আছে। মাঠ শুকিয়ে যাচ্ছে। বোরো ধানের ক্ষতি হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যার, সোনামুড়া, খোয়াই, সদর এবং সব সাব-ডিভিশনেই এই একই অবস্থা চলছে। সেখানকার কৃষকেরা জলের জন্য একটা সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়ার কথা বলেছেন এখানে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই তথ্য সত্য কিনা যে, বামফ্রন্ট থাকাকালীন এই স্কীমগুলি নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। বর্তমান সরকার আসার পর সেই সোনামুড়াতে একই মাঠে দুইবার তিনবার করে এটেম নিয়ে ইরিগেশান চালু করতে হয়েছে। পূর্বেকার স্কীমগুলি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে চালু করেছেন। বিভিন্ন স্থানে পাইপ লাইনের এক্সটেনশান করতে হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার নির্বাচনী ক্ষেত্রে সব স্কীমগুলি অচল হয়ে আছে। সব বন্ধ হয়ে আছে, সব অচল হয়ে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে কথা বললেন, তার সঙ্গে আমিও একমত, কারন আমি বলেছি এ্যাক্‌জিস্টিং যে সমস্ত স্কীম আছে, সেগুলি চালু আছে, সেগুলি ছাড়া নূতন করে আর কোন স্কীম নেওয়ার প্রয়োজন নাই, একথা আমি বলি নাই। অবশ্য নূতন নূতন আরও স্কীম নেওয়ার প্রয়োজন আছে, এটা আমি যেমন স্বীকার করি, তেমনি সবাই স্বীকার করবেন। তাই নূতন স্কীম সম্পর্কে সরকারের কোন রকম

চক্রান্ত নাই, বরং চক্রান্ত যেটা চলছে, সেটা ৭, ডি. সিতেই চলছে, কেন না, তারা এখন পর্য্যন্ত সরকার থেকে ১ কোটি টাকা নিয়ে গেছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত তারা একটি স্কীমও কার্য্যকরী করে নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বামফ্রন্টের আমল থেকে আমার মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তাঁরানগর গাঁওসভার অধীন সোনাই নদীতে একটা স্লুইস গেইট করে সেকানকার জায়লার মাঠে কৃষকদের জমিতে জলসেচের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য অনেকদিন ধরে দাবী করে আসছি এবং গত ৬ বছর ধরেও আমার সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আর, এজন্য আমি নিজে মন্ত্রী এবং দপ্তরের কাছে গিয়ে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি দপ্তর থেকে আমাকে বলাচ্ছে যে এটা এ্যাক্সটানেলের ব্যাপার, আবার কখনও বলা হচ্ছে এটা ইন্টারনেলের ব্যাপার আর এই এক্সটারেন্যাল আর ইন্টারন্যালে নাকি প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব রয়েছে, যারজন্য এই স্লুইস গেইটের কাজ করা যাচ্ছে না। কাজেই, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নেবেন, জানাবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার. এই প্রশ্নটা আমার দপ্তর বিষয়ক নয়, তবে মাননীয় সদস্য যদি মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টকে এই প্রশ্ন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই উনার উত্তর পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদীপক কুমার নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর ১১।

প্রশ্ন

১) চন্দ্রপুর থেকে নন্দননগর ভায়া নয়ানিমুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২) থাকিলে, কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান হলে কাজটি আগামী আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর ১৫।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর ১৫,

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমায় বি, বি, রোডের উপর কয়টি কাঠের পুল, পাকা সেতু ও কালভার্ট আছে ?

২) এই সকল পুল, কালভার্টগুলি কবে নাগাদ মেরামত করা হয়েছিল, এবং

৩) উক্ত পুল ও কালভার্টগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর

১) বিলোনিয়া মহকুমায় বি, বি, রোডের উপর ১২টি কাঠের পুল এবং ২০টী কালভার্ট আছে। পাকা কোন সেতু নাই।

২) বামফ্রন্টের রাজত্বকালে ১৯৮৬-৮৭ইং সনে ১টি, ১৯৮৭-৮৮ইং সনে ১টি এবং জোট সরকারের আমলে ১৯৮৮-৮৯ইং সনে ২টি এবং ১৯৮৯-৯০ইং ৮টি কাঠের পুল মেরামত করা হয়েছিল।

৩) উক্ত পুলগুলির মধ্যে ১৯টি বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে। ১টি পুলের কাজ কয়েক দিনের মধ্যে হাতে নেওয়া হবে এবং বাকী আরও ১টি পুলের মেরামতির জন্য এষ্টিমেন্ট করা হইতেছে। তাছাড়া, কালভার্টগুলির অবস্থা এখন পর্যান্ত ভালই আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রাস্তার উপর মনু নদীর উপর যে সেতুটি আছে সেটা সাংঘাতিক করুন। যে কোন মুহূর্তে এক্সিডেন্ট হতে পারে। কাজেই সেখানে পাকা পুলের ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীসমির রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেই যে একটা পুলের কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই হাতে নেওয়া হবে এবং আয়েকটা পুলের মেরামতের কাজ হচ্ছে। আথিক সংকুলান হলে পাকা পুলের কাজ হতে পারে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একটা কাঠের ব্রীজের জন্য টেণ্ডার দেওয়ার পর দেখা যায় যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাঠ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে না। তখন নিম্ন মানের কাঠ দিয়ে ব্রীজ করা হয়। ফলে ৫/৬ মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙ্গে পাড়। কাজেই সেই ক্ষেত্রে পাকা ব্রীজের ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ব্রীজ না করে কালভার্ট করছি। মাননীয় সদস্য যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন যে পি, ডব্লিউ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না তাহলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান না হওয়াতে আমরা আগরতলার পাশেই ব্রীজগুলিকে পাকা করতে পারছিনা। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হয় তবে আমরা আর সি, সি ব্রীজ করার জন্য চেষ্টা করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কাঠের ব্রীজ মেরামতের কথা বলা হচ্ছে সেখানে

দেখা যাচ্ছে টেণ্ডারে যে কাঠ দেওয়ার জন্য বলা হয় সেটা না দিয়ে নিম্নমানের কাঠ দিয়ে সেগুলি করা হচ্ছে। এই ধরনের কাজ বেশী হচ্ছে শান্তির বাজার একজীকীউটিভ ইঞ্জীনীয়ারের ডিভিশনে। তুলা কাঠের মত নিম্নমানের কাঠ দিয়ে এই সমস্ত কাজ হচ্ছে। এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরি :—স্যার, আমি সুস্পষ্ট ভাবেই বলছি, ১৯৮৯ইং সালে যে সমস্ত বীজ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে? কাজেই এর থেকে আর সুনির্দিষ্ট কি ভাবে বলা যাবে স্যার?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :- ৮,১,৯০ইং সন থেকে যে সমস্ত কাজ পি. ডাব্লু. ডি, হাতে নিয়েছে তার সমস্তগুলিই নিয়ম নীতি অনুসারেই করা হয়েছে। কোথাও নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কিছুই হয় নি। কনট্রাকটরদের দেওয়া হয় নি এ অভিযোগও ঠিক নয়। এটা অসত্য অভিযোগ। অসত্য অভিযোগ এনে হাউসকে বিভ্রান্ত করা যায় ঠিকই, তবে ফয়দা লুটা যায় না। লিখিত অভিযোগ আনুন। মৌখিক কথার উপর তদন্ত করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :--অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৪।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৪।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার আবার ত্রিপুরা রাজ্য লটারী চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে দেখার পর রাজ্য লটারী পুনরায় চালু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত সরকারের আমলে এই লটারী কেলেঙ্কারী নিয়ে এই হাউসে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। পত্র পত্রিকায়ও বিভিন্ন কেচ্ছা কাহিনী বের হয়েছে। তাই আমি জানতে চাই, এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা বিগত আমলের লটারী কেলেঙ্কারীর সঠিক কারণ নির্ণয়ে?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, লটারী বিষয়ে বহু তথ্য, বহু অধ্যায় এই হাউসেও

আলোচনা হয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এসে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। তিনি ডিপার্টমেন্টাল এন্‌কোয়েরী করে রিপোর্ট দিয়েছেন। এখন বিচার করে দেখা হচ্ছে আইন মোতাবেক সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যকে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং ১০।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী)—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০।

প্রশ্ন

১। মোয়াগাঁও স্কুল থেকে নয়ানীয়ামুড়া ভায়া মেঘলিমুড়া রাস্তাটি ব্রীক সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। যদি থাকে তবে চলতি আর্থিক বছরে তা করা হবে কিনা, রাজ্য সরকার জানাবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কাজটি ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষে হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—স্যার, আমি ১০০ নাম্বার কোয়েশ্চান সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেড।

মিঃ স্পীকার ঃ—ঠিক আছে, আগে অন্যদেরগুলি শেষ হয়ে যাক।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :—অ্যাডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে,

২) যদি সত্য হয় তবে উক্ত সেতু নির্মাণের কাজ চালু করার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না,

৩। কবে নাগাদ ঐ সেতুর কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, গত জুলাই মাস থেকে কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।

২। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই আবার কাজ চালু হবে।

৩। ১৯৯২ সালের শেষ নাগাদ কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সেতুর কাজ ২০ বছর আগে আরম্ভ করা হয়েছিল, কি কারনে কাজটি শেষ করতে এত দেরী হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):—স্যার, ১৯৭৪-৭৫ইং সনে বগাফা বিলোনীয়া রাস্তায় মুহুরী নদীর উপর চিন দাস ব্রীজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং কাজটি মেসার্স গেগন ডানকালি এণ্ড কোং লিংকে দেওয়া হয়েছিল (পরবর্তী সময়ে কাজটির ডিজাইনের পরিবর্তন করিয়া ডাবললেইন আর. সি, সি, ব্রীজে রূপান্তরিত করা হয়)। একটি এবাটমেনট ওয়েল খনন করিয়া এবং দুইটি পিয়ার ওয়েলের কাজ আংশিকভাবে করিয়া ১৯৭৮-৭৯ইং সনে মেসার্স গেনন ডানকালি লিং কাজটি সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দেয়। বিষয়টি শালিস কর্তার নিকট প্রেরন করা হয় এবং তাহা নিষ্পত্তি হইয়াছে। ডাবল লাইন আর, সি, সি ব্রীজের বাকী ৬১, ১৩ ৯৭১ টাকার কাজটি ২৩. ১১. ১৯৮৫ইং সনে কনট্রাকটর শ্রীপতিলাল দাসকে দেওয়া হয়। কনট্রাকটর শ্রীপতিলাল. মেসার্স গেনন ডাণকালি লিং এর ফেলে যাওয়া কাজ যথা ওয়েল নং ৫ তৎসঙ্গে ওয়েল নং ৪,৬,৩৭ কাজগুলি পিয়ার কেপ পর্য্যন্ত শেষ করিয়াছে, মেসার্স গেনন ডানকালি-র দ্বারা ওয়েল নং ৩ এর নির্মাণের সময় কাজ হয়ে গিয়েছিল যা আংশিকভাবে সংশোধন করা হইয়াছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইহা তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং ১ নং কূপের ভিতর পরিকল্পনা করিয়া ইহার মুখ বন্ধ করিবার কাজ তৎসঙ্গে ৪ নং হইতে ৭ নং কূপের মধ্যমর্তী সুপার ট্রাকচারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে ৪ নং কূপেন কাজ হওয়ার বিষয়টিকে সংশোধন করিতে গিয়ে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার অজ্হাতে শ্রীপতিলাল দাস, কনট্রাকটর জুলাই, ১৯৮৯ ইং সনে কাজটি সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কনট্রাকটরের সাথে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ক) ব্রীজটির এষ্টিমেণ্ট টাকা যা ছিল, বিলম্বের জন্য এই ব্রীজটি শেষ করতে সরকারের এখন কত বেশী লাগবে?

খ) এই ব্রীজের কাজ শেষ হলে বিলোনীয়া মেইন টাউন থেকে ব্রীজ পর্য্যন্ত একটা সুন্দর সড়ক নির্মাণের জন্য বহুদিন আগেই ঐ এলাকার বাসিন্দাদের জমি একোয়ার করে রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই জায়গাগুলি এখন এনক্রোমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ মন্ত্রী) :— স্যার, ব্রীজটির কাজ শেষ হলে পরে রাস্তার কাজ সম্পর্কে বিবেচনা

করা হবে। আর যেহেতু আগে ব্রীজটি ষ্টিলট্রাস নির্মাণের কথা ছিল এবং সে জায়গায় আর, সি, সি ব্রীজের রূপান্তরিত করা হয়। ব্রীজটি ৭৪-৭৫ইং সালে আরম্ভ হয়ে ৮৯-৯০ইং সাল পর্যন্ত চলছে, স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে। তথাপি জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে এই ব্রীজটির কাজ আরম্ভ করতে হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি কাজটি ত্বরান্বিত করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি যে, এই যে কাজ বন্ধ হয়ে আছে এবং যে কন্ট্রাকটার কাজ করতে আপত্তি তুলেছেন সেগুলি সমাধান করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সাপ্লিমেন্টারীর উত্তরে বলেছি যে, কন্ট্রাকটার কাজ করতে আপত্তি তুলেছিল সেই কন্ট্রাকটার উনাদের দলীয় লোক। সেই কন্ট্রাকটারের সঙ্গে পুর্ত দপ্তর মিটিং এ বসে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্রীজের কাজ শেষ করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধা কিশোর পুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে গড়ে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা কত,

২। রাজ্য সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ দৈনিক উৎপাদন হয়, এবং

৩। বাইরের রাজ্য থেকে দৈনিক গড়ে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়, এবং

৪। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুতের ঘাটতি কত, এবং এই ঘাটতি পূরনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে গড়ে দৈনিক বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ৪২ মেগাওয়াট।

২। বর্তমানে রাজ্য সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে মোট ১৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দৈনিক উৎপাদন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বড়মুড়া ৬.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নূতন ইউনিট (তৃতীয় ইউনিট ও রুখিয়ার ৮ মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথম ইউনিট পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে।

৩। বহিঃ রাজ্য থেকে দৈনিক গড়ে ২৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়।

৪। বর্তমানে রাজ্যের দৈনিক বিদ্যুৎ ঘাটতি ২৭.৫ মেগাওয়াট যাহা এন্ ই গ্রিডের উৎপাদন ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে।

৫। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব উৎপাদন (নতুন গ্যাস ভিত্তিক ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে) বৃদ্ধি ও বহিঃরাজ্য আসাম ও নপকো থেকে আমদানির ব্যবস্থা করেছে। ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে ২৭ মেগাওয়াট।

গোপাল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে. বাইরে থেকে বিদ্যুৎ এনে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে, প্রতি মুহূর্তে যেকোন সময় বিদ্যুৎ চলে যায় এবং তার জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। কাজেই এই যে লোড শেডিং হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বা মন্ত্রী মহাশয় কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে এটা ঠিক। এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমার উত্তরে বলেছি গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ইং ত্রিপুরা রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল বড়মুড়া ৬.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন থার্ড ইউনিট চালু করেছেন। তারপর মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি রুখিয়ার ইউনিটটি চালু করেন। এটা পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে। তাই তখন থেকে আমরা মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ নিয়ে থাকি। এখনও এটা আমরা টেক ওভার করিনি। কারন. এখন যদি আমরা এটা ব্যবহার করি তাহলে যদি কোন যন্ত্র নষ্ট হয়ে যায় সেটা মেরামতের খরচ আমাদের বহন করতে হবে।

তাছাড়া রাজ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি রূপায়নের পরিকল্পনাও আছে।

ক) বড়মুড়ায় ২য় ও ৩য় গ্যাস ভিত্তিক অতিরিক্ত তাপের সাহায্যে ১১ কোটি মেঃওয়াট ছিটি প্রকল্প স্থাপনের জন্য বর্তমানে কেন্দ্রীয় করকারের বিবেচনাধীন আছে।

খ) গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য (গোমতী রিনোভেশন ও আপপ-রেটিং স্কীম) প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় আগামী ১৯৯১-৯২ইং সনের মধ্যে কাজ শেষ হবে এবং অতিরিক্ত ৩'৫ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ চাহিদার সময় পাওয়া যাইবে।

গ) মহারাণী ২ × ৩ ৫ মেঃওয়াট ক্ষুদ্রজল বিদ্যুৎ প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ৩০০ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছে।

ঘ] রুখিয়াতে ১০ × ৭'৫ মেঃওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প করার পরিকল্পনা আছে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে করা হইতেছে।

ঙ) ত্রিপুরায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আগরতলার কাছে চাম্পামুড়াতে জায়গা নেওয়া হয়েছে এবং এন. পি, সি, সি,র মাধ্যমে যাতে করা যায় তারজন্য চেষ্টা চলছে। এটা হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের কোন অভাব থাকবেনা। উপরন্তু আমরা বহিঃ রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—এখন কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হল। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক

উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেসমস্ত প্রশ্নের লিখিত ইত্তর পত্র ও তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURE-A

OBIRTURY REFERENCES

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল স্মৃতি অর্পণ। আমি পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করছি। প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতি তর্পন পাঠ করার পরে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করছি।

এখন, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত দরবারা সিংএর প্রতি স্মৃতি তর্পন।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রবীন কংগ্রেসী নেতা, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভার প্রাক্তন সদস্য দরবারা সিং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১১ই মার্চ, ১৯৯০ইং বাটরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর।

তিনি ১৯১৬ ইংরাজীর ১০ই ফেব্রুয়ারী জলন্ধর জেলায় ঝাণ্ডিয়ালা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪২ইং সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করে তিনি ৭ বৎসর কারাবরণ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে তিনি পাঞ্জাবের উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে অংশীদার করেন এবং ১৯৮০ সালে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন এবং ১৯৮৪ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভ্য ছিলেন। পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সর্বদাই তীব্র ভাষায় উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের নিন্দা করে গেছেন। তিনি ছিলেন জাতীয় সংহতির এক মূর্ত্ত প্রতীক।

তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন দেশপ্রেমী নেতাকে হারালো।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)

মিঃ স্পীকার : এখন, পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এবং সি, পি, আই, (এম) পলিট-ব্যুরো সদস্য প্রয়াত সরোজ মুখপাধ্যায়ের প্রতি স্মৃতি তর্পন।

পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান, প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা, সি,পি,আই (এম) পলিট-ব্যুরোর সদস্য এবং প্রাক্তন সাংসদ সরোজ মুখোপাধ্যয় গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৯০ইং রাত ২টা ৪০ মিনিটে নীলরতন সরকার হাসপাতালে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর।

১৯১১ সালে ১৪ই জানুয়ারী বর্ধমান জেলার বাহাদুরপুরে সরোজ মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশী অন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস, সি, পরীক্ষা দেওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জেলে থাকা অবস্থায়ই তিনি এম, এ, এবং আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেড়িয়ে এসেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন এবং পার্টির পুরো সময়ের কর্মী নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা ভাষায় ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং পুস্তকের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শ প্রচার করে গেছেন। তিনি সুলেখক এবং সাংবাদিক ও "গণশক্তি পত্রিকার" সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন জনদরদী নেতাকে হারালো।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(সভায় উপস্থিত সকল মাননীয় সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন।)

মিঃ স্পীকার:— এখন, বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজ সেবিকা প্রয়াতা মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি স্মৃতি তর্পণ।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজ সেবিকা মৈত্রেয়ী দেবী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ইং রবিবার সকালে কলকাতা একটি নার্সিং হোমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর। সারা জীবনই আদর্শকে কাজে রূপায়িত করার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন। সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অক্লান্ত ভাবে সমাজসেবা করে গিয়েছেন। 'নহন্যতে' উপন্যাসের জন্য তাঁকে ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ঐ বছরই ভারত সরকার তাঁকে 'পদশ্রী' উপাধি দেন।

১৯১৪ সালে মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম হয়। পিতা সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক। ছোটবেলা থেকেই মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'উদিতা' প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র আদর্শের পূজারী মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করে গেছেন।

লেখিকা হিসাবে খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়েছিল বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মে তাঁর ভূমিকা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু অবহেলিত শিশুদের

নিয়ে তিনি মধ্যগ্রামের বাড়ীতে গড়ে তুলেন "খেলাঘর"। যুক্ত ছিলেন গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেশান ও কোয়েকার সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ডস সংস্থার সঙ্গে। রাষ্ট্রসংঘ থেকে পেয়েছেন সমাজসেবার জন্য বিশেষ পুরস্কার। তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে হারাইলাম। ২ (দু) মিনিই দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজসেবিকার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

মিঃ স্পীকার :— এখন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ প্রয়াত প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রতি স্মৃতি তর্পণ।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত গত ১১ই মার্চ, ১৯৯০ইং কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর।

ঢাকার তেওটা গ্রামে ১৯১০ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অতুল-চন্দ্র গুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবি ও সাহিত্য সেবক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার ছিলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইতিহাস বিভাগে কাজ করে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসাবে ফিরে আসেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনি বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র ভারতীর উপচার্য্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় ইতিহাস বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ভারতের ইতিহাস চর্চার ঐতিহাসিক প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ছিলেন অন্যতম পণ্ডিক্ত।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

ADJOURNMENT MOTION

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বক্তব্য রাখতে চাই, সেটা হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটা এডজার্নমেন্ট মোশানের নোটিশ দিয়েছিলাম। সম্প্রতি সারা রাজ্য খাদ্য সংকটের ফলে সাত জন জুমিয়া পর্যন্ত অনাহারে

তাদের সন্তান বিক্রি করেছে. তাদের কাজকর্ম দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এটার আলোচনা করতে হবে। গত অধিবেশন থেকে এই অধিবেশন পর্যন্ত সাত জনের সন্তান বিক্রি হয়েছে, ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল এলাকায় খাওয়া খাদ্য বলে কিছু নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবশ্যই আমাদের আলোচনা করতে দিতে হবে।

মিঃ স্পিকার ঃ—মাননীয় সদস্য এই এডজার্য়মেণ্ট মোশান তো রিজেকটেড হয়ে গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- স্যার, ...

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা'।

বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৯০ হইতে ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত বিধানসভার আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মামনীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ, ১৯৯০ইং সোমবার হইতে ৩রা এপ্রিল, ১৯৯০ইং মঙ্গলবার, পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রিপোর্টটি হাউসে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময়-নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।'

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল ঃ—বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।'

(প্রস্তাবটি ধ্বনি-ভোটে পাশ হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এ্যাডজার্ণমেণ্ট মোশানটা রিজেক্টেড হয়ে গেছে। আপনারা বসুন হাউসের কাজ চলতে দিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, যেহেতু এ্যাডজার্ণমেণ্ট মোশানটা রিজেক্টেড হয়ে

Expunged as Ordered by the Chair.

গেছে, সেহেতু উনারা যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি এ্যাক্সপাঞ্জড করা হউক।

At this stage the Opposition en bloc staged a walk-out in protest the rejection of their adjournment motion.

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ. ঐসব এ্যাক্সপাঞ্জড্ করা হল।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পিকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—উল্লেখ পর্ব। এই উল্লেখ পর্বে আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী তার বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ্যপর্বে আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"১০-৩-৯০ইং বিকাল ৫-৩০মিঃ এর সময় বিলোনীয়া মহকুমার মাইছড়া বাজারে প্রকাশ্য দিনের বেলায় রাস্তার উপর সি, পি, এম দুষ্কৃতিকারী দ্বারা কংগ্রেস (আই) কর্মী শ্রমিক রাজেশ্বর মালাকার, হৃষীকেশ মজুমদার ও কৃষ্ণ বৈষ্ণব পরিকল্পিতভাবে আক্রান্ত হয়ে গুরুতরভাবে জখম প্রাপ্ত হওয়া এবং পরে জিবিতে রাজেশ্বর মালাকার মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১-৩-৯০ইং তারিখে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। নোটীশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু এই হাউসের সামনে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হল—"১২-৩-৯০ইং সোমবার রাত্রি জোলাইবাড়ীর মধ্য-পিলাক গাঁও সভার উন্নয়ন কমিটির সদস্য কংগ্রেস (আই) কর্মী পূর্ণধর ত্রিপুরার বাড়ীতে পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগানোর ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি

আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১-৩-৯০ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Deputy Speaker :— Next business before the House is the LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE.

Now, I request the Minister-in-charge of the Revenue Department to lay a copy of the Tripura Registration (Amendment) Rules, 1989 as required under Sub-Section [2] of Section 91 of the Registration Act, 1908.

Shri Kalidas Dutta (Minister of state) :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a Copy of the Tripura Registration (Amendment) Rules, 1989 as required under Sub-Sebtion (2) of Section 91 of the Registration Act, 1908.

Mr. Deputy Speaker :—Next, I request the Minister-in.Charge of the Parliamentary Affairs Department to lay a copy of the Salary, Allowances of Ministers (Tripura) Telephone facilities Rules, 1990 as required under Sub-Section (3) of Section 12 of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Act, 1972.

Shri Arun Kumar Kar (Minister) :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Salary and Allowanoes of Ministers (Tripura) Telephone Facilities Rules, 1990, as required under Sub-Section (3) of Section 12 of the Salaires and Allowances of Ministers [Tripura] Act, 1972.

Mr. Deputy Speaker :—Now the Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department to lay-'A copy of Salary and Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Pension (2nd Amendment) Rules, 1990 as required under Sub-Section (2) of Section 12 of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act 1972.

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে rulesটি লে করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Arun Kumar Kar (Minister) :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay 'A copy of Salary, Allowances and Pansion of Members of the Legislative Assembly (Tripura) pension (2nd Amendment) Rules 1990, as required under Sub-Section (2) of Section 12 of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972.

Mr. Deputy Speaker :—Now the Minister-in-charge of the Revenue Department to lay—'A copy of the Tripura Special Marriage Rules 1980, as required under Sub-Seation (4) of Seation 50 of the Special Marrige Act, 1954 আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে rulesটি লে করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Kalidas Datta (Minister of state) :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay 'A copy of the Tripura Special Marriage Rules, 1989 as rquired under Sub-Section (4) of Section 50 of the Special Marriage Act 1254.

Mr. Deputy Speaker :—Now the Hon' ble Chief Minister to lay—'A copy of the notification No, F. 6(1)-PD/79. P-II dated the 25th January, 1990 issued by the Government of Tripura under the proviso to Sub-Sectian (4) of Section 1 of the Tripura Security Act, 199, extending the period by two years beyond the 25th January, 1990 during which the Act, shall remain in force in the State of Tripura. আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে retifilcationটি লে করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to lay 'A copy of the Notification No F.6(1)-PD/79 P. II dated the 25th January, 1990 issued by the Governemt of Tripura under the proviso to Sub-Section (4) of Section I of the Tripura Security Act, 1980, extending the period by two years beyond the 25th January, 1990 during which the Act, shall remain in force in the State of Tripura.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি বিলের কপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে অনুগ্রহ করার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—Legilative business. Introduction of the Tripura Land Pass Book (Amendment). Bill 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990).

Now the Minister-in-charge of the Revenue Department to move for leave to tntroduee :—

"The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990.)

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অনারেবল ষ্টেট মিনিষ্টার শ্রীকালিদাস দত্ত মহোদয় মুভ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—ঠিক আছে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990). এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990) এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি উৎথাপিত হয়)

মিঃ স্পাকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"The Indiad Forest (Tripura 3rd Amendment) Bill, 1990 Tripura Bill No. 9 of 1990).

আমি এখন বন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীব্রজকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Indian Forest (Tripura 3rd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 9 of 1990) এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

এখন বনবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"The Indian Forest (Tripura 3rd (Amendment) Bill, 1990 [Tripura Bill No. 9 of 1990] এই সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

[সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি উৎথাপিত হয়]

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990)

আমি এখন রাজস্ব বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990) এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি রাজস্ব বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990) এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি উৎথাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"The Tripura Amusements Tax (3rd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)."

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—"The Tripura Amusements Tax (3rd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)". এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"The Tripura Amusements Tax (3rd Amendment) Bill, 1990 Tripura Bill o. 2 of 1990)." এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় উৎথাপিত হয়।

AFTER RECESS. AT 2-PM.
PRESENT ATION OF BUDGET ESTIMATES FOR 1990-91

PRESENTATION OF THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989-90

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"১৯৮৯-৯০ইং আথিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন"। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৮৯-৯০ইং আথিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "১৯৮৯-৯০ইং আথিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী" সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি "নোটীশ অফিস" থেকে ১৯৮৯-৯০ইং আথিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী" সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য। যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর (ডিমাণ্ডস ফর সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৯-৯০) ছাঁটাই প্রস্তাবের [কাট মোশানস] নোটীশ দিতে চান তাঁরা আগামী ২১শে মার্চ্চ বুধবার, ১৯৯০ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটীশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—"১৯৯০-৯১ইং আথিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি" ১৯৯০-৯১ইং আথিক সালের ব্যয় বরাদ্দ" সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Sudhir Ranjan Majumdar—(Chief Minister) :—Mr Speaker sir, I beg to present to the House the Budget Estimates for the year 1990-91.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট পেশ করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

২। এই বাজেট গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি ঐকান্তিক ও সৎ প্রচেষ্টা। অর্থদপ্তর পরিকল্পনা বহির্ভূত বাজেট চূড়ান্তকরণের পূর্বে অন্য সকল দপ্তরের সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা নিয়েছিল। জেলা পরিকল্পনা পর্ষদগুলো জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অত পর রাজ্য যোজনা পর্ষদে ক্রমাগত তিন দিন ধরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের প্রস্তাব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে যেখানে প্রতিটি খাতের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষিত হয়েছে। মহাশয়, এই পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়ার ফলে আমরা একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা বরাদ্দের যথার্থ যৌক্তিকতা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলাম। যদিও

১৯৯০-৯১ সনের বার্ষিক যোজনা ব্যয়ের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বৎসরের ১৬৭ কোটি টাকা পরিকল্পনা বরাদ্দের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশী, কিন্তু তবুও তা আমাদের প্রত্যাশা থেকে অনেক কম। তবে এ ব্যাপারে অনেক বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আমরা এখনো জানতে পারিনি, যেসকল কেন্দ্রীয় অর্থপুষ্ট প্রকল্প রাজ্য সরকার রূপায়ণ করবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের কী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ রাজ্যের জন্য ১৯৯০-৯১ সনে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন তার কেবলমাত্র একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ আশা করেছি এবং বাজেট প্রস্তাবে সংযোজিত করেছি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বরাদ্দ সেই প্রত্যাশা থেকে অনেক কম। নবম অর্থ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা এখনো পাইনি, তবে ১৯৯০-৯১ সালে কমিশন ত্রিপুরার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন শুধু সেই তথ্য আমরা পেয়েছি এবং বাজেট প্রস্তাবে তা সংযোজিত করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এইটুকু বলা যায় যে, ১৯৯০-৯১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ, ১৯৮৯-৯০ সালের তুলনায় ১৭.৫ শতাংশ বেশী।

৩। আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে রাজ্যে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের একটি অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই সরকার রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির জন্য শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিসমাপ্তির ফলে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৪। টি,এন,ভি, এর সঙ্গে শান্তি চুক্তি অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা পুরো ৪৩৭ জনকে পুনর্বাসন দিয়ে সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। সুসংহত জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে ২৫০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেবার উদ্যোগ এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বন আইনের জন্য যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে তার সুরাহা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভুল পথে পরিচালিত হয়ে যারা টি. এন, এল, এফ, সংগঠন গড়ে তুলেছে, তাদেরও মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সরকার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে এদের ৫৭ জন আত্মসমর্পন করেছে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

৫। আমাদের সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করাই উচিত। শূন্য কথার ফুলঝুরি দিয়ে শূন্য উদর প্রতির যুগ শেষ হয়েছে। আশা করা যায় সেই দিনগুলো আর ফিরে আসবেনা। আমরা এখন প্রতিশ্রুতি রক্ষার যুগে প্রবেশ করেছি যাতে, এই অতীতের বিভেদ, মতানৈক্যপূর্ণ এবং তীব্র অসন্তোষে জর্জর রাজ্যটিতে একজনকেও অভুক্ত থাকতে না হয়। মাননীয়

মহোদয়, এটা সর্বজ্ঞাত যে, শান্তিই হচ্ছে প্রগতির একমাত্র পরিচারিকা শক্তি। এই সীমান্ত রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আমাদের তাই প্রচেষ্টা থাকবে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিশ্রুত সেই সম্ভাবনাময় দিগন্তের উষ্ণ বাতাবরণে পৌঁছানো।

৬। মাননীয় মহাশয়, শূন্য বাক্‌বিস্তার দিয়ে যেমনি প্রগতি সাধিত হয়না, তেমনি উৎপাদনহীন ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নের গতি বজায় রাখা কঠিন। আমাদের অতীত উত্তরাধিকার যাঁতাকলের মতো এ রাজ্যের মানুষের কণ্ঠ চেপে বসে আছে। সম্পদ সৃষ্টি না করে ক্রমাগত ঋণের বোঝা বাড়ানো হয়েছে, দায়ভার সৃষ্টি করা হয়েছে, আনুষঙ্গিক কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য না রেখেই। এই মুহূর্তে প্রয়োজন হলো অর্থ-নৈতিক দূরদর্শিতা। আরও কার্যকরী অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কোন পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে হবে এবং একে আর্থিক সংকটের প্রলক্ষণ বলে চিহ্নিত করা উচিত হবে না। বস্তুতপক্ষে সকল সম্পদের—তা প্রাকৃতিক, শিল্পগত বা অর্থ-নৈতিক যাকিছুই হোকনা কেন—তার পূর্ণ সদব্যবহার করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে শুধুমাত্র লোক নিযুক্তির জন্য কর্মসৃষ্টি করা নয়, অর্থবহ কর্মসংস্থানের পথ সুগম করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে সেই সব ক্ষেত্রে সম্পদ বিনিয়োগ করা যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি বিশেষ করে তফসিলীভুক্ত জাতি উপজাতি এবং ও, বি, পি, ভুক্ত সম্প্রদায়ের মহিলা ও যুবক-যুবতীরা, সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। যে বাজেট আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো তা শুধুমাত্র উন্নয়নমুলকই হবেনা, এতে নিহিত থাকবে সম্পদের যথাযথ পুনবণ্টনের সামাজিত ন্যায় বিচার।

৭। সমগ্র সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র উপঢৌকন ও পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের সংগঠনে পরিনত হয় তার প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ মুল্যবোধে আমরা পুনর্জাগরিত করবো। স্বশাসিত জেলা পরিষদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং সর্বাবস্থায় আমরা তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো।

৮। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তফসিলী জাতি/উপজাতিদের জন্য নির্ধারিত পদগুলো কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ মুক্ত করা হবে না। গ্রুপ 'এ' ও গ্রুপ 'বি' ভুক্ত সংরক্ষিত পদগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করেও সেগুলো তফসিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের মাধ্যমে পুরণ করার সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হবে। আন্তরিক প্রয়াস নেওয়ার পরেও অবস্থা বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পদ সংরক্ষণ মুক্ত করার প্রয়োজন একেবারেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদন চাওয়া হবে। তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য নির্ধারিত পদ পুরণের জন্য একটি জরুরী ভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া

হয়েছে এবং এব্যাপারে মন্ত্রিসভার একটি উপ-সমিতি গঠন করা হয়েছে যাতে এই পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়ণ করা সম্ভব হয়।

৯। সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সম্পদের পুনর্বন্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুচিত করা—এই দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে উৎপাদন ও উৎপাদনমুখীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্পগুলোর কাজ ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে করে উপজাতি জনগোষ্ঠিসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অগ্রগতি সাধিত হয় এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত বিকাশ শক্তিশালী হয় ও নতুন শিল্পোন্নয়নের বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এরাজ্যের বিরাট মানবসম্পদকে কেবলমাত্র খয়রাতি নির্ভর জনসমষ্টি না ভেবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্য ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও গর্ববোধকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের সম্মান ও সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে বরণ করে নেওয়া।

১০। আমি এখন উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার সরকারের সম্পন্ন কাজের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ প্রস্তাবগুলো তুলে ধরতে চাই।

১১। কৃষি ও ফলচাষ

১১.১ যত তাড়াতাড়ি খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাপক কর্মপ্রয়াস শুরু হয়েছিল তা এখনও পুরোদমে চলছে। এর ফলে বহিঃরাজ্য থেকে খাদ্য আমদানি বহুলাংশ হ্রাস পাবে এবং সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য-নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। এই ক্রমপ্রয়াসের অন্তর্গত রয়েছে, অন্যান্য অনেক ব্যবস্থার মধ্যে—যথোপযুক্ত পরিমাণে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ, অধিকতর পরিমাণে সার প্রয়োগ, চারা সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক ও উপযুক্ত কৃষি প্রকৌশল পদ্ধতির কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ইত্যাদি। আশা করা হচ্ছে যে ১৯৮৯-৯০ সালে ৪.৭২ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে—যা গত বছরের খাদ্য শস্য উৎপাদনের সর্বকালীন রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাবে। খারিফ মরশুমের প্রারম্ভে খরা পরিস্থিতি থাকা সত্বেও এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, ১৯৮৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারনে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করার জন্যে একটি উপযুক্ত ও ব্যাপক খরাত্রাণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, যার দ্বারা রাজ্যে খরাপীড়িত অঞ্চলে কৃষকদের উপযুক্ত শস্য উৎপাদনের জন্যে উৎপাদনসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা হয়েছিল।

১১.২ অধিকতর মাত্রায় অন্যান্য খাদ্য শস্য উৎপাদনের একটি বলিষ্ঠ প্রবণতাও বর্তমান বছরে

লক্ষ্য করা গেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে চাল উৎপাদনের মাত্রা ছিল প্রতি হেক্টরে ১৪০২ কিলোগ্রাম। সেই ক্ষেত্রে পরিকল্পনার শেষ বছরে আশা করা হচ্ছে হেক্টর পিছু চাল উৎপাদনের মাত্রা দাঁড়াবে ১৮৩০ কিলোগ্রাম। তদনুরূপভাবে গম, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১৪% ২৬% ও ১৫%।

১১.৩ জমিতে কী পরিমাণে সার প্রযুক্ত হচ্ছে তার দ্বারা অধিকতর উৎপাদন ও উৎপাদন-মুখীনতার একটি মুখ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আগে যেখানে হেক্টর প্রতি সার ব্যবহৃত হতো মাত্র ৮ কেজি, সেইক্ষেত্রে এখন হেক্টর প্রতি সার ব্যবহৃত হচ্ছে কেজি, অর্থাৎ সার প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০%।

১১.৪ উপজাতি-কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে বিশেষ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের উপজাতি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনমুখীনতা বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্প রাজ্যের ১৭টি ব্লকের অন্তর্গত সুনির্দিষ্ট ৩৪টি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ৩৪০০ হেক্টর জমিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম ও সরিষা উৎপাদন করা হচ্ছে।

১১.৫ কৃষি-গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের বৃষ্টিসিক্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত সুনির্বাচিত শস্যচাষের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সদর মহকুমার শান্তিনগর ও শচীন্দ্রনগরের এই চাষ শুরু হয়েছে। এই নতুন প্রক্রিয়ায় স্বল্পমেয়াদী ও অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী উচ্চফলনশীল ধান, খারিফ মরশুমের ডাল, বাদাম ও ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করা হয়।

১১.৬ উপজাতি জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে জলসেচের জন্য প্রকৃতিক 'ফ্লো ইরিগেশন' পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে মাসে দক্ষিণ ত্রিপুরার দেওয়ানছড়াতে এরকম একটি ফ্লো ইরিগেশন ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চালু করা হয়েছে। আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়ার পর রাজ্যের তিনটি জেলায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকার আরও চারটি ফ্লো ইরিগেশন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

১১.৭ ১৯৯০-৯১ সালের মূল লক্ষ্যগুলো যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, কৃষক সম্প্রদায় বিশেষতঃ উপজাতি কৃষকদের জমিতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপজাতি কৃষকদের উন্নতিকল্পে বিশেষ প্রকল্পের উদ্ভাবন, বৃষ্টি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত কৃষি সামগ্রী মজুত-করার জন্যে পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো সৃষ্টি করা।

১১.৮ খাদ্য শস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৮৯-৯০ সালের অর্জিত ৪.৭২ লক্ষ মেট্রিক টনের স্থলে ১৯৯০-৯১ সালে ৫.১৯ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৯৮৯.৯০ সালের ১০২০ লক্ষ মেট্রিকটন লক্ষমাত্রার স্থলে ১৯৯০-৯১ সালে ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিকটন লক্ষ মেট্রিকটন লক্ষমাত্রা প্রস্তাবিত হয়েছে।

১১.৯ এই রাজ্যের পক্ষে এটা গর্বের বিষয় যে, এখানকার কৃষি দপ্তর, আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতায় খাঁটি আলুবীজ উৎপাদনে সফল হয়েছে। সারা দেশে এটিই একমাত্র রাজ্য যা অধিক ফলনশীল খাঁটি আলুবীজ সাফল্য লাভ করেছে, যা দামে সস্তা এবং উন্নতমানের। এভাবে এই কেবলমাত্র প্রচলিত আলুবীজের বিকল্প হিসেবেই উপস্থিত হয়নি, এটি হয়েছে অবশ্যই একটি অধিকতর আর্থিকলাভজনক ও কার্যকরী পদ্ধতিও।

১১.১০ আমাদের আর একটী সাফল্যের ক্ষেত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট এলাকায়, বিপুলসংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠির মাধ্যমে অধিকতর পরিমাণে সব্জি উৎপাদন। এই বিশেষ প্রকল্পটী হাতে নেওয়া হয়েছিল ১৯৮৮-৮৯ সালে এবং ১৯৮৯-৯০ সালে তা আরও ২৩টী নির্দিষ্ট এলাকায় সম্প্রসারিত করা হয়।

১১.১১ ১৯৯০-৯১ সালে অতিরিক্ত আরো ৬৮০০ হেক্টর এলাকাকে ফল ও সব্জি তৎসহ নারিকেল ও কাজুবাদাম উৎপাদনের আওতায় আনার প্রস্তাব রয়েছে।

১১.১২ ভূমিক্ষয় সমস্যা নিবারনে রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্পে একাধিক ভূমি সংরক্ষন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৯-৯১ সালে অতিরিক্ত আরো ৫০০০ হেক্টর পরিমাণ এলাকাকে বিভিন্ন ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আমার প্রস্তাব রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্গত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প বহাল থাকবে। টি, এন, ভি, চুক্তি রূপায়ণের অনুবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে স্পর্শকাতর উপজাতি অঞ্চলে নতুন ১০টি ক্ষুদ্র ওয়াটার সেড্ প্রকল্পও প্রণীত হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালের কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত আছে ৫০০ হেক্টর জমিতে নতুন ফলের বাগান তৈরী, ১০০ হেক্টর পরিমাণ কাজুবাদাম বাগিচার রক্ষণাবেক্ষণ, ১০০০টি পাওয়ার টিলার বিক্রয়, ১৫০০টি স্প্রেয়ার বিক্রয় ও ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের নারিকেল বীজ সংগ্রহ।

১১.১৩ এই প্রথম সরকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি সুসংহত দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন যার জন্য গঠিত হয়েছে একটি উচ্চস্তরীয় বহু বিভাগীয় কমিটী, যা কৃষির সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিভাগের যথা রাস্তাঘাট, সেতু সুবিধা বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুযোগ তথা বাজারের সুবিধাদির সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করবে। আশা করা যাচ্ছে এই সুসংহত পদ্ধতির মাধ্যমে এইসব অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ-বর্তী সংযোগগুলো প্রদানের দ্বারা এই রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে।

১২। পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন

১২.১ তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পশুপালকদের দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে তুলে আনার লক্ষ্যে ১৯৯০-৯১ সালে, শূকর পালন প্রকল্পে যথাযথ গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে। এই প্রকল্পে অধিকতর শূকরছানা উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে তপসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত জনগণকে অধিকতর হারে শূকরছানা সরবরাহ করা যায়। শূকর প্রবৃদ্ধিকরণ খামারগুলিও সম্প্রসারণ করা হবে।

১২.২ দুগ্ধ উৎপাদক ও হাঁস মুরগী পালকদের যাতে ভর্তুকীতে পশুখাদ্য সরবরাহ করা যায় তার জন্যে পশুখাদ্য উৎপাদনের একটি সামগ্রিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে এই প্রকল্পের কাজ যথারীতি চালু থাকবে।

১২.৩ দ্রুত পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্যে ১৯৮০-৯১ সালে আরও ১০টী প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। রোগ অনু সন্ধানের ব্যবস্থাদি আরও বাড়ানো হবে। বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে পশু পাখীদের রক্ষা করার জন্যে টীকার ব্যবস্থা করা হবে। এলাকাভিত্তিক বিকাশের পরিকল্পনা নিয়ে এক একটী সম্পূর্ণ গ্রামকে উন্নত করার লক্ষ্যে বিশেষ করে উপজাতি ও তপসিলী জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত গ্রামগুলির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়ে, একটী গ্রাম ভিত্তিক বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে বিশেষ বিশেষ গ্রামকে দুগ্ধ উন্নয়ন গ্রাম, হাঁস মুরগী উন্নয়ন গ্রাম অথবা শূকর শাবক উৎপাদক গ্রাম হিসেবে রূপান্তরিত করা হবে।

১২.৪ ১৯৯০-৯১ সালে আরও বেশী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হবে। নতুন সমিতিগুলোতে যোগান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় অতিরিক্ত গ্রামীণ দুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১৩। মৎস্য চাষ

১৩.১ সকলেরই জানা আছে যে, পুষ্টি হিসেবে মাছ এ অঞ্চলের জনগণের প্রধান খাদ্য, তাই মৎস্য চাষের উপর যথাযথ গুরুত অব্যাহত থাকবে যাতে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার সথে উৎপাদনের ফারাক কমিয়ে আনা যায়।

১৩.২ পার্বত্য অঞ্চলে মিনি ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে এবং পরিত্যক্ত জলাভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আশা করা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত ১৬৩০ একর জমি মৎস্য চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এরফলে ১৯৯০-৯১ সালে অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৩,০০০ মেট্রিকটন। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্যে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

১৩.৩ ইতিমধ্যে রাজ্যে মাছের পোনা উৎপাদনের চারটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, এর মধ্যে

দু'টি বেসরকারী উদ্যোগে এবং দু'টি সরকারী উদ্যোগে। এই মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে ২৫০ মিলিয়ন পোনা উৎপাদিত হয়েছে। এরফলে শুধু রাজ্যের চাহিদাই মিটবে না, বরঞ্চ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে উদ্বৃত্ত ৩০ মিলিয়ন পোনা রপ্তানি করা সম্ভব হবে। ১৯৯০-৯১ সালে আরো মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র চালু করে ১৭০ মিলিয়ন মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

১৩.৪ মৎস্য চাষীদের বৈজ্ঞানিক মৎস্য চাষ প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত করে তুলতে ১৯৮৯-৯০ সালে মৎস্য চাষীদের নিজস্ব জলাশয়ে ১৮০টি বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে ২৫০০ মৎস্য চাষীকে মৎস্য চাষের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ৪২২৪ জন মৎস্য চাষীকে ১৯৮৯-৯০ সালে গোষ্ঠী আলোচনা চক্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে ৩০৫ জনকে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন ব্যবস্থা, ৬০০০ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

১৩.৫ দরিদ্র তপশিলী জাতিভুক্ত মৎস্যজীবি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে মৎসচাষ ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে ফলপ্রসু হয়েছে। যার ফলে, প্রতিটি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় দাঁড়িয়েছে ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে এই প্রকল্প যথাযথভাবে চালু রাখা হবে। ১৯৮৯-৯০ সালে যেখানে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিলেন ১৮০টি পরিবার, সেক্ষেত্রে ১৯৯০-৯১ সালে ৩৭৫টি মৎস্যজীবি পরিবারকে এই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হবে।

১৩.৬ উপজাতিদের সাহায্যার্থে মিনি ব্যারেজ প্রকল্প ও মৎস্য চাষ সামগ্রী সরবরাহের কাজ ব্যপ্ত করা হবে। ১৯৯০-৯১ সালে এই প্রকল্পে ৩,০০০ উপজাতি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

১৩.৭ ১৯৯০-৯১ সালে রাজ্যে একটি মৎস্যচাষ বীক্ষণাগার স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে, যার দ্বারা রাজ্যে মাছের রোগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যায় এবং মৎস্য চাষীরা যাতে জলের গুণগত মান ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তারজন্য ভ্রাম্যমান বীক্ষণাগারের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে এটিই হবে এধরনের সর্বপ্রথম প্রয়াস।

১৪। জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

১৪.১ খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে চাষযোগ্য জমিতে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। এই সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে যেসব মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ চলেছে, তা সম্পূর্ণ হলে, ১৩ হাজার হেক্টরের বেশী জমি সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন হবে। এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি মাঝারি সেচ প্রকল্পের জরীপ ও অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৯০-৯১ সালে মোট ৪,০০০ হেক্টর জমিকে ক্ষুদ্র

সেচ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

১৪.২ ১৯৯০-৯১ সালে ৬০০ হেক্টর জমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

১০.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের কারিগরী সহায়তায় ও ৫০% আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ১৯৯০-৯১ সালে 'কমাণ্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট' নামক একটি কর্ম্মসূচী নেয়া হবে।

১৪.৪। ১৯৯০-৯১ সালে ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং সোনামুড়ায় ৩টি পাণীয় জল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৪.৫। ১৯৯০-৯১ সালে ন্যূনতম প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্পের অধীন ২০টি প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে ১০০টি গ্রামে গ্রামীণ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪.৬ তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুর করলে ১০০টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে, ৭৫টি প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে আরো ১৫০টি গ্রামকে গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৫। সমবায়

১৫.১ ১৯৮৯-৯০ সালে সমবায় সমিতিগুলিতে উপযুক্ত ঋণদান ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পুনর্জাগরণ প্রসারের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পে ১৯৮৯-৯০ সালে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক, ত্রিপুরার সমবায় ভূমি-উন্নয়ন ব্যাংক এবং আগরতলা সমবায় আর্বান ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদান ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

১৫.২ পুনর্জাগরণ প্রয়াসে এটা স্থির করা হয়েছে যে, প্রতিটি ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সে অন্তত ১টি করে ভোক্তা বিপনী খোলা হবে। এ পর্যন্ত ২০টি ভোক্তা বিপনী খোলা হয়েছে।

১৫.৩ ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন, খোলা বাজারে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য অর্জন করেছে। ফেডারেশন রাজ্যের বাইরের থেকে চাল আমদানী করে তাদের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বাজারে বিক্রী করে। ফেডারেশন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে চিনি, লবন, ভোজ্য তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করেন।

১৫.৪ ল্যাম্পস-প্যাক্স ও প্রাইমারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ রাজ্যে বিশেষ করে দূরবর্তী অঞ্চলে ৩৫৭টি রেশন সোপের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করে।

১৫.৫ ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইতিমধ্যে তার কর্মপ্রয়াসে উন্নতি বিধান করেছে। সোসাইটি বিশেষ করে উপজাতিদের কাছ থেকে অর্জুন ফুল সংগ্রহের একটি নিবিড় প্রকল্প চালু করেছে। সহায়ক মুল্য প্রকল্পে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আলু ক্রয়ের কাজ ও সোসাইটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৫.৬ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ১৬.৭০ কোটি টাকার একটি সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে চার বছরে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। এন.সি.ডি'র অন্তর্ভুক্ত 'এগ্রো কাষ্টম হায়ারিং সেন্টার' স্থাপনের একটি প্রকল্পে ১০৩ ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সে ২৫৩টি পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে যেখানে গবাদি পশু চুরির সমস্যা রয়েছে, সেখানেও এই প্রকল্প সম্প্রসারিত করা হবে।

১৫.৭ এছাড়া স্থায়ী প্রকল্পগুলি ১৯৯০-৯১ সালেও যথাবিহিত চালু থাকবে।

১৬ বন

১৬.১ বনদপ্তর, বন সম্পদের অগ্রগতি এবং সুরক্ষা এই উভয় কর্মধারাই বহাল রাখবে। ১৯৮৯-৯০ সালে দপ্তর কর্তৃক রূপায়িত বিভিন্ন বনায়ণ প্রকল্পগুলো ১৯৯০-৯১ সালেও বহাল থাকবে। ১৯৯০-৯১ সালে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১০,০০০ হেক্টরের মত পরিবেশ রক্ষণ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে বনায়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচীগুলোর উপরও গুরুত্ব দেয়া হবে, যাতে আমাদের উত্তর পুরুষগণ নির্মল পরিবেশে বাস করতে পারেন।

১৭। পল্লী উন্নয়ন

১৭,১ ক্রমাগত বেকার সমস্যা বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মত অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৮৯-৯০ সালে জওহর রোজগার যোজনা নামক কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে ৮০% ব্যয় ভার বহন করেছেন, আর বাকী ২০% বহন করেছেন রাজ্য সরকার। ১৯৯০-৯১ সালে জওহর রোজগার যোজনা ও রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প দুটোই চালু রাখা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, এর দ্বারা ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে।

১৭,২ মার্ক-টু টিউবওয়েল বসিয়ে সমস্যাপীড়িত গ্রামগুলোতে পর্যায়ক্রমে জল সরবরাহের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৯০-৯১ সালে মোট ৬০০টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো হবে।

১৭,৩ ১৯৯০-৯১ সালে নিম্নবিত্ত আবাস প্রকল্পে (এল, আই, জি, এইচ) এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য আবাস প্রকল্পে (ই, ডব্লু, এস. এইচ) গ্রামীণ বাস্তুভিটা তথা নির্মাণ অনুদান প্রকল্প যথারীতি চালিয়ে যাওয়া হবে। এল, আই, জি, এইচ, প্রকল্পে ১২৮টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ই, ডব্লু, এস, এইচ, পরিকল্পনায় ২০০ পরিবার ও গ্রামীণ বাস্তুভিটা তথা নির্মাণ অনুদান প্রকল্পে ৭০০০ পরিবারকে আগামী আর্থিক বছরে সহায়তা করার প্রস্তাব রয়েছে।

১৭,৪ ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী জাতি উপজাতি এবং দারিদ্র্যসীমারেখার নীচে অবস্থিত মানুষের জন্য ৯৫২টি সেনিটারী লেট্রিন তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে।

১৭.৫ সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্পে ১৯৮৯-৯০ সালে ১০,০০০ পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের মধ্যে ৩৮% তফসিলী উপজাতি গোষ্ঠির এবং ২০% তফসিলী জাতি গোষ্ঠির পরিবার।

১৮। পঞ্চায়েত

১৮.১ তৃণমূলস্তরে কর্মসংস্থানের প্রকল্প ও বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্প রূপায়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ৬৯৮টি ভেঙ্গে দেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকার উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছেন। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটির সহায়তায় ভেঙ্গে দেওয়া গ্রামপঞ্চায়েতগুলোর অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

১৮,২ পঞ্চায়েতগুলোর পুনর্বিন্যাস ও নির্বাচনের কাজ দ্রুততার সঙ্গে করা হবে।

১৯। খাদ্য

১৯,১ ১৯৯০-৯১ সালে কেন্দ্রীয় পুল থেকে ১.৮৪ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য-শস্য সংগ্রহের প্রস্তাব রয়েছে। সেচ্ছা প্রদানের ভিত্তিতে ৩,২০০ মেট্রিক টন স্থানীয় উৎপাদিত ধান সংগ্রহের প্রস্তাব রয়েছে।

১৯,২ স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং ২৭টি রাজস্ব গ্রাম ও (স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বহির্ভুত) উপপরিকল্পনা এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে ১৯৯০-৯১ সালেও ভর্তুকীতে চাল সরবরাহ করার প্রস্তাব রয়েছে।

২০। বিদ্যুৎ

২০.১ কৃষি বা শিল্প যে কোন ক্ষেত্রেই কোন বড় ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো অবাধ বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুযোগ। বস্তুতঃপক্ষে রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এটি অধিকতর উৎসাহ জোগায়। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, রুখিয়ায় দুটি ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট-এর প্রথম ইউনিটটি ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি ড শঙ্করদয়াল শর্মা ৭ই মার্চ ১৯৯০ইং তারিখ উদ্বোধন করেছেন। রুখিয়ার দ্বিতীয় ইউনিটটিও ১৯৯০ সালের এপ্রিল-এর মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। এটা জেনেও আপনারা আনন্দিত হবেন যে. ৪ঠা মার্চ. ১৯৯০ইং তারিখে বড়মুড়ায় গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৬.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন তৃতীয় ইউনিটটি উদ্বোধন করেছেন ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীকে, ভি রঘুনাথ রেড্ডি। এই দুটি ইউনিট সম্পন্ন হওয়ার ফলে ১৯৯০-৯১ সালে স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ মেগাওয়া-

টের স্থলে, দ্বি-গুণ থেকেও বেশী বেড়ে, হয়েছে ২৭,৫ মেঘাওয়াট। ১৯৯০-এর মে মাসের শেষ নাগাদ রুখিয়ার তৃতীয় ইউনিটটি সমাপ্ত হলে বিদ্যুতের পরিমাণ বেড়ে হবে ৩৫,৫ মেঘাওয়াট। ১৯৯০-৯১ সালে গোমতীর সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যার ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা ৮.৫ মেঘাওয়াট থেকে বেড়ে হবে ১২ মেঘাওয়াট।

২০,২ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর একটি অপরিহার্য্য দিক হলো পরিবহণ ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। ১৯৯০-৯১ সালে আগরতলা থেকে খোয়াই-কমলপুর হয়ে কুমারঘাট পর্য্যন্ত ১১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কিলোভোল্ট এর বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলীয় গ্রিড থেকে রাজ্যে অধিকতর বিদ্যুৎ আনার পক্ষে সহায়ক হবে। আগরতলা থেকে রুখিয়া হয়ে সোনামুড়া পর্য্যন্ত ৪৮ কি: মি: দীর্ঘ ৬৬ কি: ভোল্ট-এর লাইনটিও ১৯৯০-৯১ সালে শেষ হবার সম্ভাবনা আছে। এর ফলে রুখিয়ার উৎপাদিত বিদ্যুৎ আগরতলা ও দক্ষিণ জেলায় নিয়ে যেতে দপ্তর সক্ষম হবে।

২০ ৩ আপনারা আরো আনন্দিত হবেন এটা জেনে যে, ১৯৮৯-৯০ সালে ১৬০টি গ্রামে বৈদ্যুতিকী-করন এবং ৬৫টি পাম্পসেট চালু করার যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তাতে আমরা সফল হয়েছি। ১৯৯০-৯১ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ কর্মসূচীর অধীনে ২০৫টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন এবং ৮০টি পাম্পসেট চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটী গ্রামের বিদ্যুতায়ন হবে সৌরশক্তির মাধ্যমে। বস্তুতঃপক্ষে সরকার গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ও সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপ্রচলিত শক্তি সূত্রকে ব্যবহারের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ পর্য্যন্ত ৪০টি গ্রামে সোলার ফটো ভল্টেক লাইটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং ৩২টি গ্রামে সৌর টেলিভিশন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এযাবত ৭৫টি সৌর শক্তি চালিত সেচ পাম্প, ৪৫টী জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট এবং ৯০০০টী ধোঁয়াবিহীন চুল্লা স্থাপন করা হয়েছে। সৌরশক্তি চালিত একটি ৬ কি: ভোল্ট ক্ষমতার পাওয়ার ষ্টেশন এবং একটি ১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুচালিত জেনারেটর প্রত্যন্ত জম্পুই-এর ফুলডুংসেই গ্রামে স্থাপিত হয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক বিদ্যুতের বদলে, বিশেষ করে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অপ্রচলিত শক্তি সূত্রের ব্যবহারে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে।

২১। পূর্ত্ত দপ্তর

২১,১ রাজ্যের এই দুর্গম অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত গ্রামাঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে সড়ক যোগা-যোগের উন্নয়ন ও মেরামতি গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত।

২১,২ ১৯৮০-৯১ সালে ৫০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মিত হবে এবং ২২০ কি: মি: বর্তমান রাস্তার সংস্কার করা হবে।

২১,৩ ১৯৯০-৯১ সালে ফটিকরায়ে মনু নদীর উপরে একটি স্থায়ী পুল স্থাপন করা হবে, এছাড়া কৈলাশহরের লক্ষ্মীছড়ায় এবং কুমারঘাটে মনু নদীর উপরে একটি করে ও ফটিকরায় হালাহালি রাস্তায় আরো দু'টি স্থায়ী পুল স্থাপনের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২২। শিল্প

২২.১ রাজ্যের কৃষি, বনজ ও খনিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯০-৯১ সালে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে যাতে এই সকল ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের আরও বেশী সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ায় সরকার এই ব্যাপারে আগের চাইতে অনেক বেশী আশাবাদী।

২২.২ দৈনিক ৩০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মিথানল কারখানা এবং ৫০ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট বনস্পতি তৈরীর কারখানাটি ১৯৯০-৯১ সালে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৯০-৯১ সালে পাইপের মাধ্যমে রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি যৌথ সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সেই সাথে বেসরকারী স্তরেও যাতে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠে সেজন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেওয়া হবে। বস্তুতপক্ষে রাজ্যের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্যাস হবে প্রধান সম্পদ।

২৩,৩ রাজ্যের বেশীরভাগ লোক যাতে অধিকতর সুযোগ পান সেজন্যে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিও সরকার গুরুত্ব অব্যাহত রাখবেন। তাই হস্ত-তাঁত, হস্তশিল্প ও রেশম চাষের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তাঁতশিল্পী ও অন্যান্য কারিগরদের ১৯৯০-৯১ সালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সরকার পরিচালিত সংস্থা যেমন ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন নিগম এবং ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে কাঁচামালের যোগান ও উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে। ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পুনঃ লগ্নীকরণ প্রকল্পে শিল্প স্থাপনে উৎসাহী উদ্যোগীদের ১৯৮৯-৯০ সালের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণ মেয়াদী ঋণ ত্রিপুরা শিল্পউন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ১৯৯৯-৯১ সালে ১০০টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে নিগমের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব আছে। রাজ্যে রেশম শিল্পের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। সেজন্যে একটি আলাদা দপ্তর : লা হয়েছে যে দপ্তরে হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পের কাজেরও তত্ত্বাবধান করা হয়। ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্থাপন করার জন্যে বেকার যুবকদের ঋণ দেওয়া হবে।

২২.৪ গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে হস্ততাঁত ও অন্যান্য স্থানীয় ঐতিহ্যশালী শিল্প বিকাশে সহযোগিতা করা হবে যাতে ১৯৯০-৯১ সালে অধিকতর গ্রামীণ এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২২.৫ চা শিল্পকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং চা শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের জন্যে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম প্রধান তদারকি সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের আর্থিক

সহায়তায় দুর্গাবাড়ীতে একটি কেন্দ্রীয় চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা চলতি বছরে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২২,৬ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরা জুট মিলকে পুনর্জাগরুক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব বাড়ানো হবে। এবং বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২২,৭ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে যথাযথ পরিকাঠামোগত সহায়তা করার জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরার উত্তর চাম্পামুড়া-যোগেন্দ্রনগর অঞ্চলে একটি শিল্প বিকাশ কেন্দ্র বা গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলা হবে। অনুরূপভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় দু'টি গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

২২,৮ মহিলা শিল্প-উদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার জন্যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমে একজন অভিজ্ঞ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সেল খোলা হচ্ছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও অনুরূপভাবে সেল খোলা হবে যাতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহী মহিলারা উৎসাহিত হ'ন ও এব্যাপারে সুসংহতভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়।

২২,৯. এইসব কর্মপ্রয়াস ও সম্ভাবনার দিক বিচার করে সরকার মনে করেন যে রাজ্যের দ্রুত ও সামগ্রিক শিল্প বিকাশের প্রয়োজনে যথাস্থানে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করে এবং সঠিক দৃষ্টিকোণ নিরূপণের জন্যে রাজ্যে একটী সামগ্রিক শিল্পনীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। এই শিল্পনীতি সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের সুসংহত বিকাশের সহায়ক হবে। এই শিল্পনীতি খুব শিগ্রই চুড়ান্ত করা হবে এবং এর দ্বারা রাজ্যে পরিকল্পিত শিল্প ত্বরান্বিত হবে।

২৩। উচ্চ শিক্ষা

২৩,১ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষে ইংরেজী ও পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন ক্লাশ শুরু হবে। উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশকৃত বেতনক্রম চালু করেছে।

২৩,২ ১৯৮৯-৯০ সালে অমরপুর ও সোনামুড়ায় সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

২৩,৩ সরকারী চারু ও কারু শিল্প মহাবিদ্যালয়কে ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। এই মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে ডিপ্লোমা পাঠক্রমকে ডিগ্রী পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

২৩,৪ জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্যে গঠিত বোর্ড ১৯৮৯-৯০ সালে প্রথম জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের জন্যে পাঠানো হয়।

২৩,৫ ১৯৮৯-৯০ সালে খোয়াই মহকুমার পাহাড়মুড়ায় এবং ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুরে দু'টি গ্রামীণ সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

২৩,৬ ১৯৮৯-৯০ সালে বিভিন্ন কলেজে সাম্মানিক পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। যথা - বিলোনীয়া কলেজে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধর্মনগর কলেজে ইতিহাস ও বাংলা, উদয়পুর কলেজে বাণিজ্য এবং খোয়াই কলেজে সংস্কৃতে সাম্মানিক বিভাগ চালু করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে বিভিন্ন কলেজে কলা ও বিজ্ঞানে সাম্মানিক ও সাধারণ পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব রয়েছে।

২৩,৭ ১৯৯০ ৯১ সালে একটি ডিগ্রী কলেজ খোলার প্রাথমিক কাজ শুরু হবে যাতে ১৯৯১ ৯২ সালে কলেজটি চালু করা যায়।

২৩,৮ ১৯৯০ ৯১ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন ও শিক্ষাশাস্ত্রে নতুন ক্লাশ চালু করা হবে। ১৯৯০ ৯১ সালে ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশনে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে। তেমনি পলিটেকনিকে কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন-এ ডিপ্লোমা কোর্স চালু হবে। ১৯৯০-৯১ সালে আগরতলা পৌর এলাকায় বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের অধীনে দু'টি সহায়ক পাঠাগার খোলা হবে। ১৯৯০-৯১ সালে ত্রিপুরায় এন, সি, সি,র হেড কোয়ার্টারর্স স্থাপনেরও প্রস্তাব রয়েছে।

২৪। বিদ্যালয় শিক্ষা

২৪,১ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত অংশের মানুষের জন্য একটী ব্যাপক উৎসাহ প্রদায়ক পদ্ধতি ও বিশেষ সহায়তা দানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২৪ ২ ১৯৯০-৯১ সালে ১০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা, ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩০টি মাঝারি বিদ্যালয় এবং ৬টি উচ্চবিদ্যালয়কে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব রয়েছে।

২৪,৩ প্রয়োজনীয় শিক্ষক-এর সর্বনিম্ন চাহিদা মেটাতে ১৯৮৯-৯০ সালে বিরাট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

২৭,৪ ভাষা ও ধর্মীয় উভয় প্রকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রায় ১,৪৬৬টি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কক্‌বরক ভাষা চালু করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কিছু বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে লুসাই ভাষা চালু করা হয়েছে। ক্রমাণ্বয়ে দশম শ্রেণী পর্যান্ত কক্‌বরক চালু করা হবে।

২৪.৫ মুসলমান নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায় ৩৩টি মুক্তব এবং মাদ্রাসাকে সহায়ক মঞ্জুরী প্রদান প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২৪.৬ খেলাধূলা ও অন্যান্য যুবকল্যাণ কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে ক্রীড়া ও যুবকর্মসূচীর জন্য একটি পৃথক দপ্তর গঠিত হয়েছে।

২৫। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা

২৫.১ ১৯৮৯-৯০ সালকে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বৎসর হিসেবে পালনের জন্য রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষাকে অধিকতর গতিশীল করতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। আগরতলা পৌর এলাকা ও উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াই-এর প্রস্তাপিত এলাকাগুলোতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ১৯৯০ এর শেষ নাগাদ আগরতলা শহরকে পুরোপুরি স্বাক্ষরতা সম্পন্ন শহর হিসেবে ঘোষণা করা যাবে।

২৫.২ ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি, রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ভারত সরকার ৪টি গ্রামীণ সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১টি শহরভিত্তিক প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। প্রকল্পগুলো এবছরের মধ্যেই চালু করতে প্রাথমিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। এই ৫টি প্রকল্পের অন্তর্গত, বর্তমানের ১৪৬১টি অঙ্গনোয়াড়ি কেন্দ্রের অতিরিক্ত আরো ১০১৮টি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এর ফলে সকল শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা এই প্রকল্পগুলো আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

২৫.৩ বর্তমানে রাজ্যে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ১৯৯০-৯১ সালে সেচ্ছাসেবী সংস্থার অধীনে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে যাতে ঐসব শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

২৫.৪ বর্তমানে সুসংহত অন্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে ৬৬১ জন কুষ্ঠ রোগীকে মাসিক ৭৫ টাকা হারে জীবিকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯০-৯১ সালে এই সব লোকদের পুনর্বাসন প্রকল্পটি দপ্তরের মাধ্যমে যথাসাধ্য রূপায়িত হবে, যেখানে সুস্থ হওয়া কুষ্ঠ রোগীদেরকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৫.৫ ১৯৯০-৯১ সালে ৪৫০০০ শিশুকে শীতবস্ত্র সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে শীতের পোষাক সরবরাহ করা হবে।

২৫.৬ রাজ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচার আইন (জুভেনাইল জাষ্টিস এক্ট) চালু করতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ ১৯৯০-৯১ সালে হাতে নেওয়া হবে।

২৬। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

২৬.১ রাজ্য সরকার "২০০০ সালের ভিতর সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই জনগণের নিকট, বিশেষতঃ গ্রাম ও প্রত্যন্ত উপজাতি অঞ্চলের জনগণের নিকট স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধাদি পৌঁছাতে প্রত্যেক বছরে অধিকতর সংখ্যক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে।

২৬.২ ১৯৮৯-৯০ সালে ৯৩টি নতুন উপকেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে আরো ৭৫টি উপকেন্দ্র খোলার সম্ভব রয়েছে।

২৬.৩ ১৯৮৯-৯৯ সালে ধর্মনগর হাসপাতালে ১০টি শয্যা এবং কমলপুর হাসপাতালে ১৬টি শয্যা তৈরীর কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব ছিল। ১৯৯০-৯১ সালে ধর্মনগর হাসপাতালে ১০টি অতিরিক্ত শয্যা, কমলপুর হাসপাতালে অতিরিক্ত ১৬টি শয্যা, কৈলাশহর হাসপাতালে শল্যকক্ষ (অপারেশন থিয়েটার) এবং ১০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

২.৬৪ ১৯৮৯-৯০ সালে মনুতে (উত্তর ত্রিপুরা) কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী শুশ্রূষা বিভাগ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব রয়েছে।

২৬.৫ ১৯৮৯ ৯০ সালে ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০৫ শয্যাবিশিষ্ট পশ্চিম জেলা হাসপাতাল, কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে একটি নতুন শল্যকক্ষ এবং ১০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড, উদয়পুর ও কৈলাসহরে হষ্টেলসহ নার্স প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। গণ্ডাছড়ায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নীতকরণের মাধ্যমে একটি মহকুমা হাসপাতাল খোলারও প্রস্তাব রয়েছে।

২৬.৬ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯০ ৯১ সালে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল, ৬টি আয়ুর্বেদিক এবং ৬টি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী; অরুন্ধতীনগরে একটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল খোলার প্রস্তাব আছে।

২৭। উপজাতি কল্যাণ

২৭.১ রাজ্যের তফসিলী উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং আগামী বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আশা করা যাচ্ছে।

২৭.২ বর্তমানে পাঁচ বছর মেয়াদি জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে পরিবার পিছু অনুদানের মাত্রা হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা। ১৯৮৯-৯০ সালে ২১৬টি পরিবার এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে জমি ক্রয়ের জন্য পরিবার পিছু ২৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া

ত্রিপুরা উপজাতি বিকাশ নিগম-এর পক্ষ থেকে আরো ৮,৫০০ টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়। ১৯৯০-৯১ সালে পুনর্বাসন প্রকল্পে ৭৩৬টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

২৭.৩ উপজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবিকাশের জন্য সকল প্রকল্প চালু রাখা হবে। ১৯৯০-৯১ সালে ১৯৫। ছাত্রছাত্রীকে মেধাবৃত্তি ও সাধারণবৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

২৭.৪ আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯৯০-৯১ সালে আরো কয়েকটি প্রকল্প গৃহীত হবে। প্রাক-প্রাথমিক পর্য্যায়ে ৮৩ জন উপ-জাতি ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাসবৃত্তি দেওয়া হবে। উপজাতি-যুব কর্মসূচী প্রকল্পে ১০টি ক্লাবকে সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্যের বাইরে পাব্লিক স্কুলে পঠন পাঠনের জন্য ৪০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে নিযুক্ত করা হবে। কলেজ হষ্টেল নির্মাণ প্রকল্পে ৩টি হোষ্টেল গড়ে তোলা হবে। নতুন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে এক উপজাতি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে।

২৭.৫ ত্রিপুরা পুনর্বাসন ও বৃক্ষরোপন নিগমের অন্তর্ভুক্ত অংশীদারী মূলধন পরিকল্পনায় ১৯৯০-৯১ সালে রাবার চাষের জন্য ২০০টি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে।

২৭.৬ দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি হলে কিংবা কোন কারণে বসতভূমি হারালে যাতে উপজাতি জনগণ আর্থিক নিরাপত্তা পেতে পারেন তার জন্য ১৯৯০-৯১ সালে সামগ্রিক বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার পরিবারকে সহায়তা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১০০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত বীমা সহায়তা পাওয়া যায়।

২৭.৭ ১৯৯০-৯১ সালে সুসংহত উপজাতি মহিলা বিকাশ প্রকল্প নামে আরো একটি প্রকল্প চালু করা হবে। ৪০০ মহিলা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

২৭.৮ ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন ও ভূমিহীন উপজাতি পুনর্ব্বাসনের জন্য আরো কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত করবেন। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৯০-৯১ সালের ভেতরে বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্প ৪০০ জুমিয়া পরিবার উপকৃত হবেন এবং ১৯৯০-৯১ সালে আরো ২০০ জুমিয়া পরিবার লাভবান হবেন।

২৮ তফসিলী জাতি কল্যাণ

২৮.১ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তফসিলী জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হবে। শিক্ষামুলক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলি চালু থাকবে এবং ১৯৮৯ ৯০ সালে আরও কিছু নতুন প্রকল্প সংযোজিত হবে।

২৮.২ শিক্ষামুলক প্রকল্পে আবাসিক ছাত্রছাত্রী, ও স্বগৃহে থাকা ছাত্রছাত্রী এবং আই, টি, আই শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৃত্তি ও মেধাবৃত্তি যথারীতি বহাল থাকবে। ১৯৯০ ৯১ সালে ছাত্রাবাসবৃত্তি

এবং উত্তর-মাধ্যমিক মেধাবৃত্তির হার এমনভাবে বাড়ানো হবে যাতে তফসিলীজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী যারা রাজ্যের ভেতরে ও বাইরের কলেজগুলোতে ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করছে তারাও যাতে এই সুবিধা উপভোগ করতে পারে। প্রাক-মাধ্যমিক স্তরে যেসব তফসিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে তাদের মেধাবৃত্তিও বর্তমান হার থেকে বাড়ানো হবে। ১৯৮৯-৯০ সালে পুস্তক কেনার অনুদান ও পোষাক কেনার ভাতা বাড়ানো হবে। ১৪,৩৭১ জন তপশিলীভূক্ত ছাত্রছাত্রীকে ১৯৯০-৯১ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যাতে তফসিলী জাতির যুবক যুবতীরা প্রতিযোগিতা করতে পারে তার জন্যে প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে।

২৮.৩ তফসিলী জাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্যে তিনটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীদের জন্যে তিনটি মহিলা ছাত্রবাস নির্মাণ করা হবে।

২৮.৪ অর্থনৈতিক বিকাশ প্রকল্পে ২০ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত প্রতিটি কর্মসূচীতে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হবে। ১৯৯০-৯১ সালে পরিবার পিছু পুনর্বাসন প্রকল্প ব্যয় এবং স্বনির্ভর কর্মসূচী ও বয়লার মুরগীর পালন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হবে।

২৮.৫ ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী জাতি সমবায় বিকাশ নিগমের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনায় পুনর্বাসন প্রকল্পে ২৫০ পরিবার এবং প্রান্তিক অর্থঋণ প্রকল্পে ২৭৫০ পরিবার আওতাভুক্ত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

২৯। অন্যান্য অনুন্নত জাতিগোষ্ঠী

২৯.১ রাজ্যে অন্যান্য অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর অভাব অভিযোগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার গভীরভাবে সচেতন। এই অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এমন সব সম্প্রদায়কে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের দ্রুত অগ্রগতির জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হবে।

৩০। পর্যটন

পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যে রাজ্যের আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় পর্যটন আবাস, যাত্রীনিবাস নির্মাণ এবং চলার পথে যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালের মধ্যে আগরতলা যাত্রীনিবাসটির কাজ শেষ হবে। উদয়পুরে যাত্রীনিবাস এবং বগাফা, গোবিন্দবাড়ী ও উনকোটিতে পর্যটন আবাস গড়ে তোলার জন্যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পর্যটন বিকাশ নিগমের সহায়তায় আগরতলায় একটি তিন তারকা বিশিষ্ট হোটেল খোলার প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্যে পর্যটকদের নির্ধারিত সুচীতে ভ্রমণের জন্যে একটি লাক্সারী কোচ কেনা হয়েছে। ডম্বুর ও জম্পুই পাহাড়ে নির্ধারিত সুচীতে পর্যটকদের ভ্রমণের জন্যে

১৯৯০-৯১ সালে আরও একটি ট্যুরিষ্ট কোচ্ ও দুটি ট্যাক্সি কেনা হবে।

৩১। আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্যে অনুমোদিত পরিকল্পনা বরাদ্দ ছিল ১৬৭ কোটি টাকা সেইক্ষেত্রে ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক যোজনার জন্যে পরিকল্পনা পরিষদ মঞ্জুর করেছেন ২০০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলির জন্যে ১৯৮৯-৯০ সালে বরাদ্দ ছিল ১০,৮১ কোটি টাকা। বাজেট তৈরী করা পর্যন্ত ১৯৯০-৯১ সালের বরাদ্দের পরিমাণ জানা যায়নি। অতএব ১৯৯০-৯১ সালের বাজেটে সাময়িকভাবে এই খাতে ১৩.৯৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। আমরা এখন জানতে পারলাম যে এইখাতে বরাদ্দের পরিমাণ হবে ৯,৭৪ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে যেহেতু ভারত সরকার এখনও কেন্দ্রীয় অর্থপুষ্ট প্রকল্প (স্পনসরড স্কীম) বা সহায়ক (অ্যাসিস্টেড্) প্রকল্পগুলির জন্যে বরাদ্দ চুড়ান্ত করেননি সেইহেতু পূর্বতম বছর-গুলির বরাদ্দের ভিত্তিতে ১৯৯০-৯১ সালের বাজেটে এইসবখাতে সাময়িকভাবে ৪৫,২৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থপুষ্ট প্রকল্প ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বরাদ্দের ভিত্তিতেই অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

৩২। ১৯৮৮-৮৯ সালে বর্ষ-শেষে আমাদের ঘাটতি ছিল ২৩,৬৫ কোটি টাকা। মূলত তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়েই এই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যদিও পূর্বতন অর্থ কমিশনের আশ্রিত নীতি অনুযায়ী নবম অর্থ কমিশন তাদের প্রথম রিপোর্টে সংশোধিত বেতনহারও পেনশন প্রবর্তন কিংবা অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার কিস্তি পরিশোধের জন্যে রাজ্য সরকারকে কোন অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেননি। এতদসত্বেও কার্যকরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে উৎপাদন-হীন ব্যয় সীমিত করে বহুলাংশে ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৮৯-৯০ সালের শেষ প্রান্তে বাজেট ব্যবধান ১৫,৫৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ১৯৯০-৯১ সালের শেষ পর্বে সেই ঘাটতি ১০.৫৫ কোটি টাকায় নেমে আসবে। আপনারা জেনে আরও আনন্দিত হবেন যে বাজেটে কোন রকম ঘাটতি না বাড়িয়ে সরকার ১৯৯০-৯১ সালে পর্যায়ক্রমে মহার্ঘ ভাতার দুইটি বকেয়া কিস্তি মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে সরকার আগামী ১লা এপ্রিল, ১৯৯০ থেকে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৩৩। মাননীয় মহাশয় এটা বলাই বাহুল্য যে আমাদের রাজ্য সম্পদের দিক থেকে দুর্বল। বস্তুতঃপক্ষে কেন্দ্রীয় সহায়তার বেলায় আমাদের রাজ্যটিকে 'বিশেষ পর্যায়ভুক্ত রাজ্য' বলে গণ্য করা হয়। তবুও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহে অনীহা থাকা উচিত নয়। সম্পদ সংগ্রহের বেলায় আমাদের দেখতে হবে যে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠির স্বার্থ যাতে

সর্বোতভাবে রক্ষিত হয়। বস্তুতপক্ষে সম্পদের সুষম বন্টনের সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অতএব যেখানেই সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়েছে তা সংগ্রহ করতে এবং যেখানেই ভোগের ক্ষেত্রে বিলাসিতা রয়েছে সেখানে ভোগ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সরকার কখনও পিছুপা হবেন না। বিক্রয় কর কাঠামোকে যুক্তিসম্মত করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এইসঙ্গে বৃত্তিকরের পরিধি ব্যাপ্ত করা হবে। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের পদক্ষেপ হিসেবে আগমন শুল্ক, ক্রয় শুল্ক এবং বিলাসবহুল হোটেলের ক্ষেত্রে শুল্ক প্রয়োগ করা হবে। রাজ্য যখন এগিয়ে চলার প্রয়াস নিয়েছে, তখন এইসকল পদক্ষেপ স্বাভাবিক কারনেই অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আশ্বস্ত করতে চাই যে কোন অবস্থাতেই কোন প্রত্যাবর্তী পদক্ষেপ নেওযা হবেনা, এবং সংগৃহীত সম্পদ রাজ্যের স্বার্থে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থেই কাজে লাগানো হবে। শেষ করার আগে এই অবসরে আমি রাজ্যের জনগণকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্যে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়নে তাঁদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

৩৩। আমি এখন এই সভার সানুগ্রহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্যে ১৯৯-৯১ সালের বাজেট এষ্টিমেট পেশ করছি ও তৎসম্পর্কীয় দফা-ওয়ারী প্রস্তাবও পেশ করছি। এছাড়াও ১লা এপ্রিল, ১৯৯০ থেকে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯০ এই সময়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যে এক মাসের ভোট অন একাউন্ট অনুমোদনের জন্যে আমি সভার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। ভোট অন একাউন্টের বিস্তারিত বিবরণ আগামী কল্য সভায় পেশ করা হবে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি, "নোটীশ অফিস" থেকে "১৯০০-৯১ সালের আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দেব দাবী" সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ড স ফর দি ইয়ার ১৯৯০-৯১) উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস্) এর নোটীশ দিতে চান, তারা আগামী ২৩শে. মার্চ শুক্রবার ১৯৯০ ইং তারিখ তারিখ বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে তাদের নোটীশ বিধানসভার সচিবালয়ে জমা দিতে পারেন।

এই সভা আগামী ২০শে মার্চ, ১৯৯০ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটীকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 1

Name of M. L. A. :— Sri Dipak Nag.

Will the Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১৯৮৮ইং মার্চ হইতে ১৯৮৯ইং ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তা তৈয়ারী করা হইয়াছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— এর মধ্যে কত কি: মি: রাস্তা সলিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) প্রশ্ন :—যে সব রাস্তা সলিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে সেই রাস্তাগুলির সলিং কার্য কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

Starred Question No. 9

Nhme of M.L.A :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hom'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী ত্রিপুরায় পরিবহনের কাজে নিযুক্ত মোট বে-সরকারী বাস এবং ট্রাকের সংখ্যা এবং তাদের মালিক ও শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২) রাজ্যে ১৯৮৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন শ্রমিক মালিকদের নিকট থেকে appointment letter পেয়েছেন এবং কত সংখ্যক appoiment letter গাড়ীর মালিকগণ এই সময় পর্য্যন্ত দেন নাই ?

৩) শ্রমিকদের কাজে নিয়োগে appointment letter না দেওয়ার বেআইনী কাজের জন্যে সরকার কতজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

PAPERS LAID ON THE TABLE
Questions & Answers

১) সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী ত্রিপুরায় পরিবহনের কাজে নিযুক্ত মোট বেসরকারী বাস, ট্রাক, মালিক এবং শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাস	—	৭৩১ টি
মিনিবাস	—	৯১ ,,
ট্রাক	—	৩৮৬৮ ,,
মোট	—	৪৬৮০ টি

শ্রম আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত বে-সরকারী বাসের সংখ্যা—১১৫টি ট্রাকের সংখ্যা—৫১৬ ,, মালিকের সংখ্যা—৬৪১ জন শ্রমিকের সংখ্যা— ১৪৬১ ,,

২) রাজ্যে ১৯৮৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১৩৬১ জন শ্রমিক শ্রম আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত মালিকদের নিকট হইতে appointment letter পেয়েছেন এবং ১০০টি appointment letter গাড়ীর মালিকগন এই সময় পর্য্যন্ত দেন নাই।

৩) মোটর শ্রমিকগনকে কাজে নিযুক্তির জন্য appointment letter যে ক্ষেত্রে দেওয়া হয় নাই সেই সব ক্ষেত্রে উক্ত appointment letter দেওয়ার জন্য শ্রম দপ্তরের সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

Admitted unstered question No—15
Name of Member—Shri Samar Chowdhury,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত সংখ্যক মরশুমী বাঁধের জন্য ১৯৮৯-৯০ ইং বৎসরে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং কত খরচ করা হয়েছে।	১। তথ্য সংগ্রহাধীন
২। এই সকল মরশুমী বাঁধের কাজে কোন ব্লকে কত সংখ্যক লেবার কার্ড প্রাপ্ত কৃষি শ্রমিকরা কাজ পেয়েছেন,	২। ঐ
৩। কোন ব্লকে কত পরিমান জমিতে মরশুমী সেচ কার্য্যকরী হয়েছে ?	৩। ঐ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 24

Name of M.L.A.—Sri Badal Chowhdury.

Will the Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে কর্ম—১১ কাজ সম্পূর্ণ করার পর অনেক বেকার যুবক ও কন্‌ট্রাক্‌টরের বিল পূর্ত্ত অদপ্তরে বকেয়া পড়ে আছে।

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— সত্য হলে কোন ডিভিশনে কত টাকার বিল বকেয়া পড়ে আছে,

২) উত্তর :— ডিভিশন ভিত্তিক বকেয়া টাকার হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

১)× ফার্ষ্ট সার্কেলের অধীনে—

(ক)	আমবাসা ডিভিশন	—	৩, ৩২,০০০ টাকা
(খ)	কৈলাশহর ,,	—	৪, ৮৩,৩৬০ ,,
(গ)	কুমারঘাট ,,	—	২০,০০,০০০ ,,
(ঘ)	মর্দান ,,	—	২৩,৬৪,২০০ ,,
(ঙ)	কাঞ্চনপুর ,,	—	১১,২০,০০০ ,,

২) সেকেণ্ড সার্কেলের অধীনে—

(ক)	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	—	৪, ৩৬,২০৫ টাকা
(খ)	আগরতলা ১নং ,,		৫০,০০,০০০ ,,
(গ)	ইনটারন্যাল ইলেক্‌ট্রিফিকেশন ডিভিশন	—	২০,০০,০০০ ,,

৩) থার্ড সার্কেলের অধীনে—

(ক)	সার্দার্ণ ডিভিশন নং—১	১২,০০,০০০ টাকা
(খ)	সার্দান ডিভিশন নং—২	৮,১০,০০০ ,,
(গ)	সার্দান ডিভিশন নং ৩	৩,০০,০০০ টাকা
ঘ)	অমরপুর ডিভিশন—	৪,০০,০০০ ,,

৪) ফোর্থ সার্কেলের অধীনে—

ক)	আগরতলা ডিভিশন নং—২	১,৩৯,২৩০ টাকা
খ)	আগরতলা ডিভিশন নং—৪	৫৭,১৩,০০০ ,,
গ)	ম্যাকানিক্যাল ডিভিশন—	১৮,৩৫৯ টাকা।

৩) কোন নীতির ভিত্তিতে ফর্ম—১১ তে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে ?

৩) উত্তর :—বেকার ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারদের পূর্তদপ্তরে নাই নথিভুক্ত করার মাধ্যমে এবং আগরতলা পৌরসংস্থা ও বিভিন্ন ব্লক উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নাম সুপারিশের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে গত ৮-১-৯০ ইং তারিখের নির্দেশমূলে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ফর্ম—১১ তে কাজ দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

—০—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday the 20th. March, 1990 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath Speaker, in the chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, nine Ministers of state and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির নাম্বার সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগন প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২।

প্রশ্ন নং—(১) : রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না

উত্তর :— রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন নং—(২) : পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— প্রত্যেক পঞ্চায়েত অফিসে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : (কল্যানপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি গাঁওসভায় পঞ্চায়েত অফিস নির্মান করা হয়েছে কি না ? এবং না হয়ে থাকলে কতটাতে পঞ্চায়েত অফিস নাই, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন এলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, আমাদের রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েতের মোট সংখ্যা কত ? আমরা তো আগে জানতাম ৭০৪ টি। এখন এই পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়ে সরকারী আইনানুযায়ী কতটা পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে ?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, যদিও এইটা আলাদা প্রশ্ন, তবু আমি বলছি যে, প্রথম এই রাজ্যে ৭০৪ টি পঞ্চায়েত ছিল। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি পঞ্চায়েত নিয়ে নোটিফায়েড এরিয়া গঠন করা হয় ফলে আর থাকে ৬৯৮টি পঞ্চায়েত। এই ৬৯৮টি পঞ্চায়েত ভেঙ্গে পঞ্চায়েত আইন-মুযায়ী ৯১০টি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, ৬৯৮টি পঞ্চায়েত সেই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কতজন করে ছিলেন ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে দুইজন করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী থাকার কথা। কিন্তু আমরা সব পঞ্চায়েতে এখনো দুইজন করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগ করতে পারিনি।

মি: স্পিকার : অনারেবল মেম্বার শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক আগরতলায় রাজবাড়ী (বর্তমানে যেখানে বিধানসভা সহ অন্যান্য সরকারী অফিস আছে) ক্রয় করার পর বাড়ীর মালিক সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করেছেন কি,

২। যদি মামলা করে থাকেন তাহলে সে মামলাটি কিসের ভিত্তিতে করেছেন,

৩। এ ব্যাপারে আদালত কোন রায় দিয়েছেন কি ?

উত্তর

১। (১) নং এবং (২) নং প্রশ্নের উত্তর হলো রাজ্য সরকার এই রাজবাড়ী ক্রয় করেন নাই। এল, এ, এ্যাক্ট অনুসারে উহা একুইজিসন করেছেন। এবং কালেকটরের ধার্য্য ক্ষতিপূরণে এ মালিক সন্তোষ্ট না হওয়ায় বিষয়টি ১৮ ধারা মতে বিচারের জন্য জেলা জজের আদালতে যায়।

৩। হাঁ মহাশয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা, আদালত থেকে কত টাকা ধার্য করে এই রাজবাড়ীর মালিককে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, জিনিসটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হয়েছে।

গৌহাটি হাইকোর্ট ২৬.২.১৯৯০ইং তারিখে সেটা এক কোটি একষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার আটশত দশ টাকা ধার্য করেছিলেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, তিনি এই টাকার সুদ হিসেবে কত পাবেন?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই হিসেব আমার কাছে নেই। তবে আলাদা করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— রাজবাড়ীর যিনি মালিক, তিনি হয়েছেন একজন সাংসদ এবং উনার স্ত্রী হচ্ছেন এই মন্ত্রীসভার একজন সদস্য। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ২৪ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বাড়ী কিনেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— হোয়াট ইজ্ ইউর সাপ্লিমেন্টারী?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এই রাজ বাড়ীর ব্যাপারে যতটুকু জানা গিয়েছে তিন কোটি টাকা পাচ্ছেন সুদ সহ, মাননীয়া মন্ত্রী ও উনার স্বামী সুদ সমেত সব মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিভু দেবী এই দপ্তরের ভার নেওয়ার পর বিভিন্ন ডাউট-ফুল জমি নিজের নামে এবং স্বামীর নামে দেখিয়ে।

মিঃ স্পীকার :— দিজ কেন নট বি এলাউড্। দিজ ইজ নট রিলেটেড উইথ দিজ কোয়েশ্চান।

শ্রী রসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন স্যার, দুটি প্রশ্ন এখানে করা হয়েছিল। দুটিরই উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে দিয়েছেন। এরপর এই নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— হোয়াট ইজ্ ইউর প্রেকটিকেল কোয়েশ্চান (বাদল চৌধুরীর উদ্দেশ্যে):

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— আমিতো বলছি স্যার, তিন কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এই রাজবাড়ীর জন্য। এই ব্যাপারটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এড়িয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়। আমি বলেছি বড়জলা মৌজার ভোলাগিরী আশ্রমের কাছে এব দপ্তরের কাছে, মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিয়েছেন। ২৭ লক্ষ টাকা, ১৫ লক্ষ টাকা। ইয়থ হোস্টেলের নামে আরও কয়েক লক্ষ টাকা। মাননীয়া মন্ত্রী এই সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছেন এই সরকারের কাছ থেকে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই সম্পত্তি কার বা কার না, এই সম্পর্কে বেস্ট জাজমেন্ট দিয়েছেন হায়ার কোর্ট অব দ্যা স্টেট অব আউর কানট্রি। সেই রায় মাফিক সব হচ্ছে। তবে আমি এখানে বলতে চাই যে, মাননীয়া মন্ত্রীর নামে এখানে যে কটাক্ষ করা হচ্ছে, তাতে বলা যায় যে, এই প্রপার্টি তাঁর নামে নয়। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারে কোন ফাইল তিনি দেখছেন না, এগুলি অন্যরা ডিল করছেন।

(ইন্টারেপ্শন)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দেওয়ার যে প্রশ্ন উঠেছে, তার জন্য প্রশ্ন কর্তারাই দায়ী। আর, যেখানে খেজুর বাগানের জমির কথা বলেছেন; তার নিগোসিয়েশান তাদের আমলেই শুরু হয়েছে। তখন তো তারা নিজেরাই ক্ষমতায় ছিলেন এবং তারা সেটা দেখতে পারতেন। অরিজিন্যালি হাই কোর্টের যে রায় ছিল, সেটা ছিল মাত্র ৫৪ লক্ষ টাকার, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপীল হয়েছে এবং আজকে যেটা ঘটেছে, সেটা এ' আপীলেরই পরিণতি।

মিঃ স্পীকার — অনারেবাল ল মিনিষ্টার, ইফ ইউ আর কনভার্সেন্ট উইথ দীস কোয়েশ্চান, দ্যা ন, আই উইল এলাউ ইউ টু এন্সার দি কোয়েশ্চান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, হোয়েন দি চীফ মিনিসটার ইজ অথরাইজড্ টু ড্ সো, দ্যান, আই হ্যাভ নো নীড টু এন্সার।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের গভর্ণমেন্টের আমলে নাকি এই রাজ বাড়ী সম্পর্কিত নিগোসিয়েশান চলছিল। তাই, আমি জানতে চাইছি যে এই রাজ বাড়ী সম্পর্কে সরকার থেকে আর কত টাকা দিতে হবে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, হাই কোর্টের রায় যেটা, সেটা হল ২৬/২/৯০ইং পর্যন্ত ১ কোটি ৮১ লক্ষ ২১ হাজার ৮১০ টাকা।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী বিভু দেবী যিনি রেভিনিউ দপ্তরেরও ভারপ্রাপ্ত, তিনি সরকারের হেফাজত থেকে সমস্ত কাগজ-পত্র নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে আগেকার যে ডিসিশন ছিল, সেটা এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করলেন যাতে করে ক্ষতির পরিমান আরও বেশী করা যায় এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তেরও পরিবর্ত্তন করা যায় ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আদৌ সত্য নয়। এই যে ডিসিশানটা নেওয়া হয়েছে, তা আমরা ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল। আর, পরবর্ত্তী সময়ে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপীলের পরিনতি।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, হাইকোর্টের রায়ের উপর কোন কথা বলা যায় না। সেজন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল হাইকোর্টের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র চেয়ে, সেগুলি প্রডিউস করতে বলা হয়েছিল, সেগুলি কেন সরকারী তরফ থেকে সরকারী উকিল ইচ্ছা করে হাইকোর্টে প্রডিউস করেন নি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা, ঠিক নয় স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং—১৪,

QUESTIONS & ANSWER

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপক পরিমাণের ফসল উৎপাদিত হয় এমন জমি প্রতি বৎসর বাড়ী তৈরী ও পুকুর খননের কারনে নষ্ট হচ্ছে ?

২) এ' সকল ফসলের জমি বাড়ী ও পুকুরের কাজে ব্যবহার করতে হলে সরকারের কোন আগাম অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় কি না ?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে প্রত্যেক বৎসরই কিছু পরিমাণ ফসলের জমিতে বাড়ী তৈরী ও পুকুর খনন করা হইতেছে।

২। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করতে হইলে আগাম অনুমতি নিতে হয়। পুকুর খনন অকৃষি আওতায় পড়ে না। বাড়ী তৈরী কৃষিকার্য্য সংশ্লিষ্ট হইলে আগাম অনুমতির প্রয়োজন নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ভাবে জনসংখ্যা যেখানে বাড়ছে সেখানে ফসলের জমি ব্যাপকভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। এতে আগামী দিনে খাদ্যের অভাব দেখা দিবে। এই প্রচলিত আইনের কড়াকড়ি করে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীকালি দাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— ত্রিপুরা ল্যানড রেভেনিউ এবং ল্যানড রিফর্মসের অ্যাক্টের ২০ ধারা অনুসারে কৃষি জমিকে বাড়ীর কাজে ব্যবহারের কোন বাধা নেই। কাজেই এটা পুরোপুরি আইন করে বন্ধ করা সম্ভব নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় কত জমি সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ?

শ্রীকালি দাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী) এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৪২।
পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা :— মি: স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং --৪২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনে গঠিত গাঁওসভাগুলিতে সীমানা পুনঃনির্দ্ধারণ এবং পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করতে কি কি আইনগত বিধি ও ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন,

২। রাজ্যে পঞ্চায়েতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নূতন গাঁওসভা সৃষ্টি এবং পূর্ব্বতন গাঁওসভাগুলিকে ভাঙ্গার ব্যাপারে সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ?

৩। নূতন ডিলিমিটেশানের জন্য বিরোধী সংসদীয় দলের কি কি সহায়তা এবং পরামর্শ সরকার নিয়েছেন।

উত্তর

১। গাঁওসভা সমূহের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের জন্য রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন ১৯৮৩ এর ৩ নং ধারার (অ) উপধারায় বর্ণিত বিধিও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং পুনর্গঠনের কার্যকারিতা প্রদানে উক্ত আইনের ৫নং ধারায় বর্ণিত ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

২। ভৌগলিক অবস্থান, জনস্বার্থ ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে ব্লক ভিত্তিক পুনর্বিন্যাস কমিটির তৈরী প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার গাঁওসভা পুনর্বিন্যাস করেছেন। নূতন গাঁওসভা সৃষ্টি ও পূর্বতন গাঁওসভা ভাঙ্গার বিষয়টি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে করা হয়।

৩। গাঁও পঞ্চায়েতের নূতন ডিলিমিটেশান তথা নির্বাচন ক্ষেত্র নির্ধারনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, পঞ্চায়েত আইনের ৩ উপধারায় সুনির্দিষ্ট ভাবে লেখা আছে, অর্থাৎ "the State Government may, after making such enquiry as it may think fit, and after consulting the Gaon panchayat or Gaon panchayats Concerned Constituted under the provisions of this Act, by notification in the official Gazette- আরো অনেক কিছুই লেখা আছে, সে আইন মোতাবেকেই করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— স্যার, পঞ্চায়েত আইনে যা যা লেখা আছে বা বলা আছে সব মেনেই করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, কোন গাঁওসভাতেই গাঁও পঞ্চায়েত নেই। এই আইন বইটি আমি আপনার কাছে উপস্থিত করছি। উই দাউট গাঁও পঞ্চায়েত তা কি করে হয়। স্যার, আমার এই প্রশ্নের সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই, গতকাল বাজেট প্লেস করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ আমি পড়ে শুনাচ্ছি। সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে, "The Government have already constituted Panchayat Development Committees for each fo the 698 dissolved Gaon Panchayats. The Block Development Officers concerned have been authorised to exercise powers and functions of the dissolved Gaon Panchayats with the help of the respective Panchayat Development Committee." কাজেই কি করে আইন মোতাবেক হয়েছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে সাহায্য করুন বুঝতে, কোন্ আইনে এটা করা হয়েছে ?

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি সরকারের তরফ থেকে,

যে সমস্ত নির্বাচিত গাঁও পঞ্চায়েত ছিল সেগুলির বিরুদ্ধে প্রচুর ইলিগেশান আমরা পেয়েছি লিখিত ও মৌখিক। আমরা সেগুলি তদন্ত করে দেখেছি। তদন্ত রিপোর্টে দেখা গেছে, জনস্বার্থ এই পঞ্চায়েত-গুলির দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই সেগুলি আমরা ভেঙ্গে দিয়ে এরপর আমরা পঞ্চায়েত পরিচালনা করার জন্য ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করেছি। বি. ডি. ও; কে সব দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বি. ডি. ও; কে সহায়তা করার জন্যই ডেভেলাপমেন্ট কমিটি। আলোচনা করেই জমি নির্ধারণ করা হচ্ছে। সারা রাজ্যবাসী জানে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে। সেখানে ভৌগোলিক অবস্থানের কোন স্থান ছিল না, ছিল না জনস্বার্থ রক্ষা হওয়ার কোন নিয়ম নীতি। কোথাও দেখা গেছে, ৩০০ জন নিয়ে গাও সভা, আবার কোথাও দেখা গেছে ৫হাজার জন নিয়ে গাঁও সভা। সেইজন্যই সরকারী লেভেলে কমিটি করা হয়েছে। বি, ডি, ও, কে সেই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে আইন মোতাবেকই সব করা হচ্ছে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) :— স্যার, আমি পলিটিকাল পার্টির প্রপাগাণ্ডা বাদ দিলাম, এ্যাকচুয়েল ফ্যাকট আমি জানতে চাই। নিয়ম হচ্ছে-এখানে ১০৪টা গাও পঞ্চায়েত আছে, যদি কোন একটা পঞ্চায়েত দুর্নীতি গ্রস্থ হয় তাহলে নিশ্চয় সে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধ তদন্ত করতে হবে। তার অর্থ এই নয় একটা পঞ্চায়েত দুর্নীতি করলে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে বাতিল করা হবে এখানে ১০৪টা পঞ্চায়েতকে যে বাতিল করা হলো তাদের প্রতিটি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধ কি দুর্নীতির প্রমান পাওয়া গেছে এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে উপস্থিত করবেন কি না। ১০৪টা পঞ্চায়েতের উপর যে তদন্ত হয়েছে, সেগুলিকে যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার প্রতিটি রিপোর্ট তিনি এই হাউসে উপস্থিত করবেন কি না আমি জানতে চাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। দিস পয়েন্ট হ্যাজ বীন ডিসাইডেড বাই দা হাইকোর্ট। এই ব্যাপারে হাইকোর্টে পিটিশন হয়েছিল দ্যাট হ্যাজ বীন ডিসমিসড।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ডিসাইডেড বলেছেন, তার কোন কপি আছে কিনা, ক্যান ইউ শো দা জাজমেন্ট অব দা হাইকোর্ট ইন দা হাউস। আই ওয়ান্ট টু সী দ্যাট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অল দিস কোয়েশ্চান ওয়্যার রেইসড ইন দা হাইকোর্ট এণ্ড দ্যা পিটিশান ইটসেলফ ওয়াজ ডিসমিসড। ডিসমিসের কপি যদি উনারা দেখতে চান তাহলে সেটা আমরা দেব স্যার,।

শ্রীদশরথ দেব :— নো, অল দীস কোয়েশ্চানস ওয়্যার রেইসড এ্যাণ্ড রিজেক্টেড বাই দ্যা হাইকোর্ট। দ্যা কপি অব দ্যা জাজমেন্ট মাষ্ট বী প্রসিডিউড ইন দ্যা হাউস। আই ওয়্যান্ট টু সী দ্যাট জাজমেন্ট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, অল দীস পয়েন্ট্ ওয়্যার ডিসমিসড-এই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেন নি। সার্টেন পয়েন্টস ওয়্যার রেইসড বিফোর দ্যা হাইকোর্ট এ্যাণ্ড হাইকোর্ট সামারিলী

ডিসমিসড দ্যা পিটিশান। এই কথা বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যে ৬৯৮টি গাঁও সভাকে ডিলিমিটেশান করা হচ্ছে। এই আইনের সেকশান ৮-এ গাঁও পঞ্চায়েত বলতে কি বুঝায়, কি করে কম্পোজিশান হবে সে সম্পর্কে স্পেসিফিকেলী লিখা আছে। কোন আইনে এই ডিলিমিটেশান করা হচ্ছে? আমরা মেলাঘর ব্লকের অধীন মোহনভোগ গাঁও সভার যে পপুলেশন আইন অনুযায়ী রিজার্ভেশান ছিল। এটা আইনে নির্দ্ধারিত ছিল। সেই আইনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে সেই একই রকমভাবে মোহন-ভোগের মত অন্যান্য জায়গাতেও এই জোট সরকার উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে সব জেনারেল সীট করে দিচ্ছে। এটা উদ্দেশ্যমূলক করা হচ্ছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হয়েছে এবং সেটার ফাংশান হচ্ছে-এডভাইসারী ফাংশান। সে সম্পর্কে হাইকোর্টে রীট কেস করা হয়েছিল সে পিটিশান সামারীলি রিজেকটেড করা হয়েছে। সুতরাং যা করা হচ্ছে আইন মোতাবেকই করা হচ্ছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল ঘোষ।

শ্রীরতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

QUESTION

1. What is the amount of loan and grants given by the Government to the co-operative Societies from the year 1982-83 to 1987-88, (figures of loans and grants to be given separately)

2. In how many cases utilisation certificates have been received so far, and
3. Number of utilisation certificates still outstanding and the amount involved ?

ANSWER

1. An amount of Rs 5.20.80.170.00 as loan & Rs. 2.62.72 170.00 as grants were given to different co-operative Societies during the years from 1982-83 to 1987-88 from the Co-oparative Department.

2. In 403 cases utilisation certificates have been received so for.

3. 72 numbers of utilisation certificates yet to be received involving an amount of Rs. 215.54 Lakhs.

শ্রীরতন লাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলের ব্যাপার। আমাদের

সরকার এসেছে তুবছর হয়ে গেছে। ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট যারা দেয় নি তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :-- স্যার, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট থ্রু ফাইল মেশিনারী আমরা কালেকশান করে থাকি। আমরা ইমেডিয়েটলি সার্টিফিকেট জমা দেবার জন্য নোটিশ দিয়েছি এবং সার্টিফিকেট কাদের কাদের সঙ্গে ইনভলবমেন্ট যেমন

(i) Construction of godowns/Jute bailing complex under scheme.

(ii) Share capital contribution

(iii) Construction of godowns/Jute bailing complex under scheme.

(iv) Share capital contribution.

(v) Working cost capital contribution.

(vi) Floor space accomodation.

(vii) Managerial Subsidy.

(viii) Managerial subsidy for running uneconomic F.P Shops etc.

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) : -- Mr. speaker sir, Admitted Question No. 136.

QUESTION

1. How many landless families have been given land during 1989-90 ?

2. Whether the landless people of Tulabagan Chowmuhani under Taranagar Goansabha will be alloted lands under their possession during the current financial year •

3. If not alloted reanons thereof.

ANSWER

1. 2961 families.

2. The land occupies by landless people at Tulabagan Chowmuhani under Taranagar Goansabha belongs to the peerless Tea and Industries Limited (phatikcharra Tea Garden). As such this land cannot be alloted to them.

3. Does not arise.

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই তারা নগর গাঁওসভা তুলাবাগান চৌমুহনীতে

১৮০টি পরিবার ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার পর থেকে তারা দখলকৃত করে স্থায়ী ভাবে বা দালান ঘর করে বাস করছে এবং সেই ব্যাপারে সরকার তদন্ত করেছেন। এবং সেটা সেটেলমেন্ট থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু কি কারনে আজকে নয় বছর যাবৎ সেই সমস্ত জায়গা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

Maharani Bibhukmari Devi (Minister) ;— Mr. Speaker Sir; this is not khas land. It belongs to the private Persons. So this land cannot be alloted.

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা পার্শ্ববর্তী বাগানের জায়গায় ছিল। এখন সেটা একুইয়ার করে তাদের ল্যাণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এইটা আমরা এনকুয়ারী করে দেখেছি যে, এইটা খাস ল্যাণ্ড। কাজেই একটাকে কি কারনে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া খাস ল্যাণ্ড নয় বলেছেন, তা জানাবেন কি ?

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker Sir, this is not correct. I request the honourable Member to collect the correct informations.

শ্রী দীপক নাগ (মজলিশ পুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত ১৯৮০' র জুনের দাঙ্গায় মান্দাই এলাকার ২২টি পরিবার ভূমিহীন হয়েছিলেন, তারা বর্তমানে মান্দাইয়ের শচীন্দ্রনগর কো-অপারেটিভের জায়গাতে আছেন সেই ২২টি পরিবারকে বিগত বামফ্রন্ট সরকার পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এখন সেই ২২টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— This is a seperate question, Mr. Speaker Sir,

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সনে এ. ডি. সি. এলাকায় কতটি ভূমিহীন পরিবারকে জমি এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং এইটা এ, ডি, সি র সুপারিশ নিয়ে করা হয়েছে কি না ?

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker Sir, this is a seperate question. But as Mr. Chowdhury wants to know it- So I can say that, the State Government has relationship with the A. D. C. So no allotment of land has been made without the permission of the S. D. O.

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে এইটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই জমি কার নামে রেকর্ড করা হয়েছে তা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

Mr. Speaker :— Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

QUESTIONS & ANSWER

Shri Dida Chandra HrangkhawKulai :— Mr. Speaker Sir, Admitted Question No :— 150.

Maharani Bibhu Kumari Devi(Minister) :— Mr. Speaker Sir, Admitted Question No. 150

QUESTION

1) Is it true that the construction work of Battala Super Market in Agartala Town has been completed long back ?

2) If it is true than what is the cause for non in-auguration of the said Super Market untill now ?

3) When is the in-auguration is expected ?

ANSWER

1) Yes. The Construction of the super Market in Battala in Agartala Town has been completed some time ago.

2) Due to non completion of some subsidiary work the in-auguration could not take Place.

3) Untill the subsidiary work are completed it is not possible to give any spceific date.

Shri Dida Chandra HrangKhaw – Mr. Speaker Sir, what is the guide line regarding allotment after completion of the Super Market ?

Maharani Bibhu kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker Sir, our guide line is very clear. The perpose for which building has been constructed is for giving to un-employed boy's as far as possible. We will make our final decisioh in the Cabinet. I have allready made broad policy delsion in regard to allotment of the Shops. But for the time beoing I can not disclosed that, So the Cabinat will sit and we will discuss it again.

শ্রীসমর চৌধুরী :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি, এই যে সুপার মার্কেট যে মার্কেটটি বটতলা বাজার সংলগ্ন, সেটা তৈরী হয়ে গিয়েছে। তার আশে পাশের বেশ কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা টেম্পোরারী সেড্ তৈরী করে আছে এবং ব্যবসা করছে। তাদেরকে এই সুপার মার্কেটে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এলটমেন্ট দেওয়া হবে কিনা ?

Maharani Bibhukumari Devi (Minister) :— Sir, this is separate question.

Shri Samar Chowdhury :— Sir, Hon'ble Minister said that they have a broad policy on this. Now, I want to know what is the guideline of that policy and whether the people who were evidcted from those places are being given priority in allotment of shops ?

Maharani Bibhukumari Devi (Minister) :— Sir, we have already said that there is a broad policy and it is for the unemployed people. Sir, in this connection, I would like to say here that we have inherited a very disorganised L.S.G. Department from the last Government.

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমি জানতে চাইছি সে-সেলফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঘর তৈরী করে ২০ থেকে ২৫ বছর যাবত ব্যবসা করছিলেন, তাদেরকে প্রায়রিটি বেসিসে ঐ জায়গাতে দোকানের এলটমেন্ট দেওয়া হবে কিনা ? স্যার, আমার প্রশ্নটা খুবই স্পেসিফিক ।

Maharani Bibhukumari Devi (Minister) :— Sir, I cannot give him a specific reply, because, they are having a most non-specific question as opposition members.

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, কিছুদিন আগে মহারাজগঞ্জ বাজার, মোটর ষ্ট্যান্ড এবং অন্যান্য জায়গায় একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বের বুল ডোজার নামিয়ে তাদের দোকান ঘরগুলি ভেঙ্গে দিয়ে সেই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে । তাদের এখন ব্যবসা করার মতো কোন জায়গা নাই । এই নিয়ে ইতিমধ্যে একটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশানও দিয়েছেন । সরকারী তরফ থেকে তাদের কিছু কাঁমট মতিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের দোকান পাট করার ক্ষেত্রে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহন করেন নি, বিশেষ করে বটতলাতে যারা রয়েছে, তাদের সুপার মার্কেট সপ এলটমেন্টের তাদের প্রায়রিটি দেওয়া হবে কি না, সেটা আমি জানতে চাইছি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন, সেটা এই রাজ্যের একটা বড় সমস্যা এবং এই সমস্যাটা উনারাই সৃষ্টি করে গিয়েছেন । কেননা হরিগঙ্গা বসাক রোড, এই আগরতলা শহরের একটা মেইন রোড, সেই রোডের উপর লোকজন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । উনাদের কাউন্সিলাররা এর জন্য তাদের কাছ থেকে সেলামিও নিয়েছেন । শুধু তাই নয়, সেই রাস্তার এক হাত দুই হাত করে এক একজনকে লীজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে মোটা টাকার বিনিময়ে । কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর চিন্তা করেছি যে এই রকম দেওয়া যায় না । আমরা বলেছি সরকারী রাস্তাই হউক, আর খাস জায়গাই হউক, যে যেখানে থাকুক না কেন তাদের সেই সব জায়গা থেকে বিমুক্ত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা যে কমিটমেন্ট করেছি, তাদের রি-হেবিলেট করা হবে । Temporali most of than Re habilited, there may be some cases and

those are also under consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ-- শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :--- স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker, Sir, Started question No. 54.

QUESTION

1) What is the total amount of ceiling surplus land in the entire State? (Division-wise)

2) How much ceiling surplus land has been taken possesion of by the Government ;

3) If the possession was not taken, the reason thereof ?

4) What steps have been taken to take the possession of land outside the ceiling ?

ANSWERS

1) The account of the ceiling surplus land are as follows : -

In West Tripura we have got 737.87 acres of land.

In North Tripura we have got 656.26 acres of land.

In South Tripura we have got 600.82 acres of land.

Total—1,994.95 acres.

2) The Government has taken the possession of 737. 87 acres of land in West Tripura, 655. 78 acres of land in North Tripura and 552. 87 acres of land in South Tripura. Total is 1, 946. 87 acres.

3) 48. 43 acres of surplus land could not be taken possession due to litigation.

4) Possession cannot be taken till the cases are finalized.

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া যে জমি ভেষ্টেড হল অথবা যে জমির পজেশান নেওয়া হল, সেই জমিগুলি কাদের মধ্যে ডিসট্রিবিউট করা হয়েছে জানাবেন কি ?

Maharani Bebhukumari Devi (Minister) :— Sir, this is a separate question, So, I can not give him details here.

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া আমাদের রুলস এ্যাণ্ড এ্যাক্টে স্পেসিফিকেলি বলা হয়েছে, এই জমিগুলির বিলির ক্ষেত্রে কারা অগ্রাধিকার পাবে। তাই, আমি জানতে চাইছি যে ভূমিহীন

এবং জুমিয়ারা এসব জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন কিনা ?

Maharani Bibhukumari Devi (Minister) :— Sir, this is also a separate question. Till, I shall have to Sayl Something in this context. Sir, last Government in the last ten years has never thought.

যে এই রাজ্যের পাহাড় এবং গ্রামাঞ্চলে যেসব ট্রাইবেলরা বিগত ২০০ বৎসর ধরে জমি ভোগ করে আসছিলেন, তাদের সেই সব জমিগুলি সরকারে ভেষ্টেড হলেও সেগুলি সরকারের জমা খরচের খাতায় মেন্টেইন করা হয় নি। তাই, এখন আমি প্রত্যেক তহশীলে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইছি যে, যদি সেই সব জায়গাতে ২ হাজার একর পরিমাণ জমির মধ্যে ভেষ্টেড করার পরও যদি আরও ২০০/৬০০ একর পরিমাণ জমি টি. এল, আরের অন্তর্গত সরকারে ভেষ্টেড হয়, তাহলে সেই জমি ভূমিহীন ট্রাইবেল যারা আছে, তাদের দেওয়া হবে না কেন ? এখন পর্যন্ত, আমি তার কোন জবাব পাই নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স প্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি, যে ত্রিপুরা ট্রাইবেলস্ কাস্টমারাল, ত্রিপুরা সোশিয়েল কাস্টমারী ল অনুযায়ী পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ল্যাণ্ড ডিসট্রিবিউট হয় না। কাজেই এই সমস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে জমির যে পরিমাণ আছে সেখানে ল্যাণ্ড সিলিং আইন মানা হচ্ছে কিনা ? এই সমস্ত পরিবারের কাছে সিলিং-এর উর্দ্ধে জমি আছে এবং নন্ ট্রাইবেলদের কাছ থেকে যে সমস্ত জমি উদ্ধার করা হচ্ছে সেগুলিও এই সমস্ত পরিবারে যাচ্ছে এবং এই উদ্ধারকৃত জমি যখন একটা ট্রাইবেল পরিবার পায় তখন সিলিং আইনের যে গাইড লাইন সেটা মানা হচ্ছে কিনা ? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিন। বিগত বামফ্রন্টের আমলে কি হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি, ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— আমার অনারেবল কলিগ আজকে বেশ দরদী সেজেছেন। আজকে আমরা ট্রাইবেলদের কাস্টমারী ল বলতে হচ্ছে যে একটা গংগা পূজো করতে ওদের আমলে পুলিশ পাওয়া যায় নি। নৃপেন বাবু চাবনী পুলিশ দেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুর কাছে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তুলসীদাস এটা একনলেজমেন্ট করেছিল সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিল সিকিউরিটির কারণে। সেই জন্য কাস্টমারী ল কে মোডিফাইড করেছেন বর্তমান সরকার। ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাকটের ধারা অনুসারে একটা ট্রাইবেল পরিবার ৭০ একর পর্যন্ত পাবে। আমরা এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করেছি। এখন প্রেসিডেনসিয়েল এসেন্ট পেলেই সেটা কার্যকর করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ৩০।

Maharani Bibhu Kumari Davi (Minister) : Mr. Speaker, Sir, admitted ques-

tion No. 30.

QUESTION

1. What amount was granted by the Government to Wakf Board as grant-in-aid during the Year 1989-90 ?

2. What programmes have been taken by the Wakf Board during the financial Year and what expenditure the board would incurred upto 2nd February, 1990 ?

3. Is it a fact that any Wakf properties in the State has been un-authorisedly occupied ?

4. If so what steps have been taken in this regards ?

ANSWER

1. Rs. 2,25,000/-

2. The Board has taken up construction and repair of Wakf properties namely Mosques, grave-yards, Idga, merits scolhrship and book grant to Muslims students, financial assistance to poor muslims patients, assistances for purchases of raw-materials and tools to poor muslims artisans, assistance to small traders and housing grant to rural landless muslims. During the current year upto 2nd February, 1990 the Board has incurred an expenditure Rs. 1,11,056/-under different heads.

3. No such information is available in the Wakf Board.

4. For aviction of un-authorised occupants from the Wakf properties Tripura Public Premises (eviction of un-authorised occupants) Act has been amended. The Amended Act is now under consideration of president.

Shri Badal Chaudhuri :— মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া এখানে অনেক স্কীমের কথা বললেন, আমি মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়ার কাছে জানতে চাই, এই ১ ২৫ লাখস্ টাকায় এতগুলি স্কীম করা সম্ভব কিনা ? নাম্বার টু হচ্ছে, ভূমিহীন মুসলমান ৫০০ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ১ হাজার করে টাকা দেবার যে স্কীম ছিল এবং তার জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল তা অন্য খাতে খরচ হয়ে যাবার যে কথা শুনা গেছে তা ঠিক কিনা ? নাম্বার থ্রি হচ্ছে, আগে মুসলিম লেডিজদের ষ্টাইপেণ্ড দেবার জন্য এস.ডি. ও. এর কাছে কয়েক লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল যা বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়াতে ওরা আর তা পাচ্ছেন না, তা ঠিক কিনা ?

Maharani Biblu Kumari Davi (Minister) :— Mr. Speakea, Sir, the first part of the question the grant-in-aid is Rs. 2.25 lakhs. It is fact that it is not sufficient.

We are a democratic socity and as a secular state in Tripura we talk of giving to different religious heads. I think muslims heads are probably the most prominent where we give all the relief. As a democratic social state every departments the education department gives certain grants from that side for the education of the students. Housing department gives something to them. So, the thing is that we have got from the Government of India under different heads of the department money alotted for that muslims minorities, for the poor muslims students. It can not all commander the Revenue department. It is a democratic society. I specially on becomming the Minister for Revenue Department have made a law that anybody occupying the muslim property will be evicted. At the moment the CPI(M) office is fighting a case against muslim property wakaf property. This is for your information sir.

মিঃ স্পিকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—'A'&'B"

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গতকাল বাজেট হাউসে পেশ করার আগেই খবরের কাগজে সব ফাঁস হয়ে গেছে। এটা এই মন্ত্রীসভার ডিসক্রেডিট। সুতরাং এই মন্ত্রীসভার এখনই রেজিগনেশান দেওয়া দরকার। এটা অন্ধ্রপ্রদেশেও হয়েছে। সুতরাং আমরা এটা দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট দা পিরিয়ড ফর বাজেট ডিসকাশান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, পত্রিকাতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি মোট কত টাকার বাজেট, কত ঘাটতি, তা হুবহু মিলে গেছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই। যেখানে সেক্রেসী আউট হয়ে যায়, সেখানে মন্ত্রী সভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষ-

য়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়কে উনার বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো-

'গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ ইং সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কুমিরিয়াকোচা গ্রামে শ্রী গোপাল কুণ্ড, শ্রী প্রদীপ কুণ্ডুর বাড়ী সহ ৯টি বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করার ঘটনা সম্পর্কে,।

মিঃ স্পীকার : - আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ২২.৩.৯০ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— এখন দৃষ্টি আকর্ষনীয় বিষয়। আমি নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার আমার একটা রেফারেন্স ছিল। কিন্তু সেটা এখানে আসে নি।

মিঃ স্পীকার :-- যেগুলি আসেনি সেগুলি বাতিল করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এটা কি কারনে বাতিল করা হলো আমাকে বুঝতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট স্পেসিফিক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটা খুব স্পেসিফিক ছিল। আমার রেফারেন্সের বিষয়টা ছিল-

'অমরপুর এবং সোনামুড়ায় বাংলাদেশী বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপকহারে বে-আইনী অনুপ্রবেশ এবং স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার :-- স্পেসিফিক যদি কিছু থাকে ইউ ক্যান মেক এ সেপারেট নোটিশ অন দা আদার ডে। বাট দেয়ার শুড হাভবীন স্পেসিফিকেশান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— হ্যাঁ স্যার, স্পেসিফিকই দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ তিনটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় কতৃক দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো :

স্যন্দন পত্রিকার ১৮.৩.৯০ইং তারিখে জনতা বামফ্রন্ট নামের কেন ভয়ো আন্দোলনে অস্ত্র হাতে নেবার আমন্ত্রন জানাল সি.পি এম—শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

আমি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য

অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আগামী কাল অর্থাৎ ২১.৩.৯০ইং তারিখ আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— সদর উত্তরাঞ্চলে সিমনা এলাকার ব্যবসায়ীদেরকে বি. এস. এফের জুলুম সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আগামী ২৩.৩.৯০ইং তারিখ আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— তৃতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— গত ১২ই মার্চ্চ ১৯৯০ইং ধর্মনগর মহকুমায় সোনাইছড়ি চা বাগানে বি.এস. এফের গুলিতে মঙ্গা, ভেলেঙ্গা এবং সোম ওরাং নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি ২০.৩.৯০ইং তারিখ জবাব দেব।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, অনেক প্রশ্ন ফিনান্সের উপর আমরা সাবমিট করেছিলাম। কিন্তু কি কারণে সেটা একটাও এখানে আসেনি। স্যার, ৪১ (১১) ধারা মতে যে সব প্রশ্ন বাতিল হবার কথা এই প্রশ্নগুলি সেই ধারায় আসে না। অথচ এই প্রশ্নগুলিকে নাল এণ্ড ভয়েড করা হয়েছে। সেটা কেন করা হয়েছে আমি জানতে চাই। (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত কালকেও আমাদের মাত্র ৬-৭ টা প্রশ্ন এসেছিল। আজকেও মাত্র ৬-৭ টা প্রশ্ন এসেছে। অথচ আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ফিনান্সের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলি একটাও আসে নি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ইউ প্লিজ মিট মি ইন মাই চেম্বার। (গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী :— ঠিক আছে আমরা আপনার সঙ্গে আপনার চেম্বারে দেখা করতে পারি।

MOTI ON FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1990-91.

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- '১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব সভার অনুমোদন চেয়ে সভার সামনে উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব সভার অনুমোদন চেয়ে সভার সামনে উৎথাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যদি কোন সদস্য মহোদয় ভোট অন্ একাউন্টস্-এর উপর আলোচনা করতে চান, তবে আলোচনা করতে পারেন।

Mr. Speaker :— Now, I am putting the motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 57,12,77,000/- (excluding the charged Expenditure of Rs.4,02,80,000/-) be granted towards defraying the charges for the following services and purposes for the part of the financial year ending on 31st March, 1991, namely :—

Demand No.	Services and Purposes	Sums not exceeding.
1.	2.	3.
1.	2011-Parliament/State/Union on Territory Legislative.	8,24,000
	2071-Pension & Other Retirement Benefits	91,000
	Total : Demand No.1	9,15,000
2.	2012-President. Vice-President Administrator of Union Territories	...
	2013-Council of Ministers	7,85,000
	Total : Demand No.2	7,85,000
3.	2014-Administration of Justice	23,29,000
	2015-Election	8,09,000
	Total : Demand No.3	31,38,000

1.	2.	3.
4.	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	50,000
	2029-Land Revenue	33.47,000
	2030-Stamps & Registration	2,78,000
	2039 State Excise	1.57,000
	2040-Sales Taxes	4,63,000
	Total : Demand No.4	42,95,000
5.	2225 Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	41,000
	2235 Social Security and Welfare	1,56,000
	2245-Relief on Account of Natural Calamities	12,50,000
	2252-Other Social Services	68,000
	2506-Land Reforms	19,83,000
	3475-Other General Economic Services	3,82,000
	Total : Demand No.5.	38,80 000
6.	2053-District Administration	24,55,000
	2054 Treasury and Account Administration.	5,79,000
	Total : Demand No.6.	30,34,000
7.	2070-Other Administrative Services	1,80,000
	Total: Demand No.7 (Revenue)	1,80,000
8.	2051-Public Service Commission	...
	Total. Demand No.8 (Revenue)	
9.	2052-Secretariat General Services	32,25,000
	2070-Other Administrative Services	4.42,000
	3451-Secretariat Economic Services	59,000
	Total: Demand NO.9 (Revenue)	37,26,000
10.	3451-Secretariat Economic Services	1,19,000

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1990-91.

1	2	3
	3454-Census Surveys and Statistics	7,28,000
	Total: Demand No.10 (Revenue)	8,47,000
11.	2055-Police	2,88,84,000
	2070-Other Administrative Services	19,82,000
	2070-Other Administrative Services (Civil Defence)	1,37,000
	2070-Other Administrative Services (Home Guard/Training)	47,95.000
	3275-Other Communication Services (Wireless Planning & Co-ordination)	19.96,000
	Total: Demand No. 11. (Rev)	3,77,94,000
12.	2041-Taxes on Vehicle	1,57.000
	3055-Road Transport	8,000
	3075-Other Transport Services	1,04.000
	Total: Demand No.12 (Revenue)	2,69,000
	5055-Capital Outlay on Roads Transport	17 08,000
	Total: Demand No.12 (Capital).	17.08.000
13.	2425-Co-operation	42,73.000
	Total: Demand No.13 (Revenue)	42,73,000
	4425-Capital Outlay on Co-operation	23,08,000
	6425-Loans for Co-operation	11,33,000
	Total: Demand No.13 (Capital)	34,41,000
14.	2059-Public Works	2,82.00,000
	2202-General Education	1,36.000
	2205-Arts and Culture	17,000
	2210-Medical	29,000
	2216-Housing	11,60,000
	2235-Social Security and Welfare	6.000
	2403-Animal Husbandry	12,000

1	2	3
	2851-Village and Small Industries	10,000
	3054-Roads and Bridges	55,14,000
	2203-Technical Education	16,000
	Total: Demand No.14 (Revenue)	3,51,00,000
15.	4059-Capital Outlay on Public Works	20,98,000
	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture	35,68,000
	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health.	10 41,000
	4211-Capital Outlay on Family Welfare	83,000
	4235-Capital Outlay on Social Security & Welfare	32,000
	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	1,83,000
	4404-Capital Outlay on Dairy Development	6,000
	4851-Capital Outlay on Village & Small Industries	2,25,000
	Total: Demand No.15 Capital)	71,56,000
16.	4216-Capital Outlay on Housing	31,69,000
	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	55,83,000
	5054-Capital Outlay on Road & Bridges.	1,00,,72,000
	Total: Demand No-16 (Capital)	1,88,24,000
17.	2045-Other Taxes etc.	46,000
	2801-Power	1,72,73,000
	Total: Demand No.17 (Revenue)	1,73,19,000
	4552-Capital Outlay on Spl. and Backward Areas	30,16,000
	4801-Capital Outlay on power projects	2,53,50'000
	Total: Demand No.17 (Capital)	2,83,66,000
18.	2215-Public Health, Sanitation & Water Supply.	13,00,000
	2702-Minor Irrigation	1,68,88 000
	2711-Flood Control	7,50,000
	Total : Demand No.18 (Revenue)	1,89,38,000

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1990-91.

Demand No.	Services and Purposes	Sums not exceeding.
1.	2.	3.
19.	4215.Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	73,88,000
	5701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation.	50,00,000
	4705-Capital Outlay on Command Areas Development	1,66,000
	4711-Capital Outlay on Flood Control Projects	17,08,000
	Total : Demand No.19 (Capital)	1,42,62,000
20.	2022-General Education	50,41,000
	2203-Technical Education	9,59,000
	2204-Sports and Youth Services	3,64 000
	2205-Arts and Culture	5,60,000
	Total : Demand No.20 (Revenue)	69.24,000
21.	2202-General Education	66,22,000
	2235-Social Security and Welfare	72,32,000
	2236-Nutrition on	7,14,000
	Total : Demand No.21 Revenue)	1,45,68,000
22.	2210-Medical & Public Health	208,94,000
	2252-Other Social Services	1,000
	2552-North Eastern Areas	1,61,000
	3454-Census Survey & Statistics	67,000
	Total : Demand No.22 (Revenue)	211,89,000
23.	2211-Family Welfare	43,21,000
	Total : Demand No.23 (Revenue)	43,21.000
24.	2220-Information and Publicity	21,41,000
	3452-Tourism	5,33,000
	Total : Demand No.24 (Revenue)	26,74,000

Demand No.	Services and Purposes	Sume not exceeding.
1	2	3
25.	2070-Other Administrative Services	1,000
	2235-Social Security and Welfare	2,52,000
	2252-Other Social and Community Services	24,000
	Total : Demand No.25 (Revenue)	2,77,000
26.	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward classes	280,24,000
	2236-Nutrition	19,36,000
	3604-Compensation and Assignments	32,75,000
	Total: Demand No.26 (Revenue)	332,35,000
27.	2225-Welfare of Sch. Castes, Tribes & Other Backward Classes	44,45,000
	Total : Demand No.27 (Revenue)	44,45,000
28.	2408-Food Storage and Ware housing	18,35,000
	3456-Civil Supplies	6,70,000
	Total : Demand No.28 (Revenue)	25,04,000
	4408-Capital Outlay on Food storage & Warehousing	474,71,000
	Total: Demand No.28 (Capital)	474,71,000
29.	2235-Social Security and Welfare	66,36,000
	Total Demand No.29 (Revenue)	66,36,000
	6235-Loans for Special Security & Walfare	15,000
	Total : Demand No.29 (Capital)	15,000
30.	2405-Fisheries	58,06,000
	2552-North Eastern Areas	5.87,000
	Total : Demand No.30 (Revenue)	63,93,000
31.	2515-Other Rural Development Programme	54,75,000
	Total: Demand No.31 (Revenue)	54,75,000

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1990-91.

1	2	3
32.	2230-Labour & Employment	4,83,000
	2407-Plantation	5,83,000
	2552-North Eastern Areas	1,04,000
	2851-Village and Small Industries	39,24,000
	2875-Industries	17,56,000
	Total : Demand No.32 (Revenue)	67,70,000
33.	4216-Capital Outlay on Housing	28,000
	5465-Investment in General Financial and Trading Institution	6,33,000
	Total: Demand No 33 (Capital)	6,33 000
34.	4806-Capital Outlay on Consumers Industries	1,66,000
	4885-Capital Outlay on Industry & Minerals	58,66,000
	4851-Loans for Village and Small Industries	1,00,000
	Total : Demand No.34 (Capital)	61,32,000
35.	2401-Crop. Husbandry	157,80,000
	2408 Food, Storage & Ware-housing	15,00,000
	2415-Agriculture Research and Training	2 50,000
	2435-Other Agricultural Programme	15,83,000
	2552-North Eastern Areas	5,18,000
	Total: Demand No.35 (Revenue)	196,31,000
	4401-Capital Outlay on crop Husbandry	52,08,000
	Total : Demand No.35 (Capital)	52 08,000
36.	2403-Animal Husbandry	62,46,000
	2404-Dairy Development	7,42,000
	2552-North Eastern Areas	18,000
	Total : Demand No.36 (Revenue)	70,06,000
37.	2402-Soil & Water Conservation	22,94,000
	2406-Forestry & Wild Life	1,14,31,000
	2552-North Eastern Areas	1,15,000
	Total : Demand No.37 (Revenue)	1,38,40,000

Domand No.	Services and Purposes	Sums not exceeding.
1.	2.	3.
	5465-Investment in General Finanoial and Trading Institution	4,16,000
	Total : Demand No 37 (Capital)	4,16,000
38.	2216-Housing	5,83,000
	2501-Special Programme for Rural Development	51,18,000
	2505-Rural Employment	53,50,000
	Total : Demand No.38 (Revenue)	110,51.000
	6216-Loans for Housing	5,00,000
	Total : Demand No.38 (Capital)	5,00,000
39.	2215-Water Supply and Sanitation	37,48 000
	Total: Demand No.39 (Revenue)	37,48,000
40.	2515-Other Rural Development Programme	4,54,000
	Total: Demand No.40 (Revenue)	4,54,000
41.	2059-Public Works	17,000
	2217-Urban Development.	35.27,000
	Total: Demand No 41 (Revenue)	35.44,000
	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	6,66,000
	Total: Demand No.41 (Capital)	6,66,000
42.	2506-Jail	11,02,000
	Total: Demand No.42 (Revenue)	11,02,000
43.	2230-Labour and Employment	12,69.000
	Total: Demand No.43 (Revenue)	12,69,000
44.	2058-Stationery and Printing.	19,08,000
	Total: Demand No.44 (Revenue)	19,08,000
45.	2047-Other Fiscal Services	1,30,000
	2049-Interest Payments	...

MOTI ON FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1990-91.

1.	2.	3.
	2071-Pension Benefits	89,39,000
	2075-Miscellaneous General Services	1,09,000
	2070-Other Administrative Services	1,26,41,000
	Total: Demand No,45 (Revenue)	2.18.19.000
46.	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions.	31,000
	6004-Loans and Advance from the Central Government.	.
	6003-Internal Debt of the State Government.	...
	7610-Loans to Government Servants	10,08,000
	Total: Demand No.46 (Capital)	10,39,000
47.	3425-Other Research	7,25.000
	Total: Demand No 47 (Revenue)	7,25,000
	4810-Capital Outlay on Non-Conventional Energy.	6,66,000
	Total: Demand No.47 (Capital)	6,66,000
48.	2225 Social Security and Welfare	2,92.000
	2406-Forestry and Wild Life.	17,89,000
	Total : Demand No.48 (Revenue)	20.01,000
49.	2401-Crop. Husbandry.	46,42,000
	2402-Soil and Water Conservation	37,83 000
	2435-Other Agricultural Programme	1,66.000
	2552-North Eastern Areas.	7,57.000
	Total : Demand No.49 (Revenue)	93,48,000
	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry.	4,16,000
	Total: Demand No.49 (Capital)	4,16,000
50.	2202-General Education	745,54,000
	2236-Nutrition	45,52.000
	2552-North Eastern Areas	7,50,000
	3454-Census, Survey & Statistics	16 17,000
	Total : Demand No.50 (Revenue)	814,73,000

1	2	3
51.	2204-Sports and Youth Services	11,66,000
	Total : Demand No.51 (Revenue)	11,66,000
52.	2552-North Eastern Areas	52,000
	2851-Village and Small Industries	37,37,000
	Total: Demand No.52 (Revenue)	37,89,000
	4425-Capital Outlay on Co-operation	2,33,000
	5465-Investment in General Financial and Trading Institution.	3,08,000
	6851-Loans for Village and Small Industries.	11,000
	Total: Demand No 52 (Capital)	5,52,000
	GRAND TOTAL :	57,12,77,000
	REVENUE :	43,37,78,000
	CAPITAL :	13,74,99,000

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯০) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব সভায় বিলটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the house for live to Introduce—The Tripura appropriation (vote on account Bill 1990 (Tripura Bill No 6 of 1990)

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো — দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯০). এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। (মোশনটি ভয়েস ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো— দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯০)ইং এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move—The Tripura

GOVERNMENT BILLS

Appropriation (vote on account) Bill 1990 (Tripura Bill No-6 of 1990(be taken into constraration.

মিঃ স্পিকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—দি ত্রিপুরা এপ্রাপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯০) বিবেচনা করা হউক " প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভাকর্তৃক গৃহীত ।)

মিঃ স্পীকার :— 'আমি বিলের ধার'গুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অর্ন্তগত ১নং, ২নং, এবং ৩নঃ ধারা গুলি এই বিলের অংশরূপে গনা করা হউক।" (প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তগত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক । (ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক'।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 6 of 1990) . পাশ করার জন্য প্রস্তাব উংথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উংথাপন করতে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 6 of 1990) পাশ করা হউক ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 6 of 1990). পাশ করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No, 5 of 1990).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

মহারানী বিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 Tripura Bill No.5 of 1990 বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় আলোচ্য সংশোধনী বিলের সহিত সংযুক্ত 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক অ্যাক্ট, ১৯৮২' - এর ৪ নং ধারার ১ নং ও ২নং উপধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপনে অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি সংশোধনী বিলের উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবগুলো পর্যায়ক্রমে সভায় উত্থাপন করে বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনীগুলি হচ্ছে, । সেকশান ফোর আইনের সাব সেকশান ওয়ানে হবে, To the Section 4 Sub-section (1) after the fourth line ..., setting out particulars the words "including transfers" be inserted before the rest of the sentence in the fifth line leading with the words " of land held by ......"

২য় সংশোধনী হলো- "To the Section 4 of sub-section (2) instead of the words " every year" the words "every three years" be inserted and delete the words "every year" at the end of the para"

স্যার, যে সংশোধনীটা আনা হয়েছে মূল আইনে অবজেক্টস এ্যাণ্ড রীজনস— এ বলা হয়েছে- 'হোল্ডিং অব এ পাস বুক কমপালসারী বাই এভ্রি ল্যাণ্ড হোল্ডার,। এটা একটা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আপডেটিং অব এন্ট্রিস এবং প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এই আপডেটিং-এর প্রশ্নকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে যে সমস্ত ল্যাণ্ড ট্রেন্সফার হয় সে সম্পর্কে কোন কিছু স্পেসিফিক্যাল এখানে আনা হয় নি। অথচ অরিজিনাল ডকুমেন্ট এ এটা ছিল। মূল যে আইনটা ১৯৮২ ইং সালে করা হয়েছিল এবং এই আইনের টেকনিক্যাল রিপোর্টে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে এটা রিজার্ভ ছিল ফর এসেন্ট অব প্রেসিডেন্ট। দীর্ঘদিন ধরে রিজার্ভ থাকার পর ৮৭ ইং সালে প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, একটা সাবডিভিশানে এটাকে চালু করার জন্য চেষ্টা করা হয়। যেহেতু কেউ এ ব্যাপারে ডিক্লায়ার উপস্থিত করেন নি; এই জন্য এটা খুব বেশী এগুচ্ছে না। এর জন্য এটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ল্যাণ্ড পাস বুক প্রত্যেক ল্যাণ্ড হোল্ডারের জন্য। এরকম ধরনের বাধ্যতামূলক করা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। তার সঙ্গে নির্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন সময়ে আপ ডেটিং-এর যে প্রয়োজন এটাও সত্য। মূল আইনটা তৈরী হয়েছিল ১৯৮২ সালে। তখন বামফ্রন্ট সরকারে ছিল। প্রথম এই আইনটা তৈরী করার পেছনে একটা

নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যটা হলো - রাজ্যের সমস্ত কৃষি জমিতে অপারেশানাল হোল্ডিংকে কত বেশী ষ্ট্রেংথদেন করা যায়। অপারেশানাল হোল্ডিং বলতে আমরা জানি জমিতে নির্দিষ্ট ভাবে রায়তী স্বত্বে মালিকানা থাকতে পারে, মর্টগেজ হতে পারে, শেয়ার ক্রপার হতে পারে। বিভিন্ন ভাবে ল্যাণ্ডের উপর তার অধিকার বর্তায়। বামফ্রন্ট সরকারে থাকার সময় ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাকটকে বর্তমান সংশোধনী দিয়ে এই সমস্ত অপারেশানাল হোল্ডিং কে কত বেশী শক্তিশালী করা যায় সে চেষ্টা করেছিলেন। তারা যাতে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে, ব্যাংক ঋণ সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য এই ল্যাণ্ড পাস বুকটি ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন।

আমরা সেই সময়ে লক্ষ্য করে থকি যে উদ্দেশ্য এই আইনটা প্রথম তৈরী হয়েছিল সেই আইনটাকে কার্যকরী করতে বছরের পর বছর ১৯৮২ থেকে কেন্দ্রের সরকার ছিলেন রাজীব গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সরকার। বছরের পর বছর এটাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে শক্তিশালী করা, সাহায্য করা এবং যারা প্রকৃত চাষী তাদের হাতকে শক্ত করা সেটা একেবারে রাজীব সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে সহযোগিতা করেন নি। তার জন্য এটা বছরের পর বছর পড়েছিল এবং তার এসেসমেন্ট পাওয়া যায়নি। বর্তমান জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে যে ধরনের ভূমিকা নিচ্ছেন তাতে একই ধরনের নীতকে তারা অনুসরণ করছেন। শুধু তাই নয়, এটার মধ্যে ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁকগুলি পূরণ করার জন্য আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে এই সংশোধনগুলি উত্থাপন করেছি। আমি এই সম্পর্কে পরে বলছি। আমরা দেখতে পাই মূল দৃষ্টি ভঙ্গি কি এই অপারেশন হোলডংকে শক্তিশালী করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গত দু বছরে হাজার হাজার কৃষক উচ্ছেদ হয়ে গেছে জমি থেকে। যে জমিতে কৃষক অপারেশন হোলডিং ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছিল এবং আমরা যখন এগ্রি সেনসাস রিপোর্ট কনসাল্ট করি সেই রিপোর্টের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে ২ | ৩ বছর পর যখন সেনসাস রিপোর্টগুলি দেখা যায় অপারেশন হোলডিংগুলি আরও বেশী বাড়ছে এবং নীচের তলার যারা ভূমিহীন, যারা জুনিয়া তাদের অপারেশন হোলডিং সেগুলির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গত দু বছরে সেগুলি সংখ্যাধিক ভাবে ফল করেছে, উপরের থেকে সেণ্ট্রালাইজেশ্যান করা হচ্ছে। অল্প কয়েক জনের হাতে সমস্ত জমি কুক্ষিগত এবং সেটা বুঝা গেছে আজ সকালে যখন রেভিনিউ মিনিষ্টার হিসাব দিয়েছিলেন শিলিং-এর উর্দ্ধে জমি সরকারী রেকর্ডে রয়েছে। কিন্তু আজকে সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশী পরিমান জমি অল্প কয়েক জনের হাতে জমা হয়েছে। শিলিং-এর উর্দ্ধে এখন জমি পাওয়া যাচ্ছে নর্থ, সাউথ এবং ইষ্টে এটা রেভিনিউ মিনিষ্টারের তথ্যে রয়েছে। সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে সেণ্ট্রালাইজেশ্যান হচ্ছে যারা নাকি জমিদার, জমিদারী কায়দায় জমিকে হাতে দখল করে রেখেছেন। আর, নূতন আবাদ যোগ্য জমিকে বামফ্রন্ট সরকার থাকা অবস্থায় যে দৃষ্টি ভঙ্গিতে অপারেশন হোলডিং শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছিল যে, আবাদযোগ্য জমি কোথায় কোথায় আছে এবং তাকে রিক্লেইম করা। রিক্লেইম করে ভূমিহীন গরীব চাষীদের হাতে এইগুলি তুলে দেওয়া এবং তাদের আরও বেশী সেই জমিগুলির এলটমেণ্ট নিয়ে শক্তিশালী করা। কো-

অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডাষ্ট্রি সরকারের যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা গুলির সহায়তা দিযে তাদের শক্তিশালী করা। যেমন গ্রামঞ্চলের যে সমস্ত গরীব মানুষ বিলো ৮৪ পারসেন্ট পভারটি লাইনের নীচে আছে তাদের তুলে আনাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জন সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৯ শতাংশ। এবং এর অধিকাংশই হচ্ছে জুমের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত লোককে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তুলাই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই অপারেশন হোলডিং এর মধ্যে উৎপাদক চাষী যারা ছিল তাদের জমির উপর অধিকার, তাদের জমি চাষের উপর অধিকারকে আরো শক্ত করা। শেয়ার প্রপারটি যে আইন সে সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্টভাবে সংশোধনী করে এই সমস্ত জমিতে তাদের চাষের অধিকারকে আরো বেশী শক্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। এইভাবে আমরা বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করে তাদের বিগত ১০ বছরে যে এচিভমেন্ট এসেছিল যার ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের, ভূমিহীনদের তারা অল্প কিছু যে জমি পেয়েছিলেন সেই জমির মধ্যে তারা যে চাষের অধিকার পেয়েছিলেন সেই অধিকারকে ভিত্তি করে একটা নিউ ইকোনামী ওয়াজ জেনারেটিং। ঠিক সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল দশ বছরে।

স্যার, বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি—যেটা উপজাতিদের হাত থেকে অ-উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত হতো সেটা অনেক কমে গিয়েছিল। এবং সেই বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এবং জনগনের মধ্যে থেকেও সে উদ্যোগ সংঘটিত হয় বিভিন্ন জায়গাতে। ফলে যে একটা এচিভমেন্ট এসেছিল তারফলে উপজাতি কৃষকদের জমির উপর অধিকারকে আরো শক্তিশালী করেছিল

এখন এই সমস্ত এসেট্স্ যা ক্রিয়েটেড হয়েছিল—এই হোল্ডিং-এর উপর তাদের অধিকার নিয়ে তাদের দখল নিয়ে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট নিয়ে তাদের যে অধিকার এই জমির উপর সে এসেট্স্ থেকে যাতে ইকোনোমি জেনারেট করতে পারে তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দ্দিষ্টভাবে কর্মসূচী নিয়েছিলেন। মধ্যবর্তী যে সমস্ত সুদখোর মহাজন, যারা গ্রামাঞ্চলে সুদে টাকা খাটাত, তাদের কি করে বন্ধ করা যায় তার জন্য আমরা একটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলাম। এই নীতির ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে এই যে মহাজনদের সুদের ব্যবসা, সেটা অনেকটা সংকোচিত হয়ে গিয়েছিল। এবং বিভিন্ন কো-অপারেটিভ থেকে এবং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে তাদের ঋণ দিয়ে, এবং সরকারী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তাদের কাজের ব্যবস্থা, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। এইটা হচ্ছে অপারেশন হোলডিং এর যে ফিগার সেটা।

স্যার, আমি সংক্ষেপ করে ফেলছি। গত দু বছরে শাসক এবং শোষকেরা যারা গ্রামাঞ্চলে বসে আছেন, তারা গোপনে জমি হস্তান্তরিত করে যাচ্ছে। অসংখ্য গোপন জমি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। দখলের এইসব কখনই প্রকাশ্যে আসেনি। বে-আইনি জমির আইন সংগত উচ্ছেদ করার জন্য এই জোট সরকার এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করতে পারেন নাই। নিয়ন্ত্রিত ভাবে দখলদারদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারেও

এই সরকার ব্যর্থ। বরং ওদের সংগে বন্ধুত্ব করছে। স্যার, এই সম্পর্কে আমি এখানে দুই একটা তথ্য তুলে দিতে চাই।

সোনামুড়া মহকুমার তকছাপাড়াতে ইন্দ্রকুমার দেববর্মার ১১ কানি জমির মধ্যে ৬ কানি জমি হারু পাল, বিপিন পাল, সুনীল ঘোষ দখল করে নিয়েছে। সাগর দেববর্মা, উনার ৯ কানি জমি মনিন্দ্র পাল সহ আরও দুই একজন দখল করে নিয়েছেন। গত দুই বছরের মধ্যে। চারমন্তি দেববর্মা, ৪ কানি জমি সে হারিয়েছে। সরকারি আইনকে সরকারি অগ্রাহ্য করে গোপনে এগুলি করা হয়েছে।

স্যার, যাত্রাপুর থানার কাছে কালিখোল একটা গাঁওসভা। সেখানে হলধর ত্রিপুরার সাড়ে তিন কানি জমি গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও দুলাল ভৌমিক দখল করে নিয়েছে। ঠিক এইভাবে হস্তান্তরিত হচ্ছে। এগুলি কিছু টাকা প্রয়োজনে নিতে গিয়ে এই সব জায়গা সম্পূর্ণভাবে হাতছাড়া হয়েছে।

স্যার, ল্যাণ্ড পাশ বুক-এ এই সমস্ত ট্রেন্সফারকে এন্ট্রিতে আনতে হবে। স্যার, বিলোনিয়াতে এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে জোর দখল করা হচ্ছে। মনু, ছাওমনু, কাঞ্চনপুর এই সমস্ত অঞ্চলে এইগুলি করা হচ্ছে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। সব ট্রান্সফারকে এন্ট্রি করতে হবে।

কৃষকেরা প্রতি বছর এপ্রিল মাসে হেরাসমেন্ট হয়ে থাকেন। ইন দি মেইন টাইমও ট্রেন্সফার করা যেতে পারে। সমস্ত ট্রান্সফারকে এন্ট্রিতে আনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি তিন বছর পর পর করার জন্য একটা নিয়ম চালু করতে হবে। এবং সরকারী ভাবে যেন প্রতি তিন বছর পর-পর চেক-আপ করা হয়। ঠিক এই ভাবে এই আইনটাকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করা দরকার। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— এখন বেলা ১টা। বেলা ২টা পর্যন্ত এই সভা মুলতবী রইল।

AFTER RECESS
AT. 2.00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাস বুক (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯০, যেটা মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এই হাউসের সামনে এনেছেন, তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন, আমি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই ল্যাণ্ড পাস বুক আইন, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘ দিনের অবহেলিত বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত মানুষদের মুক্তির জন্য বামফ্রন্ট সরকার গ্রহন করেছিলেন, সেই কারনে এটা ছিল খুবই অভিনন্দনযোগ্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি কংগ্রেস, কি রাজন্য শাসন, কি সামন্ত শাসন, আমরা দেখেছি যে, তখনকার দিনে কৃষকদের জমির মালিকানা স্বত্ব পাওয়া কত কঠিন ছিল সেটা আজকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা তখন দেখেছি যে কৃষকেরা তহশীলে তাদের জমির যে খাজনা দিত,

তার একটা রসিদই ছিল, তাদের একমাত্র সম্বল, যার সুযোগ নিয়ে সেই গরীব কৃষকদের বড় কৃষকেরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতো। সেই ৩০ বছরের কংগ্রেসের আমলেও আমরা দেখেছি। সেই কংগ্রেস আমলেও যে জরীপ হয়েছে তাতেও আমরা দেখলাম যে, সেটেলমেন্ট দপ্তরে গিয়ে তাদের পূর্বকার রেকর্ড দেখাতে না পারার জন্য, জোতদারেরা তাদের জমির দখল করে নিতো এমন কি মামলা মকোদ্দমায় তারা কাগজ-পত্র না দেখাতে পারার জন্য তারা তাদের নিজেদের জমির থেকে উচ্ছেদ হত। তাই, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট যখন প্রথম সরকারে এলো, তখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জমির পূনর্জরীপের ব্যবস্থা গ্রহন করলো এবং এই জরীপের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য প্রথম জমির পাস বুক প্রথা চালু করা হল। কিন্তু এই প্রথা চালু করার ক্ষেত্রেও চক্রান্ত-কারীরা পিছনে লেগে রয়েছে সেই আগেকার দিনের মতোই। সত্যি সত্যি যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের জন্য এই জমির এই পাস বুক প্রথা চালু হয়ে যায়, তাহলে কৃষকেরা যে কোন সময়ে, যে কোন প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রেই হউক বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই হউক সেই জমির পাস বুক নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হতে পারবে।

পাশ বুকের মধ্যে খতিয়ান নং তার নক্সা, পরচা সমস্ত কিছু তার মধ্যে থাকবে এবং যেকোন সময় তার মীমাংসার জন্য কোর্টে আদালতে সেই পাসবুক নিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন। তারপর ব্যাংকের সুযোগ পেতে হলে সেই পাশ বুক ছিল তার গ্যারান্টি। এটা ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু, দুঃখের বিষয় সংশোধনী প্রস্তাবে সমরবাবু বলেছেন যে, এই প্রস্তাব ৮২ সালে পাশ হওয়ার পরও আমরা দীর্ঘদিন যাবত যেটা কেন্দ্রের অনুমোদন পাইনি যার ফলে এই কাজ বাস্তবায়িত করা হয়নি। আজকে এখানে স্যার, এটা খুবই অভিনন্দন যোগ্য যে, আজকে হয়ত সেখানে আবার এই বিলটাকে কার্য্যকরী করার জন্য একটা সংশোধনী আনছে। কিন্তু, এই সংশোধনীতে আমরা যে ফাঁকগুলি দেখেছি, বামফ্রন্ট যে লক্ষ্যে সেই পাশবুক করেছিলেন। আমরা দেখেছি সেই লক্ষ্যে এখানে যে বিল তাতে সম্পূর্ণ মানে সেই লক্ষ পূরন হচ্ছে না। এখানে সংশোধনী প্রস্তাবে ওনি উল্লেখ করেছেন যে জমির হোল্ডার সে হোল্ডারের মধ্যে কারা হবে, সেই বর্গাদার। একজন ফরলা সে পাশ বুকের মালিক হবে কিনা? সে হোল্ডার তো হোল্ডার সে বর্গাদার পাশ বুকের মালিক হবে কিনা? এইগুলি সম্পর্কে এই পাশবুক কি গ্যারেন্টি? তাছাড়া এখানে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ যেখানে আমরা লক্ষ্য করলাম প্রতি বছরই তাকে এটা র‍্যানুয়েল করতে হয়। এটা স্যার, আমরা দেখেছি, আমার মনে হয় কৃষকরা আর একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়ার আর একটা সুযোগ এই বিলের মধ্যে আনা হচ্ছে। এক বছর পরপর র‍্যানিও, এমন কি তাতে কৃষকরাও হয়রানী হবে —। আবার এখানে একটা দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন উঠবে, কিছু পাইয়ে দেবার প্রশ্ন উঠবে। এই সমস্ত কারচুপি করেই এই বিলটা এখানে করা হচ্ছে। কাজেই সংশোধনীতে সমর বাবু বলেছেন যে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর র‍্যানিও করা হউক এটা খুবই গ্রহণযোগ্য। আশাকরি সেই ভাবে মন্ত্রী মহোদয়গণ আবার সেটাকে এক বছর না করে সেটাকে তিন বছর পর যাতে র‍্যানিও আসে। সেই সংশোধনীটা নিশ্চয় গ্রহণ করবে। স্যার, পাঁচ বছর হয়ে গেছে একটা রেশন কার্ড র‍্যানিউ করা যায় না।

AFTER RECESS
AT 200. P.M.

প্রশাসনের যে অবস্থা, সরকারের যে অবস্থা, পাঁচ বছর হয়ে গেছে একটা রেশন কার্ড র‍্যানিও হয় না। এই পাশ বুক র‍্যানিও করা এটা আরো মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাড়াবে। কাজেই সেই হতে তিন বছর যাতে সেটাকে করা হয় তা সংশোধনী নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। আমরা এখানে আরো লক্ষ করেছি যে প্রস্তাব আনছেন কিন্তু আজকে আরো লক্ষ করছি কি স্যার, এখানে এই দুইবছর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিভাবে জমিন থেকে আবার কৃষকরা নতুন করে সে ট্রাইবেল হউক নন ট্রাইবেল হউক জমিন থেকে আবার নতুন করে উচ্ছেদ হচ্ছে। সেই সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সমর বাবু। আমাদের কাছে এইরকম বহু তথ্য আছে যারা বামফ্রন্টের আমলে বর্গা রেকর্ড করেছিলেন। আজকে সেই আশারামবাড়ী, খোয়াই বিভাগে, সেই সোনাতলাতে, সেই চড়লতা বাড়ীতে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই বর্গাদাররা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। কোর্টে গিয়েও তারা কেস করতে পারছেনা। আগে কোর্টে কিছুটা প্রভিশান ছিল, সেখানে গরীবদের আইনের সুযোগ, এবং সাহায্য করে দেওয়া হত, কিন্তু এখন সেটা পর্য্যন্ত পাচ্ছে না। কাজেই একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার, আগে এখানে যারা রক্ষক তারা ভক্ষক হয়ে বসে আছেন। এই বিল আনছে ঠিকই কিন্তু তারাতো ভক্ষক। আজকে রাজস্ব মন্ত্রী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে ওনি কি কি বানিয়েছেন। রাজস্বমন্ত্রী নিজের নামে বেনামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। আমরা পত্র পত্রিকায় সবসময় দেখছি রাজস্বমন্ত্রী নিজে লিচু বাগানে, এ বাগানে সে বাগানে, এই ল্যান্ড পাস বুকের সুযোগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, এই ও, এন, জি, সির সেই কমপ্লেক্স সেই এরিয়ার জায়গা নিয়া ঐ মন্ত্রী মহলেরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন।

এখনও সমীর বাবুর নামে নোটিশ আসছে। এই পাশ বুক চালু হলে গরীব মানুষের কি হবে? যে রক্ষক সেই ভক্ষক। এই বিলের নজির সারা ভারতবর্ষে আর আছে কি না জানিনা। এই রাজ্যের গরীব মানুষের, ক্ষেত মজুর এবং ভূমিহীনদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য এই বিলের সংশোধনী দুটো মাননীয় সদস্য সমর বাবু এনেছেন। উনার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীকালিদাস দত্ত।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলের উপর মাননীয় সদস্য সমর বাবু দুটো সংশোধনী এনেছেন। আমি উনাকে অনুরোধ করছি এই সংশোধনীগুলি তুলে নেওয়ার জন্য। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কমলপুরে তারা এই রকম একটা পরিকল্পনা চালু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যেহেতু এটা কার্য্যকর করার জন্য ওদের কোন প্রচেষ্টা ছিল এটা বাধ্যতামূলক ছিল না। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখলাম ত্রিপুরার জনজীবনের স্বার্থে এটার আমেন্ডমেন্ট করা দরকার তখন আমরা এটাকে এই বিলের মধ্যে দিয়ে বাধ্যতামূলক করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সংশোধনে বলা হয়েছে যে ট্রান্সপারের ব্যবস্থা রাখতে। জমির যে মালিক সেই মালিকের নামে

পাশ বুক থাকবে। কাজেই এই সংশোধনীর কোন মানে হয় না। আরেকটা সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক তিন বছর অন্তর রিনিউ করতে হবে। উনি একজন অভিজ্ঞ সদস্য, উনি জানেন জমির মালিকানা পরিবর্তিত হয়। পিতার মৃত্যু হলে তার সন্তানদের মধ্যে জমি ভাগ হয়। নূতন করে মিউটেশনের প্রশ্ন উঠে। কাজেই এই পাশ বুক তিন বছর করা হলে কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া ট্রাইবেল জমি যেগুলি রেস্টোরেশন করা হচ্ছে সেগুলিকেও আপটুডেট করতে হলে এক বছরই প্রয়োজন। আমরা আশা করছি এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যে এক যুগান্তরকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নত হয়ে থাকবে। এই পাশ বুকের মধ্যে জমির মালিকের সমস্ত রেকর্ড থাকবে। তাছাড়া একজন মালিক ব্যাংক থেকে দুই বার ঋণ নিতে পারবে না। তাতে ডুপলিকেশন থাকবে না। তাছাড়া কোন কৃষককে কত সার দেওয়া হয়েছে সমস্ত রেকর্ড সেখানে থাকবে।

কোন্ কৃষককে কতটুকু জমিতে কত সার দেওয়া হয়েছে কিংবা কতটুকু কীটনাশক ঔষধ দেওয়া হয়েছে সবই পাশ বুকে লেখা থাকবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মাখন বাবু বর্গা অপারেশন সহ নানা রকম বড় বড় কথা বলেছেন। আমি সে সম্পর্কে বলতে চাই' প্রান্তিক চাষীদের জমির মালিক করে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। পশ্চিমবাংলায় আমি তাদের চেহারা দেখেছি। আমরা দেখেছি, কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য সমর্থিত লোকদের জমিতে লাল পতাকা পুতে দিয়ে কি রকম অত্যাচার করা হয়েছে। তার ইতিহাস সবারই জানা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই, আমরা এরকম বহু অভিযোগ পেয়েছি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন এই পরিচয়ে বহু বড় বড় ভূস্বামী ব্যক্তিরা নিজেদের ল্যাণ্ডলেস পরিচয় দিয়ে জমি দখল করে বসে আছেন। এই পাশ বুকের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীনরা সুযোগ পাবে। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা অনেক সময় মেঠো বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, বে-নামী সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে। তাদের আমি স্মরন করিয়ে দিতে চাই, এই বিল যদি আজ পাশ হয়, তাহলে এই বে-নামী জমি উদ্ধার করা যাবে। সুতরাং আমি আশা করব, আমার বিরোধী বন্ধু সমর বাবু এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তা প্রত্যাহার করে নিয়ে এই আমেণ্ডমেন্টের পূর্ণ সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ল্যাণ্ড পাশ বুক সম্পর্কে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে এবং তার উপর মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর আঘাত হানে। বিশেষ করে ট্রাইবেল বিরোধী মনোভাব নিয়ে তাঁরা কাজ করতে থাকেন। এই জন্যই দেখা যায়, ট্রাইবেলদের নামে আজকে কোন রিজার্ভ এলাকা নেই। আমাদের দশরথ বাবু দিল্লীতে এব্যাপারে কত বার বলেছেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি। স্যার, শুধু মাত্র আগরতলাই নয়, সেই তেলিয়ামুড়া থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত যত জমি আছে সেখানে কারা আছে ? তারা কি বাংলাদেশী,

AFTER RECESS
AT 200. PM.

না পাকিস্তানী ? কোথাকার লোক তারা ?

তারপর আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় যে প্রশ্নটা এনেছেন ৮২ ইং সনে পুনর্বাসন দেবার জন্য, সেটা পাকিস্তানী না বাংলাদেশী সেটা বুঝা মুস্কিল। নিজেদের অধিকার লংঘন করে উনারা যে পুনর্বাসন পেয়েছেন সেটা নির্দিষ্ট করে বলেন নি। সুতরাং তাদের নাগরিকত্ব পাবার কোন প্রশ্নই আসে না। আমরা দেখেছি সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটর বেলায় এস, ডি, ও নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেবেন। তবে যতক্ষন পর্যন্ত না খাজনা পরিস্কার হচ্ছে ততক্ষন পর্যান্ত সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। প্রতিটি তহশীল অফিসে দেখছি এই অবস্থা চলছে। রেশন কার্ডের বেলায় আমরা দেখছি, রেশন কার্ড প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর রিনিউ করতে হবে। সবাই দরখাস্ত করছে। তাতে কি হবে, সবাই পাবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই এক বছরের জায়গায় যদি প্রতি তিন বছর করা হয় তাহলে ভাল হয়। তিন বছর পর পর করলে হয়তো সবাই পাস বুক পেয়ে যাবে। মাননীয় সদস্য মাখন বাবু যে কথা বলেছেন যে যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। বিশেষ করে সংসদ সদস্য কীরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মন এবং উনার সহধর্মিনী উনারা কি করছেন ? উনারা ল্যাণ্ড ট্রান্সফার করছেন। রাজবাড়ী বিক্রি করছেন আর কোটি কোটি টাকার মারার চেষ্টা করছেন। আজকে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে দেখেছি যারা নন ট্রাইবেল আছে, তারা এ.ডি.সি. এলাকার বাইরে গিয়ে জমি কিনছে। তারা পাকিস্তানী না বাংলাদেশী বুঝার কোন উপায় নেই। সেই দিক থেকে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার, সঙ্গে রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়া উনারা নিজেদের স্বার্থকে বেশী বড় করে দেখেছেন। ট্রাইবেলের স্বার্থ তারা দেখেছেন না। ট্রাইবেলদের জন্য তারা কোন চিন্তা করছেন না। কোটি কোটি টাকা তারা লুঠপাট করছেন। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, যে সমস্ত প্রটেকটেড ফরেষ্ট আছে, যেগুলিতে পুনর্বাসন দেবার জন্য বাম ফ্রন্টের আমলে ঠিক হয়েছিল, সেটাকে তারা আবার নিয়ে এসেছে। সেখানে আর কাউকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। শুধু ট্রাইবেল নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমার আশারাম বাড়ী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হিন্দুস্থানে কৈলাশহর, ধর্মনগর ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত মনিপুরীরা আছে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা। কে তাদের উস্কানি দিচ্ছে ? এই হলো অবস্থা। তারা কি পাকিস্থানের লোক না বাংলাদেশের সেটা এখনও চিহ্নিত করা হয় নি। তাই আমি বলছি যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক নয় তাদের পাশ বুক দেওয়া উচিত নয় এবং যারা এ.ডি সি এলাকায় আছে তাদেরও দেওয়া উচিত নয়। যদি দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন ট্রাইবেলদের সমস্ত জমি তাদের হাতে চলে গেছে বে-আইনী ভাবে। হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার জন্য এবং এটাকে কার্যকরী করার জন্য কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জে.এস সরকার যে বিল এনেছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষ যাতে এটার সুযোগ পায় এবং বিদেশী যারা আছে তারা যেন না পায় এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল রেভিনিউ মিনিষ্টার।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক এ্যাকট্, ১৯৮২-এর ৪ নং ধারার ১ নং ও ২ নং উপধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন—

(1)—To the Section 4 Sub-section (1) after the fourth line " ... setting out particulars the words "including transfers" be inserted before the rest of the sentence in the fifth line leading with the words "of land held by... "

Mr. Deputy Speaker Sir, "As soon as may be, after the commencement Tripura Land Pass Book (Amendment) Act, 1990 every land-holder shall be issued a land Pass Book both in the prescribed form and manner setting out particulars transfer."

কেন এই ট্রান্সফার ? আমরা তো ট্রান্সফারের কথা বলছি না।

উয়ি আর টকিং এবাউট 'পাট্টা পাশ বুক,' যেটা মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা বলেছিলেন। তাদের যে এত দরদ যেটা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছিলেন যে, উনি নাকি ট্রাইবেলদের জন্য কাঁদতে আছেন। সত্য কথা। সত্যি, আপনারা এই ট্রাইবেল দরদী হিসেবে কোথায় ছিলেন তখন। এই এসেম্বলীর মেম্বার হিসেবে আপনাদের জানা উচিত ছিল-এই পূর্ব ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমরা একটা ট্রাইবেল ষ্টেট হিসেবে পরিচিত। উয়ি আর রিকোগোনাইজড এ্যাজ ট্রাইবেল ষ্টেট।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনারা যদি দেখেন এই যে, ল্যাণ্ড রেকর্ডস্-উয়ি আর নট গেটিং ইন্ দ্যা নর্থ - ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্—কোথাও আমরা এটা পাচ্ছি না, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে পাচ্ছি অল্প কিছু। আর আসামে কিছুটা দেখেছি। কাজেই ত্রিপুরায় যে ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট করা হয়েছে সেটা আপনারা যদি অন্য ভাবে চিন্তা করেন তাহলে ঠিক হবে না। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু এই সম্পর্কে বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাবাবু জানেন—যে মহারাজা বীর বিক্রমের আমলে জমির উপর কোন রয়েলিটি ছিল না। তখন জায়গা প্রচুর ছিল। আজকে যে সমস্ত লোক পূর্ব পাকিস্তান হলে সেখান থেকে ভারতে শরনার্থী হিসেবে এসেছিলেন তখন আমাদের মহারাজা বীরবিক্রম তাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। এই ইতিহাস মুছে যাবে না। এই সত্য তথ্যকে আপনারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করবেন না, এই সত্যকে আপনারা সব সময় এড়িয়ে যাচ্ছেন। সত্য কিন্তু কোন দিন মুছে যাবে না। এটা চিরদিনই থাকবে। আপনার, আমার চেয়ার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

আজকে আপনারা বলেছেন যে, রানীজির অনেক জায়গা আছে। মহারাজার অনেক জায়গা আছে।

AFTER RECESS
AT 200. P.M.

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, স্বাধীন ত্রিপুরা হিসাবে যখন ভারত সরকারের সঙ্গে সন্ধি হয় তখন এই দেশ দেবার ফলে ভারত সরকার থেকে আমাদের কিছু জায়গা দেওয়া হয় -প্রিভি- পারসোন্যাল-প্রিভি-লেজের মধ্যে হোয়াইট পেপারে লিখা হয়েছে ভারতের সুবিধানের মধ্যে—সেখানে আমরা যদি টি,এ,আর এফ কে না মেনে চলতাম তখন এই ছিল না টিল ১৯৭১। তখন ত্রিপুরার যিনি মহারাজা ছিলেন আমার স্বামী তিনি মানুষের জন্য ১০৬৪ একর জায়গা এবং ফরেস্ট ওভার ৫০০ একরস্ অব্ ল্যাণ্ড দিয়েছিলেন ফর দ্যা ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেলস। আজকে সেই রেকর্ডস আমি পাই না। এইটা বামফ্রন্ট সরকার এসে গেলো সব ছিন্নভিন্ন করে দিলো। মিস্টার ডেপুটি স্পীকার স্যার, সে সব রেকর্ডস পত্র আমি কিছুই পাইনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরা মিথ্যে কথা বলছেন, এরা কোন দিনই ট্রাইবেল দরদী ছিলেন না। যদি থাকতেন তাহলে ট্রাইবেলদের সম্পত্তি নন-ট্রাইবেলদের কাছে ট্রেন্সফার কখনো হতে দিতেন না। কিন্তু আজকে এই যে, ৬টি এমেণ্ডমেণ্ট যেটা আমি এনেছি ত্রিপুরার বিধানে, যেটা এখন প্রেসিডেন্টের এসেন্টের জন্য আছে তাতে রয়েছে যারা ট্রাইবেলদের উপর দখলদারী করবে তাদের ১০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং ৬ মাস থেকে ৩ বছর পর্য্যন্ত জেলের ব্যবস্থা রয়েছে। সেটা আপনারা জানেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেকেণ্ড পার্টে আমি যেটা বলছি সমর বাবু যেটা এনেছেন সেটা হল, দেট্ ইজ দ্যা এন্ট্রি এন দ্যা পাস বুক উইল বি আপ ডেটেট্ এভরি ইয়ার। আমিও বলছি কেন বলছি? আজকে আমি মরে যেতে পারি, আমার ছেলের নামজারি করতে হবে।

আমাদের রেভিউনিউ ডিপার্টমেন্টের স্টাফ, তাঁরা কিসের জন্য? আজকে যারা সেই অফিসে আছেন, তাদের শুধু বসে থাকলেইতো চলবেনা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি, এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমিই একমাত্র মন্ত্রী, এখন প্রত্যেকটা অফিসে যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা সরকারে থাকাকালীন যেতেন কি? আমি জিজ্ঞাসা করছি যে সময় ত্রিপুরা লেণ্ড রিফরম এ্যাকট্ হল, সে সময় কত জায়গা ট্রাইবেলদের থেকে পেয়েছিল খাস হিসাবে? একটা হিসেবও আপনারা দিতে পারবেনা। আমিও এখানে জায়গা ভোগ করে থাকি। আমিও গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়াকে ট্যাক্স দিয়ে থাকি। আমার সব জিনিস ওপেন।

আপনারা এখানে মহাজনির কথা বলেছেন, এটা একটা সামাজিক সমস্যা। সেখানে শুধু ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলদের জন্য নয়। লেণ্ডিং অব্ মানি। মানি লেণ্ডারস্ আছে। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, সারা ভারতে আছে। মহাজনির কথা আজকে আপনারা বলছেন। আপনাদের সামনে আজকে পেশ করতে পারি। আপনারা যদি আদেশ দেন। নগরাই সরকার, যিনি তেলিয়ামুড়ার হাসপাতালে থাকেন, উনাকে নিয়ে আসব। সাম্ দেবনাথ আছেন, ঐ জায়গা দখল করে বসে আছেন। ৫০০ টাকা দিয়েছেন। আরও ১৭০০ টাকা বাকী আছে দেওয়ার জন্য। ও একটা সি, পি, এম-এর প্রধান। সব সময় ধমক দেয়, খুন করে ফেলবে। বয়স্ক লোক। ওকে আমি ২৩ বছর ধরে চিনি।

আর মাখন বাবুর কথা, উনি একজন ব্রাহ্মন। ব্রাহ্মন সবসময় ক্ষত্রিয়ের কাছে পূজনীয়। তিনি জজমানী করে ট্রাইবেলদের কাছ থেকে উনার অধিকার উনি নিয়েছেন। ধর্মের প্রচারের নামে কার্য্য সিদ্ধি করেছেন।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী এখানে আমার নামে যা বললেন তা উনাকে প্রমাণ করতে হবে। না হলে উনি উনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন। এইভাবে এইসব বলা চলে না। উনাকে সেটা প্রমাণ দেখাতে হবে কোথাও রেকর্ড দেখাতে পারবেন কিনা? উনিতো রেভিনিউ মিনিস্টার, রেকর্ডের মিনিস্টার।

মহারানী বিভূকুমারী দেবী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, উনারই জানা দরকার যে, রেকর্ডে জজমানীর কথা উল্লেখ থাকেনা। আপনি হিন্দু কিনা?

মিঃ স্পীকার :— জুনের দাঙ্গায় আগেও নন ট্রাইবেলদের জায়গা চলে গিয়েছিল। এখন ট্রাইবেলদের জন্য জায়গা দিতে চাইলে ওরা যেতে চান না। ওরা বলে, যদি আমরা সেখানে আবার ফিরে যাই তাহলে আমাদের পেটানো হবে, কোর্টের কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই ওরা আর সেখানে যেতে পারছেন না ভয়ে। আপনাদের সময় আমি পেশ করতে পারি, খিলাতলী এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ট্রাইবেলরা দাবী করে, পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওরা যেতে পারবেন না। আপনাদের কু-কর্মের জন্য। আপনি কি বাংলাও বুঝেননা ইংরেজীও বুঝেন না।

মিঃ স্পীকার স্যার, বাদল বাবু খুব মুডে আছেন। এখন বলুন যা আপনার ইচ্ছা আছে বলুন। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনারা এটা জানেন, এই যে সমর বাবু বলেছেন।

Land means land use for agriculture of purposes of all purposes sub- surbiant to agriculture and which is assets by the government to land revenue, land tax, but not being land apartment to residential building.

আপনার মত ট্রাইবেলরা নষ্ট করেছে দেশকে। আপনার মতন কুসন্তান ত্রিপুরায় বেশী কথা বলবেন না। আপনারা মিথ্যা কথা বলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, ল্যাণ্ড মিনস আমরা দেখেছি আগরতলা টাউনে খাস জায়গা যত আছে আজকেও, ৫০ বছর ধরে আছে। কেন হবে ত্রিপুরাতে। ১৯৩৯ইং এ ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল। স্বাধীন হিসাবে এই জায়গাগুলি যে ছিল। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকেও দেখা যাচ্ছে অনেক পুরানো লোক জায়গার পাট্টা পাচ্ছে না। অনেক জায়গা আজকেও খাস রয়ে গেছে। সেই রকমের যে প্রবলেম আজকে আমরা ল্যাণ্ডে পেশ করছি। সেই রকমের প্রবলেম আজকে আমরা যে রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিং এর ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটিতে, নোটিফায়েড এরিয়াতে সেটা বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করেনি। ল্যাণ্ড হোল্ডার হিসাবে ল্যাণ্ড ক্লেম করে। ল্যাণ্ডের মালিক কে? যে ল্যাণ্ডের মালিক সেটা ও হয়েছে। ল্যাণ্ডের যার কাছে পাট্টা আছে, দোজ হো হেভি ল্যাণ্ড এণ্ড, মিঃ স্পীকার স্যার, [illegible] ঠিক কথা বলছেন না। এমন ভাবে তাদের কাছে।

AFTER RECEES
AT 2. P.M.

মি: স্পীকার :— প্লিস সিট ডাউন অনারবল মিনিষ্টার।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) : স্যার, ওনি একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী, এইখানে যেভাবে তিনি বক্তব্য রাখছেন ন্যূনতম চেতনা সম্পন্ন মানুষ এইগুলি সমর্থন করতে পারে না। ওনার ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনাবলী বলতে আসসেন নং ওয়ান। নং তুই হচ্ছে সুসন্তান কুসন্তান বলার সার্টিফাই করার অধিকার ওনাকে কে দিল ? এটা একস্‌পোজ না করা পর্যন্ত ওনার বক্তব্য চলতে পারে না। এটা একস্‌পাঞ্জ করতেই হবে।

মহারানী বিভূকুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার, স্যার, ওরা কি আমার বক্তব্য রাখতে দেবেনা ?

শ্রী বিমল সিনহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, উনি একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী, উনি যেভাবে বক্তব্য রাখছেন, ন্যূনতম চেতনা সম্পন্ন মানুষ সেটা মেনে নিতে পারেনা। আমি জানি না, উনি কি উনার ব্যক্তিগত পারিবারিক কিছু বক্তব্য রাখতে চান কিনা। দ্বিতীয়তঃ উনি যে সুসন্তান এবং কুসন্তানের সার্টিফিকেট দিলেন, সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার উনাকে কে দিল। আমি সেটা জানতে চাই ? কাজেই, উনার এসব কথা এ্যাক্সপাঞ্জড না করলে, আমরা এই হাউসে উনাকে কোন বক্তব্য রাখতে দেবনা। কারন, উনি যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি আনপার্লামেন্টারী এ্যাণ্ড মোস্ট ইরিগুলার।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, উনিতো কাউকে উদ্দেশ্য করে সেপসিফিক কিছু বলেন নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার, কুসন্তান কথাটাতো উনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার জন্য বলেন নি, কাজেই এই শব্দটা কখনও আনপালামেন্টারী হতে পারেনা।

শ্রী বিমল সিনহা :— উনার এভাবে পার্টিকুলারাইজড করে বলাটা যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, একটু আগে বিরোধী দলের উপনেতা দশরথ বাবু মন্ত্রী দ্রাউ বাবুকে বলেছেন, "উনি নাকি ট্রাইবেল নন, উনি মূর্খ।" তাঁর একথাটা যদি আনপার্লামেন্টারী না হয়, তাহলে একথাটা কেন আনপার্লামেন্টারী হবে ?

শ্রী বিমল সিনহা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এই হাউসের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

মি: স্পীকার :— আমি, রুলিং দিচ্ছি যে প্রসিডিঙ্গসে যদি কারো নাম উল্লেখ থাকে, তাহলে প্রসিডিঙ্গস থেকে সেটা বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কারো নাম উল্লেখ না থাকে, তাহলে দ্যট উইল রিমেন এ্যাজ ইট ইজ।

All subsequent transfers will be entered under Section 6 of the Principal Act which provides that the pass-book shall have to be produced before the Sub-Registrar and when the pass book is produced before the Sub Registrar automatically that will prove whether the man is tribal or non-tribal. Because of this, we have got the provision of the transfer of tribal land to non-tribal. When any one produced before the Sub-Registrar it is automatic that tribal

land cannot go to the non-tribal. The present bill is only an amendment and it should be read along with the principal act and without going through the principal act the present amendment is brought. So, why should they talked about the transfer of main act. the main act itself provided everything inside and it is inbelt system which is there. How, if it is for the benefit of the people, the pass-book is sought to be up-dated every year.

Samarbabu wanted three years we do not want three years has I Said year-limer that the Suposed that thire is an new entrance of a family then Autumaticaly the man will go to the Sub-Registar to entire nows name. She this can not be said haracement. It is as per the new of the person at fact. এটা ছয় মাস করা উচিত ছিল বরংচ অ্যাজ অ্যাণ্ড ওমেন নেসেসারি। ইজ ইট নট নেসেসারি টু ইনকরেকট কারেকট পজিশন ইন দি পাস বুক ? ভাবুক হয়ে কথা বলা ঠিক নয়। শুনুন যেখানে ট্রাইবেল জায়গাকে আপনারা প্রোটেকট করতে চাইছেন সেটা আমরাও চাইছি। কমলপুর এটা সাকসেসফুল হল না মিঃ স্পীকার স্যার। বিকজ নো বডি ওয়ানটেড ইট। দশ বছর আগে যেটা জবর দখল হয়েছে, আজকেও হচ্ছে, হচ্ছেনা বলছিনা। তবে এটা কে লিগেলাইজ যাতে আমরা না করতে পারি সেই জন্য পার্টটা পাস বুক খুব জরুরী হয়ে গেছে। আমি এটা বলছি যে, যখন ট্রেনসফার অব ল্যাণ্ড হচ্ছে বা জবর দখল হচ্ছে সেখানে একটা ছবি থাকা উচিত। এটা থাকবে যার জায়গা আছে তার কাছে এবং আরেকটা থাকবে সেটেলমেন্ট অফিসে। বোথ অপোজিশন এবং মাই সেলফ উইল ওয়েল কাম ইওর সাজেশন। আপনারা আপনাদের সাজেশন দেন। আপনারা চান গরীবের দুঃখ কষ্ট শেষ করার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, উনি এখানে কাস্টমারী লো এর কথা বলছেন। এই যে প্রশ্ন উঠে, আপনাদেরকে আমি আগেও ব'লছিলাম যে নর্থ ইয়েস্টার্ণ স্টাটের যেখানে যাম তারা সবাই বলছে যে, আমাদের ট্রাইবেল সোসাইটি হিসাবে এটার দরকার নেই। সেখানে মনডলী কিংবা ভিলেজ কাউনসিল ওরা দেখবে সেইজন্য এই রকম ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকটের দরকার নেই। আপনারা দোষ বলুন আর যাহাই বলুন। কাজেই উই কেন নট ইনক্লুড থ্রি ইয়ার্স উইচ ইজ রেকুয়েসটেড বাই ইউ। সমরবাবু Hon'rible Member Samarbabu is also welfare of the Trible of Tripura. We may Join Hour hand to gather we may Pass the bill. Because it is welfare of the People of this State. Thank you.

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমি একটা কথা বলতে চাই, আমার অ্যামেণ্ডমেন্টের পক্ষে। আমার রাইট আছে। মাননীয় দুই জন মন্ত্রীর কথা শুনেছি, দুই জনই ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী। এটা ভোটের আগে একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে আমি অনুরোধ করছি। এই আইনটা একটা

AFTER RECESS
AT. 2.00 P.M.

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, এটা ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকট নয়, ল্যাণ্ড পাস বুক। নির্দিষ্ট ভাবে এই আইনে সাব সেকশন ২(এ) এটাতে উল্লেখ হয়েছে। এটা স্পেসিফিকেলি ডিফাইন করছে।

মি: স্পীকার ঃ— স্যার, এখানে যে ভাবে ব্যাখ্যা এসেছে দু'জন মন্ত্রীর কাছ থেকে তাতে আমি বলতে পারি, "land holders" means the person to whom the land belongs and includes a lessee, a mortgage with possession, an under-raiyat or a bargeader. আজকে আমাদের মূল আইনকে যদি সংশোধন করতেই হয়, তাহলে তার ডেফিনেশানকে অব্যাহত রেখেই করতে হবে। ডেফিনেশান থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মূল আইনের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, ৩ বছরের যে নির্দিষ্ট ভাবে সময় সীমা ঠিক করে দিতে অনুরোধ রাখছি। সরকারী ভাবে তদন্ত করে চেক-আপ করতে হবে, যাতে আপ-ডেটিং ঠিক থাকে। রুলস্ মানতে হবে।

মি: স্পিকার :— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়ার এ ব্যাপারে আর কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker, Sir, at the moment I have nothing more to say. But in case of any suggestion from any corner I am ready to be open minded and to welcome the suggestion.

শ্রী সমর চৌধুরী :— সরকার কি ভাল ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই এটা এনেছেন? নাকি পাশ করিয়ে নিলে হবে এই মনোভাব নিয়ে এনেছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— স্যার, একটি রেশন কার্ড রিনিউ করতেও এক বছর লেগে যায়। কাজেই প্রত্যেক বছর এন্ট্রি করতে গেলে গ্রামের গরীব লোকগুলো হেরাসমেণ্ট হবে।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, অনারেবল মেম্বারদের চিন্তা আছে বলেই আমি বলছি, আমরা সব দিক দেখেই এনেছি। এতে গরীব লোকদের হেরাসমেণ্টের প্রশ্ন নেই। তবে আপনাদের কোন সাজেশান থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— আমার সাবমিশান হচ্ছে, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া এখানে বলেছেন, সব দিক দেখা হয় নি, কাজেই এখন পাশ করানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

Maharani Bibhu kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I did not say so, you could not follow what I wanted to say, but you tried to misinter preat.

মিঃ স্পীকার :— ডিসকাশন ইজ ওভার। যিনি এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন উনাকে বলার সুযোগ দিয়েছি। আর বলা যাবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে, মূল আইন থেকে সরে যাচ্ছেন এটা এডমিটেড।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনার বলার আর স্কোপ নেই। আমি ভোটে নিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটাকে সিলেকট কমিটিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য প্রস্তাব করছি।

মি: স্পীকার : না, তার আর দরকার নেই। আমি এখন বিলটি ভোটে দিচ্ছি।

সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,

দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং-২ অব ১৯৯০) বিবেচনা করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী : পয়েন্ট অব অর্ডার, আমার একটা মোশান মুভ করা হয়েছে। সেটা ভোটে দিলেন না। এটা ভোট হল না।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হচ্ছে। বিল পাশ করা হয় নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আজকে সমর বাবুর মাথা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমার ঠিকই আছে। আপনাদের ঠিক আছে কিনা সেটাই দেখুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা কনসিডারেশন অব মোশান। বিল পাশের জন্য এখনও ভোট নেওয়া হয় নি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো—

i) To the Section 4 Sub-section (1) after the fourth line " setting out particulars the words "including transfers" be inserted before the rest of the sentence in the fifth line leading with the words "of land hold by .."

ii) To the Section 4 of Sub-section (2) instead of the words "every year" the words "every three years" be inserted and delete the words "every year" at the end of the para.

সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্ভুক্ত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সেগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো- 'বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক'।

বিলের শিরোনামাটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি আলোচ্য সংশোধনী বিলের সহিত সংযুক্ত 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক

AFTER RECESS
AT 200. P.M.

এ্যাকট, ১৯৮২' -এর ৪নং ধারার ১নং ও ২নং উপধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। মূল উপধারাগুলি হলো

4. (1) As soon as may be, after the commencement of the Tripura Land Pass Book (Amendment) Act, 1990 every land-holder shall be issued a Land Pass Book in the prescribed form and manner setting out particulars of land held by him and the status of such person.

(2) The entries in the pass book shall be updated every year. For the purpose the land holder shall produce the Land Pass Book before the issuing authorty in the month of April every year.

উক্ত উপধারা দুটি আলোচ্য সংশোধনী বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

উক্ত উপধারা দুটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গন্য করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,—"The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Maharani Bibhu kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990)." be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Land Pass Book (Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990)." পাশ করা হউক। আলোচ্য বিলটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Indian Forest (Tripura 3rd Amendmeut) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 9 of 1990)". এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Drao Kumar Reang (Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to move before the House is that 'The Indian Forest (Tripura 3rd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 9 of 1990)" be taken into Consideration and also that the Bill be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন বিলের উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন

আমার কাছে নামের তালিকা দেবেন। ট্রেজারী ব্যাঞ্চ ৩৫ মিনিট এবং অপজিশান ২৫ মিনিট। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা থার্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং—৯ অব ১৯৯০) আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে, এই বিলটি আনা হয়েছে ত্রিপুরা রাজের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কারন এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে অন্যায় অথবা অবৈধ ভাবে যদি ত্রিপুরার বনজ সম্পদ কেউ নষ্ট করে তাহলে বিগত দিনে ফরেষ্টার এবং রেনজারদের ৫০ টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে জায়গায় এখন ৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের যে ক্ষমতা এটা দেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হয়তো ভাবতে পারেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য খুব ভাল প্রচেষ্ট নিয়েছেন। কিন্তু তারা যেভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার কয়েকটা উদাহরন আমি দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, জোট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ২৫ মাসের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে শাসক দল বিশেষ করে কং (ই) দলের একটা অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের মূল্যবান বনজ সম্পদ নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়েছে।

আমরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তারমধ্যে সরদেরর নাগিছড়ায় লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান বনজ সম্পদ ধংস করা হয়েছে। জম্পই হিলের কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। তারপর উত্তর ত্রিপুরার জুরি, ফরেস্ট এরিয়া, দামছড়া ফরেস্ট এরিয়া, সেন্ট্রাল ক্যাচমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট এরিয়া, লংতরাই ফরেস্ট এরিয়া, আঠাড় মুড়া ফরেস্ট এরিয়াতে মূল্যবান বনজ সম্পদ নস্ট করছে। কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ এই শাসক দলের কিছু লোকেরা আত্মসাৎ করছে। এই শাসক দলের একজন মন্ত্রী রয়েছেন কাঞ্চনপুর থেকে। সেই কাঞ্চনপুরে উনার বন্ধু অনিল পালের একটি কেবিনেট রয়েছে। এই মন্ত্রী মহোদয় সেখানে গেলে এই অনিল পাল উনার সঙ্গে দেখা করে তার মন-প্রান ঢেলে দেয় এই মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য। এই অনিল পালের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠের দুনীর্তির খবর রয়েছে। এ. ভাবে তারা ত্রিপুরার ফরেস্টের মূল্যবান কাঠ আত্মসাৎ করছে।

তারপর মাননীয় সমাজ কল্যান দপ্তরের মাননীয়া রাষ্ট্র মন্ত্রী, উনার এক ভগ্নীপতি নিরঞ্জন সুত্রধরের একটা বিরাট কেবিনেট রয়েছে কাঞ্চনপুর বাজারে। সেই কেবিনেটের মাধ্যমে সে ত্রিপুরার ফরেস্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার করছে। এবং কাঞ্চনপুর বাজারের উত্তর পাশে তার আরেকটা কেবিনেট রয়েছে। সেখানে তের জন লোক কাজ করছে। এবং এই মাননীয়া মন্ত্রীর স্বামী উনার জন্যতো ত্রিপুরার সমস্ত গেইটগুলি খোলা রয়েছে-সেই চুড়াইবাড়ি গেইট খোলা রয়েছে। এই সমস্ত দরজা দিয়ে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ ত্রিপুরা থেকে বাইরে আসামে চলে যাচ্ছে। এই সেই দিন তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আর আজকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, গাড়ীর মালিক। এই ধর্মনগর শহরে। অস্বীকার করতে পারেন না মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া। যেখানে আমরা সারা জীবন

AFTER RECEES
AT 2.00 P.M.

কাজ করে সারা ত্রিপুরায় পাথর ভেঙ্গে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলেছি, আমরা যেখানে কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারিনি, সেখানে উনারা এত লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। আজকে সেই শাসক দলের লোকেদের ধর্মনগরে, করিমগঞ্জে, শিলচরে তাদের কেবিনেট রয়েছে – সে সব কেবিনেটের মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ ত্রিপুরার ফরেস্ট এরিয়া থেকে সেখানে পাচার করে দিচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার সব দরজাই তাদের জন্য খোলা, চুড়াইবাড়ী গেইট, বাগবাসা গেইট সবই তাদের জন্য খোলা রয়েছে।

কাজেই এইটা কোন একটা দলের স্বার্থে হচ্ছে না, কোন কংগ্রেসী বন্ধুর জন্য এটা করা হচ্ছে না, মুষ্টিমেয় কিছু কংগ্রেসীদের জন্য এইটা করা হচ্ছে, আজকে সমস্ত ত্রিপুরার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে তারা এইভাবে ত্রিপুরার ফরেষ্ট থেকে কোটি কোটি টাকার কাঠ পাচার করছে। আমি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ত্রিপুরার বনজ সম্পদকে গোপনে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে, গোপনে করাত দিয়ে গাছ কেটে সেই গাছের থেকে তক্তা বের করছে এবং সেই তক্তা দিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করে বাইরে পাচার করছে। এইভাবে ত্রিপুরার মূল্যবান বনজ সম্পদকে ওরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি বলব যারা এই শাসক গোষ্ঠীর ফরেষ্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার তাদের বদলী করা হয়েছে। এই বদলী বড় কথা নয়, সরকারী কর্মচারী হিসেবে তাদের বদলী করা হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি এই ধর্মনগরে যিনি রেঞ্জার হয়েছেন তিনি আজকে কত লক্ষ টাকার মালিক। এইভাবে কাঞ্চনপুর থেকে শুরু করে ত্রিপুরার প্রতিটি এলাকায় মূল্যবান বনজ সম্পদ ওরা ধ্বংস করছে। এটা বন্ধ করতে হলে শুধু আইন তৈরী করেই হবে না, আন্তরিকতা থাকতে হবে। কাজেই আমি এই বিলের বিরোধিতা করে কিছু বলতে চাই না, বিলটা ভাল। কিন্তু জনসাধারনের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত আইন ছিল সেগুলি আপনারা কতটুকু কার্য্যকারিতা দেখাতে পেরেছেন? আর এই সব আইনের সঙ্গে যদি আন্তরিকতা না থাকে তাহলে কোন কাজ হবে না। এই ব্যাপারে আমি শাসক দলের কাছে দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে, এই বিল সম্পর্কে আমরা যখন আলোচনা করব তার আগে আন্তরিকতার ভাব থাকতে হবে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নস্ট হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তার অস্তিত্ব থাকবে কিনা। এভাবে চললে আইন পাশ করেও তা রক্ষা করা যাবে বলে আমার মনে হয় না।

এই কথা ভেবে দেখার জন্য আমি সকলের দৃষ্টি-আকর্ষন করছি। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা মহোদয়া আপনি আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করার জন্য চেষ্টা করবেন।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে সেই বিলটা খুবই জরুরী। সমগ্র পৃথিবীতে আজকে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে কি যাবে না। দিল্লীর কোনার্ট প্লেইসে কিছুদিন আগে আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, "মিনিটে ২০ হেক্টর বন ধ্বংস হচ্ছে।" এই ধরনের একটা

পোস্টার দেখতে পেয়েছি। এটা যত ভাবা যায় ততই চমকে যেতে হয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা পরিস্থিতি চলছে সেটাও একটা ভয়াবহ পূর্বাভাস। বহু বছর ধরে ইথিয়পিয়াতে দুর্ভিক্ষ চলছে। সেখানে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছেন এতে। এর কারন একমাত্র সেখানে বন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেও এই অনিবার্য ফল আসতে শুরু করেছে। আজকে নদীগুলিতে সামান্য বৃষ্টির ফলেই বন্যা হয়ে যায়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খড়া বন্যা এই সবের মূল কারন হচ্ছে রিফরেস্টেশান। আজকে এখানে যে বিলটি আনা হচ্ছে তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই? এই ব্যাপারে একটা উদাহরন দিচ্ছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি স'মিল আছে, এখন কি ফরেষ্ট দপ্তর দেখাতে পারবেন যে পারডে কত কিউবিক মিটার কনজামশান হয়? সেগুলি চেক্ করার কোন সিস্টেম আছে কিনা বা চেক্ করা হয়েছে কিনা? সাবরুমে লুথয়াছা বাগানে বিরাট ফরেস্ট এলাকা ছিল। একবার আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার দেখতে পেয়েছি, কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জন সাহা নামে জনৈক ব্যক্তি, কংগ্রেসের সেটা বড় কথা নয়। গাছ পাচার হচ্ছে সেটাই বড় কথা। বন শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটাই আজকে বড় কথা। আজকে তাদের বিরুদ্ধে একটা কেইসও দেখাতে পারবেন? আজকে মনু ফরেষ্ট শেষ। আজকের কাগজে দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত "গণদূত" পত্রিকায়, শ্রীনগরের কাছে অভয়ারন্য শেষ। গর্জন সাল, সেগুন সবই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার কথা নয়। পত্র-পত্রিকায় আজকে এটা লেখা হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে কন্ট্রোল করার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। খোয়াইয়ের রাস্তা দিয়ে আসার পথে একবার আমি দেখতে পেলাম যে, সেখানে গাছ কাটা হচ্ছে। তখন সেখানে আমি একজন ফরেস্টারকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এখানে ২৪ ঘন্টাই গাছে কাটা হয়ে থাকে। কে তাদেরকে ধরতে যাবে? ওরা যে সবাই শাসকগোষ্ঠীর লোক। সেখানে আমি কয়েকটি নাম পেয়েছিলাম :— বাবুল বিশ্বাস, নিপু বিশ্বাস, সমর মজুমদার সহ আরও বেশ কয়েকটি নাম। তবে আমি তাদেরকে চিনি না। পরে জানতে পারলাম যে, তারা নাকি কংগ্রেসের বিরাট-বিরাট নেতা। আমারাম বাড়ী বেলছড়া, পদ্মবিল ইত্যাদি এলাকা থেকে গাছ পাচার করার সময় আসাম রাইফেলের হাতে ধরা পড়ে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যাদেরকে ধরা হলো, তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে গেলেন কংগ্রেসের নেতারা। কমলপুরের বিলাসছড়াতে আমার বাড়ীর পাশে যে একটি বিট অফিস ছিল ফরেস্টের। বিরাট শাল বাগান ছিল সেখানে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেখান থেকে বিট অফিসটাই তুলে দেওয়া হয়েছে।

এখন হরদম পাচার হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে এপারে দুইশ তিনশ শ্রমিক আসছে কাঠ কাটছে আর নিয়ে যাচ্ছে. কেউ ধরে না মালিক নেই। কি করবেন বিট অফিসটি তুলে দিয়েছেন। যেমন ছেচরাই সে একই অবস্থা বাইরে থেকে গাড়ী আসছে যেমন করিমগঞ্জ, বদরপুর শিলচর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে। সেগুলি নিয়ে চলে যায়। জিজ্ঞাস করলে বলে অ্যাকসন করা মাল হ্যাঁ ফরেস্ট থেকে মাঝে মধ্যে অকসন হয়। দেখা যাচ্ছে অকসানে দশটি গাছ আছে অথচ নিয়ে যাচ্ছে অনেক গাছ, আর যেটা ধরা পরে সেটা অকসানের গাছ আর যেটা ধরা পড়ে না সেটা তো যায়ই। এই ভাবে প্রতিদিন চলছে গাছ কাটা।

AFTER RECESS
AT. 2.00 P.M.

এই অবস্থার মধ্যে আজকে যেখানে একটি গাছও নতুন লাগানো হয় নি । উপরন্তু এই গাছ শেষ করার যজ্ঞটাকে দ্রুততর করা হচ্ছে । কিছুদিন আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী ওনার কাছে আমরা একটা ডেপুটেশান দিলাম । আমিও ছিলাম সেই ডেপুটেশানে । গঙ্গানগর এলাকার চৌদ্দটি গাঁওসভা, যেমন পর্বপাড়া, গন্যমুনি, সিদ্ধাপাড়া, কুলাইআর, জগন্নাথপুর, তেতোয়া এই সমস্ত চৌদ্দটা গাঁওসভায় সরকার একটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন জুম না করার জন্য । (দ্রাউ বাবুর উদ্দেশ্যে বলেন), যে আপনি নিজে ইচ্ছা করে বললে তো চলবে না । আপনার ঘরের কর্মকর্তারা তাই বলছেন । আপনি নিজেও একজন জুমিয়া, তারপর আপনি টি, জি, পি গ্রুপের একজন সদস্য । আপনি এই অর্ডারটা দিলেন কি ভাবে ? আজকে সেখানে জুম করা বন্ধ । তারপর সরকারের গত কমিটিতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের ডিভিশন কমিটিতে । যারা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে আছেন তাদের টি পাট্টা দেওয়ার কথা ছিল । জুমিয়াদের টি পাট্টা দেওয়া হবে, এটা বামফ্রন্ট আমলে সিদ্ধান্ত । বামফ্রন্টের আমলে সিদ্ধান্ত সেটা বড় কথা নয়, কথা হচ্ছে জুমিয়ারা সেখানে টি পাট্টা পাবে গাছ গাছড়া রোপন করে তার উপর ভোগ করার অধিকার পাবে— । হঠাৎ দেখা গেল রাজীব বাবু অর্ডার দিলেন বন্ধ কর কিন্তু অর্ডারটা এসে পৌঁচেছে কি পৌছায়নি । কিন্তু তার আগে দ্রাউবাবু দেখা গেল আরো বেশী তৎপর হলেন । অথচ ওনি নিজে একজন জুমিয়া একটু চিন্তা করলেন না । সেখানে প্রায় দুই হাজার নয়শ তেত্রিশ পরিবার জুমিয়া জুমের উপর নির্ভর করেন । আজকে জুম করা বন্ধ । কত অনুরোধ করলাম, অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু আজকেও সেই জুম বন্ধ চলছে । এই অবস্থার মধ্যে আজকে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে । অন্যদিকে সরকারী মদতে সরকারী বন শেষ করা হচ্ছে ।

শ্রীবিমল সিনহা :— বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী মতিলাল সাহা যখন বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন, তখন এই বন শেষ করার কথায় এই সভাতেই একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, বিশ্রামগঞ্জের কাছে কোথায় নাকি একটা রাবার বাগানের গাছ কেটে সেটাকে বল খেলার মাঠ তৈরী করা হয়েছে । আমার এখনও তার সেকথা পরিস্কার মনে আছে । আমি, তার সেই কথা বাইরে প্রকাশ না করলেও মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছি । কিন্তু আজকে দেখছি, ওরা এই ব্যাপারে নীরব । ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটা বড় কথা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটা বড় কথা নয় । আজকে দ্রাউ বাবু চুক্তি করতে যাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়া গভর্ণমেন্টের সাথে যাতে সেই দেশ থেকে কাঠ আনা যায়, নিজের রাজ্যের কাঠ শেষ হলে আর ইন্দোনেশিয়া থেকে নাকি কাঠ আনা হবে, খুব সুন্দর কথা । তাই, আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, যে এই ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট ভায়লেশানের জন্য কয়টা কেইস হয়েছে, কয়জন স-মিলের মালিকের বিরুদ্ধে কেইস করা হয়েছে ? কিন্তু আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে, সেটা তো মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য । আমরা এটাকে যতই সমর্থন করি না কেন, সেটা কখনও কার্যকরী করা হবে না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে আমি বলতে পারি । এই যে একটা ক্রিমিনেল সিন্ডিকেট, এই সিন্ডিকেট মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করার

জন্য এই রাজ্যে ইকোলজিক্যাল কণ্ডিশান যদি রক্ষা না করা যায়, তাহলে জীব জন্তু, পোকা মাকড় সব শেষ হয়ে যাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে আর মানুষও থাকবে না এবং শীঘ্রই এই রাজ্যে একটা ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে, তারই ইঙ্গিত এর মধ্যে বহন করছে। কাজেই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার জন্য এক্ষুনি গাছ কাটা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আজকে টি.ইউ.জে.এস থেকে দাবী উঠছে, এমন কি কংগ্রেস থেকেও দাবী উঠছে যে ড্রাউ বাবু আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না। আমি জানি না, এর পিছনে কি মধুচক্র আছে, বা কি স্বার্থ কাজ করছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে এই বিলের মধ্যে যত ভাল কথাই থাকুক না কেন, এটার আসল উদ্দেশ্য হল বাইরের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, মানুষকে বিভ্রান্ত করা। নির্বিচারে যে ভাবে গাছ কাটা হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই ত্রিপুরাকে একটা শ্মশান ভূমিতে পরিণত করা হবে, তাই এসব কারনেই আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরতন লাল ঘোষ।

শ্রীরতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্টের উপর এখানে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, আমি সেটাকে সম্পূর্ন সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেই সব বক্তব্যের কিছু কিছু অংশকেও আমি সমর্থন করছি। কিন্তু অবৈধভাবে যারা গাছ কাটে অথবা পাচার করে, তাদের ইতিহাস যদি একটু আগে থেকে টানা যায়, তাহলে আমরা বিরোধী বেঞ্চে যারা বসে আছেন, তাদের চেহারাতে কিছুটা কালি লাগবে। আমরা এটা জানি। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিমান বনজ সম্পদ দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন ত্রিপুরা রাজ্য ছিল শ্যামল এবং সম্পদে পরিপুর্ন। কিন্তু ১৯৭৮ সালের পর থেকে আমরা দেখলাম যে, বামফ্রন্টের জঙ্গি রাজ যখন এই রাজ্যে কায়েম হল, এটা দুর্ভাগ্য যে আমাকে বলতে হচ্ছে, সেই দিন থেকে, স্যার, আমি বেশী দূর যাব না। এই নিয়ে বেশী কথা বলবো না। সেই নাগিছড়া থেকে শুরু করে তোলাকোনা মধুপছড়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ৮/১০ বছর বয় যে শাল গাছের চারাগুলি ছিল, সেগুলি তাদের কমরেডরা রাতারাতি পরিস্কার করে দিলেন। সেই সময়ে আমরা ছিলাম দর্শকের ভূমিকায়। আমি, এখানে ছোট ছোট দুই একটি কথা বলছি, তাতে আপনারা রাগ করবেন না। সেই সময়ে আপনারা যে কালি এবং কলঙ্কের এর বীজ রোপন করে গিয়েছিলেন, সেদিন জঙ্গলে যে গাছ রোপন করা যেত, সেখানে আপনারা নিজেদের হাতে কলঙ্কের বীজ রোপন করে গিয়েছেন। আপনাদের আমলে যারা স্মাগলিং করতো, চোরাকারবারী কাজ করতো, তারা ট্রেনিং পেয়েছিল আপনাদেরই ইনস্টিটিউশানে, শুধু মুষ্টিমেয় কিছু যুবককে কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য। আর সেদিন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেস্টকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। আজকে, এই বিলের মধ্যে জরিমানার হার যেটা বাড়ানো হয়েছে, সেটাকে আমরা সমর্থন করি। আমরা সমর্থন করলেও আপনারা যে কথাটা বলছেন যে কয়টা কেইস হয়েছে, এটা বাস্তব সত্য

AFTER RECEES
AT 2.00 P.M.

যে কোন কেইস হয় নি, কেইস হবে কি করে? কাদের বিরুদ্ধে কেইস হবে, তাদের বাবা যে আপনারা নিজেরাই, এই সরকারেরই কর্মচারী চিত্ত ঘোষের মত লোকেরা যখন এর সংগে জড়িত থাকে, তখন যে কোন ব্যবস্থা নিলেই সোরগোল উঠবে । আমরা ভারত দেখেছি যে, আপনাদের বামফ্রন্টের আমলে পুণর্বাসনের নামে যেখানে ফরেস্টের খাস ল্যাণ্ড ছিল, যেখানে সেই সময়ে ঐ ফরেস্টের মধ্যে বনজ সম্পদ তৈরী হয়েছিল, সেগুলিকে কেটে পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে । মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই রকম কয়েকটি উদাহরণ আমার কাছে রয়েছে, যেমন বাইজল বাড়ী থেকে শুরু করে রামচন্দ্র ঘাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার সম্পদ তৈরী করেছিল । সেই সম্পদ একটার পর একটা চাপ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল । স্যার, গত ১০ বছরে নতুন করে কোন প্লেন্টেশন এই রাজ্যে করা হয়নি বরং আগে যেসব জায়গায় প্লেন্টেশন করা হয়েছিল, সেগুলিকে খুন করা হয়েছে । তাই, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব যে বনকে রক্ষা করতে হলে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন, এরজন্য তত্বের কথা বলে কোন লাভ নাই, অথবা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকারকে দোষারূপ করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না । সুতরাং এই যে বিল এটাকে আমরা যেমন সমর্থন করছি, তেমনি আপনারাও সমর্থন করুন, কারণ এই রাজ্যের পরিবেশকে সুন্দর রাখতে হবে । ত্রিপুরা রাজ্যের যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যার মানুষ যাতে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বসবাস করতে পারে, সেই জন্যই আমাদের উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবে । একথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করেছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় ।

শ্রী রসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— মিঃ ডিপুটী স্পীকার স্যার, ইনডিয়ান ফরেষ্ট ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৯০ যে বিল এখানে উৎথাপন করা হয়েছে এটাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি । মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী বেনচের মাননীয় সদস্য বিমল বাবু এবং সুবোধ বাবু বক্তব্য রেখেছেন । ঠিকই ফরেস্ট ধ্বংস হয়ে গেছে । ত্রিপুরার ফরেস্টের একটা গৌরব ছিল । ত্রিপুরা সুজলা সুফলা ছিল । সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে । ১৯৭৮ সাল থেকে ফরেস্ট ধ্বংস হতে শুরু হয়েছে । এর পূর্বে একটা পাতাও নড়তে পারে নি কিন্তু ১৯৭৮ সালের বামফ্রণ্টের আমল থেকে এটা ধ্বংস হতে শুরু করেছিল । বাম সরকার জনগণের শত্রু, দেশের শত্রু, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেস্টকে ধ্বংস করেছে তাদের ক্যাডার বাহিনীকে দিয়ে । লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি যেটা কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিল সেই সম্পদ তারা বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছে । তাদের আমলে বাংলাদেশের বর্ডারে কাঠের মিল গজিয়ে উঠেছিল । ওদের আমলে আমরা দেখেছি ওরা মিছিল বাহির করতো কালোবাজারী ধ্বংস হউক ইত্যাদি বলে আর রাত্রে দেখা যায় গরুর গাড়ী দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করছে । এখন তাদের দুঃখ যে বিল এসেছে । এর বিরোধীতা করতে হবে । আমি এই হাউসে বলেছিলাম যে এখন উনি এখানে নেই বামফ্রন্টের সেই মুখ্যমন্ত্রী, বলেছিলাম আপনার মন্ত্রীর বাড়ীতে, কাঠ চিড়াইয়ের স্যাক

করে রাখা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ আপনারা অস্বীকার করেছিলেন, আমি চেলেঞ্জ করে বলেছিলাম যে আপনাদের আর ট্রেজারী বেনচে থাকা চলবে না। থাকতে পারবেন না। আজকে বুঝুন আপনাদের কথা সত্য না আমার কথা সত্য।

শুনে নিন আপনাদের চুরি কথা। আমার কথা শুনে নিন। চুরি করেছেন আপনারা। সাধারন মানুষের কোন দোষ ছিল না। যেখানে মন্ত্রী ছিলেন চোর, সদস্য ছিলেন চোর, সেখানে সাধারন মানুষের কথা বলে লাভ নেই। আপনাদের আমলের বন মন্ত্রী বলেছিলেন, 'অফিসার পাঠিয়ে দেখা হবে।" এ সম্পর্কে বিধানসভায় কত কথা বলা হয়েছে। পত্র পত্রিকায় কত খবর উঠেছে। আমরা যেমন দেখেছি, আপনারাও ঠিক তেমনি দেখেছেন। স্যার, এরা দেশের শত্রু। এরা কোন দিন দেশের মিত্র হতে পারে না। আজ কেন চিৎকার করছেন। আজ আমাদের এই জোট সরকার যখন গতিশীল কাজের পদক্ষেপ নিয়েছেন, যখন ফরেস্টকে, সব ত চুরি হয়ে গেছে।) সবুজায়ন শিশুকে রক্ষা করার জন্য, লালন পালন করার জন্য চেষ্টা করছেন আগামী ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে, তখন আপনারা অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। স্যার, আগে কাঠের ফুট ছিল ৩০ টাকা এখন হয়েছে ১৫০ টাকা। আগে জরিমানা ছিল ৫০ টাকা। এখন হয়েছে হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা। বাংলাদেশে কাঠ পাচার যদি একবার ধরা পড়তে পারে, তাহলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। রেহাই পাবেন না। আপনারা ভাবছেন, জোট সরকার চোখ বন্ধ করে বসে আছে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, খবরের কাগজে পড়েছেন, কালোবাজারী যদি কংগ্রেস হয়, তাহলেও সে রেহাই পায় না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ ভালবাসে। তারা আজকে খুনীদের চিনে নিতে পেরেছে এই জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এখানে এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শাসক দলের বেঞ্চ থেকে যে ভাবে লম্প ঝম্প করা হচ্ছে তা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেছে। এখানে বইতে আছে, ১০০ টাকা জরিমানার কথা। সেখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হচ্ছে হাজার টাকার কথা। এতে আমার শম্বুকের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর জন্য উঁাকে কি পুরস্কার দেবেন। জোট সরকারের বয়স মাত্র আজকে ২ বছর। এখনও হামা হাটি পা পা করে চলছে। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে গাছের বয়স কত ?

স্যার, এখন পর্যান্ত যতটুকু বন দেখা যায়, সে বনের বয়স কত ? সে বনের বয়স ১০-১২ বছরের বেশী। সুতরাং এই জোট রাজত্বে তৈরী হয় নি। এর আগেও কিছু নেচারাল ফরেষ্ট ছিল এবং কিছু প্ল্যান ফরেষ্ট আছে। এটা না বুঝার কিছু নেই। স্যার, উঁনা বলছেন যে বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরার সব বন কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চ্যালেঞ্জ করছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাঠের ব্যবসায়ী যারা আছেন, চোরা কারবারী যারা করেন তাদের লিষ্ট সাবমিট করুন। দেখুন তার মধ্যে

AFTER RECEES
AT 2.00 P.M.

কতজন সি.পি.আই (এম) এর লোক আর কতজন কংগ্রেস (আই) এর লোক আছে। ওই দিকেই বেশী হবে। ওদের যদি সাহস থাকে ওরা লিষ্ট সাবমিট করুন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০ পার্সেন্ট ফরেষ্ট ছিল-রিজার্ভড ফরেষ্ট, প্রটেকটেড ফরেষ্ট। কিন্তু আজকে পজিশানটা কি ? পজিশানটা ৩৬ পার্সেন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। আর গত দুই বছরে জোট রাজত্বে সেটা ২০ পার্সেন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা শুধু ত্রিপুরাবাসীরাই নয়, ত্রিপুরা সরকার পর্য্যন্ত চিন্তিত হচ্ছেন যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। মানেকা গান্ধী ওদেরই লোক ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত আজকে চিন্তিত। ত্রিপুরা রাজ্যে বনের পরিস্থিতি দেখবার জন্য আজকে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ শেখর রেড্ডি, চীফ কনজারবেশান অব ফরেষ্ট উনি আসছেন। উনি রিপোর্ট দেবেন। ঐ রিপোর্টে, চেহারাগুলি বুঝা যাবে। আমরা সেই জন্যই অপেক্ষা করে আছি। ত্রিপুরার মানুষ তখন বুঝবেন পরিস্থিতিটা কি। বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এই জোট সরকারের আমলের পার্থক্য কি ? আজকে সরকারের উপর তলা থেকে নীচের তলা পর্য্যন্ত দুর্নীতি গ্রস্থ। যারা সাবমেরিন কেলেংকারী করে, বফোর্স কেলেংকারী করে তারা তো দুর্নীতিগ্রস্থ হবেই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বন সম্পর্কে যে কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, স্কুল-কলেজের মাধ্যমে যে রাস্তার পাশে গাছ লাগিয়ে সেটাতে খুঁটা লাগিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর গাছ টিকে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এ দেখে তাজ্জব বনে যান যে এ কোন জায়গা, ভারতবর্ষের কোথাও তো দেখা যায় না। বন মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের জন্য মানুষকে বুঝানো গেছে বামফ্রন্টের আমলে। সাধারন মানুষের মনে তখন বন সম্পর্কে একটা ধারনা সৃষ্টি হয়েছে। আর আজকে ত্রিপুরার বনজ সম্পদ লুঠতরাজ হচ্ছে। এই জোট সরকারে এসে প্রশাসনের সমস্ত তলাতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। আজকে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট না কিনলে, ইন্দিরা বিকাশ পত্র না কিনলে বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার। মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলেছেন যে, এই সরকারের আমলে বাই বার্থ সার্টিফিকেট নিতে গেলে ১০০ টাকা করে দিতে হয়। এটা আমি আপনার মাধ্যমে এটা কোন জায়গাতে, কারা এটা করেছেন এটার প্রমাণ এখানে যেন দাখিল করা হয়। আর যদি না দাখিল করেন তাহলে যেন প্রসিডিংস্ থেকে বাতিল করা হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার :— আমি বিধানভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, উদয়পুরের এস.ডি ও সেখানে বসে এই নিয়ম করেছেন যে, ১০০ টাকার ন্যাশনাল সার্টিফিকেট বা ইন্দিরা বিকাশ পত্র ছাড়া বাই বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, প্রমান দাখিল করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার :— এই হচ্ছে স্যার, রাজ্যের অবস্থা। তাই এটা দিয়ে কি হবে, এটাকে ছিঁড়ে

ফেলে দিলে হয় (সেই সময় মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার "দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা থার্ড এমেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৯০" ছিঁড়ে ফেলে দেন)। এটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে কিছু হয় না, এটার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু যায় আসে না, এটা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীকেশব মজুমদার :— বনের প্রতি যদি আপনাদের সামান্যতম দরদ থাকে, ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদকে যদি আপনারা রক্ষা করতে চান এবং বন্য পশু থেকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বাঁচাতে চান তাহলে আপনাদের যে লোক আছে ওনাদের শিক্ষা দিন অন্তত বনের প্রতি কি ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে, বনকে কি ভাবে রক্ষা করতে হবে

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন উনি বলুন এই দুই বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে বনের জন্য কি উন্নতি করা হয়েছে ? নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সামনে ফরেষ্ট ছিল, তুলাবাড়ীতে ফরেষ্ট রিজার্ভ ছিল এবং কাকড়াবনে ফরেষ্ট রিজার্ভ ছিল কিন্তু বর্তমানে এইগুলির অবস্থা কি হয়েছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সমস্ত বন পরিস্কার করে ফেলছেন। বনের প্রতি যদি আপনাদের দরদ সৃষ্টি হয় তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব ব্যবস্থা ছিল সেইসব ব্যবস্থাগুলি চালু করে মানুষকে বন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং বনের প্রতি ভালবাসা শেখান। কারন যারা চোরাকারবারী করে তাদের বিরুদ্ধে কেইস দায়ের করুন এবং তাদের শায়েস্তা করুন। যদি তারা সি.পি.এমের লোক হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং যদি তারা কংগ্রেস দলের হয় তাদেরও পার পেতে দেবেন না। এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী দেববর্মা।

কক-বরক

শ্রী তরনী দেববর্মা (টাকার জলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি এই সভাঅ যে, বলংম তৌয়াই যে, কক্ আংখা আর অত্যান্ত দুঃখনি কক্। আর চাং যেমন Forest নি বলং সানামনানি বাগীই কক্ সাঅ, আর চাং সাইচাং তংনানি বাগীইয়া। আর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৪ লক্ষ বরগনি বাগীই। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সমস্ত পশুপক্ষি তাই কীট পতঙ্গনি বাগীই ব' বলং। আবনি বাগীই বলং রক্ষা খীলাই-নানি দরকার। কিন্তু চাং নুগ' বাস্তবে যখন বরগনি বুমুং সাজা যে, অততাই ফনা, অমতাই ফনা. ইবলংনি বুফাং সাফ খীলায় ভানীয় পাইরখা। সেই রাজ্যনি মন্ত্রী, M.L.A রগ হইহুলা খীলাই আনন্দ খীলাইঅ। খুশী নাংনানি কক্ন। স্যার, চিনি টাকারজলা Constituancy নি উদয়পুর হইতে থেলাখুস্ত, বিশ্রামগঞ্জ আবনি কাচার একেবারে বলং কতরমা আর দু বৎসরান বাসিংগ শেস তাংগীই থাংখা। ভাবুক বুফাং ফাংচা ফান' কীরীই। আর চাংসতন সাঅয় মান' যে, বলংনি পশুপক্ষী তামবাই মাচাং বলং বাই মাচাংগ। বুমা তামবাই মাচাং বুমাবাই মাচাংগ। তা জাগাঅ বুফাংনি অভাব। বুফাং কীরীইখা।

AFTER RECESS
AT 2.00 P.M.

বুফাং শেষ খীলাই রীখা। বলংনি মান্দার বলংনি মীথায়া তাই তমসা-রগ বর' ওংনাই তাবুক ? একেবারে হাঅ। মুীথারা-রগ ব'জাগা তং হীনখে বুফাং সাকাঅ তংগ। তাবুক বুফাং কীরীইমি ফলে হা-রগ' মা তংগ। আপনে সভ যদি বিশ্বাস খীলাইয়া হীনখে হিমদি নুীগানু খেলাকুব কীচার, উদয়পুর কীচার, সমস্ত জাগানি মুীথারা-রগ বলংনি বুফাংনি অভাব হাঅসে বসবাস খীলাই তংগ। আপনি সভ থাংকাই নুংগনাই। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনি একই অবস্থা। অ জাগানি বুফাং বিয়াং থাংখা হীনখে এই ট্রেজারী ব্রেঞ্চনি মন্ত্রী, M.L.A. রগ যতন খুশী আংনাই। জম্পুই জলানি বাবুল সাহা সাল কীথাং কীথাং গাড়ীকে গাড়ী ভর্তি কাঠ পাচার খীলাই তংগ।

আপনি সভ যদি ওথ্য খীলাইনানি হীনখে হিমদি তাবুকন বরগনি গোপন আস্তানা তংগ, অজাগাঅ কাঠ ভর্তি খীলাই তনিঅ। একদিন রেঞ্জার সাহেব জম্পুইজলা' ফাইঅয় বরগন রমনানি চেষ্টা খীলাইখা। আংরেঞ্জার সাহেবন সাকা' নিনি বিসকাংগ কাঠ ভর্তি খীলাই গাড়ী তীলাং থাংখা। নীং নীগই তাম রমসা হীনয়ং সাংমানিলে, রেঞ্জার সাঅ আং তাম খীলাই নাই আং নিরুপায়। তাবুক যদি আং রমখা হীনখে আমি চাকরী থাংনাই। এই রকম অবস্থা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য চলি আই তংগ'। ৫০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা খীলাই তাম' আংনাই। এই ব্যাপারে আনি সন্দেহ তংগ। বড়মুড়ানি নারায়ন পাড়া বীথাগ, Forest বাগান তংগ। বিরাট বিরাট বুফাং বাগান আংগীই তংবাইখা। অজাগা তাম, খীলাই চীং সাঅয় মান'। কংগ্রেসনি প্রথম সারিনি নেতা' বুমং তাম' হীনবা তপন দাস। এই তপন দাস বিনি দলনি বরগ-রগন রীঅয় ঐসব বাগাননি বুফাং রা-অয় তংগ। হর বুফাং রাঅয় ফাংগ থাংগীই রেঞ্জারন খবর রীঅ যে, অমতীই জাগাঅ, অমতীই বলংগ, অমতীই হাতাঅ অসীক বুফাং রাজাগ' তংগ। আব নামদা মান ? রেঞ্জারবাবু থাংখাইন ঐ সমস্ত বুফাং অকশন খীলাই পাইঅয় নীঅ। অমতীই খীলাই সমস্ত বাগাননি বুফাং শেষ খীলাইনানি পথ রমই ওংখা। এইভাবে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যমি বুফাং শেষ। গাবর্দি হইতে জম্পুইজলা, জম্পুইজলা হইতে চম্পামুড়া পর্যন্ত সমস্ত বুফাং শেষ। আপনি সভ যদি বিশ্বাস খীলাইয়া হীনখে হীমদি আনি লগে'। চীম খীলাই Inquary খীলাইদি। অমতীই খীলাই কোটি কোটি টাকা রাং সীনাম আই তংবাইখা। নরগ কোন কামনিয়া। বুমুং খীজাগখা হীনখে উৎসাহ মানয় তংগ। নিশ্চয় কমিশন মানয় তংবাইত নরগ'। বুমু' কমিশন মান আব নরগাসে সাঅয় মান'। বাগবন্টন নিশ্চয় তংগ। বুমু আংনাই আর আপনি সভন সাঅয় মাননাই। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যনি অমতীই অবস্থা আীথাই ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৪ লক্ষ বংগ রগনি তাই পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ রগ হামা বন্ধ আংগীই থীইসীনাই। ৫০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত যে জরিমানা খীলাইনানি আব বরগনি কেডার রগনি সুযোগ সুবিধা খীলাই রীমানিসে। আব আং পরিষ্কার খীলাই নামানি নামা হীনয় মনে খীলাইঅ। গণ্ডাছড়া এলাকাঅ অভয়ারন্য খীলাইনানি বাগীই যে, ১৪টা গ্রাম পঞ্চায়েতেন বলং তাননানি একেবারে বন্ধ খীলাই রীখা। অজাগাঅ ২ হাজারনি ওপর তংগ পরিবার। কিন্তু বিনি ব্যবস্থা তাম খীলাইখা ? বরগনি যে, বলং তাননানি বন্ধ খীলাইখা, ওগ' তাংনানি বন্ধ খীলাইখা, বিনি ব্যবস্থা

তাম' খীলাইখা নীং ? তাম' খীলাইখা ? ভাবুক যে ট্রেজারী বেঞ্চনি মন্ত্রী, M.L.A. রগ উপজাতি অংশনি বরগ রগনি বাগীই তাম' খীলাইখা। বখরগ তৌসাই তংগ, লাচিনা কিসা কান' রীংয়া। লাচিনা কীসা সীরংদি। সার্বিক ত্রিপুরা রাজ্যনি পাহাড়ী বাঙ্গালী সমস্ত অংশনি বরগ-রগনি কাহাম খীলাইনানি বাগীই অর ফাইখা। কিন্তু তাম' আংগীই চপ খীলাই তং ? কাজেই যে সমস্ত বিল তীবীই অর ফাইমানি আব সন্দেহ তংগ। আ বিল, তীবা সীই বরগ ত্রিপুরা রাজ্যনি সার্বিক উন্নতি তাই বলং জাগান ঠিক খীলাই মানয়া। কাজেই এই সমস্ত বিল আংখা শুধুমাত্র নিজেনি বরগ-রগানি বাগীই। সে সমস্ত মিল মালিক হীনদি, তাই যে সমস্ত বুমুং সাজাগখা বরগনি বাগীইসে। বরগন সীনাভ তাই কতর খীলাইনানি বাগীই এই বিল। এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যনি ট্রাইবেলনি বাগীইয়া। ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৪ লক্ষ বরগ তাই জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ রগ' হামা বন্ধ আংগীই থাইনাই। কাজেই অ বিল সন্দেহ তংগ। ই কক্ সামন আং আনি কক্ পাইরীখা। ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীতরণী দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভাতে যে Forest নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আজকে যেমন আমরা Forest Deptt. কে রক্ষা করার কথা বলছি, সেটা শুধু আমাদের জন্য নয়। সমস্ত ২৪ লক্ষ ত্রিপুরা বাসীর কথা বলছি। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত পশুপক্ষী আছে, যা কীটপতঙ্গ আছে, এদের কথাও বলছি। তাই সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে "বন সংরক্ষন" করা একান্ত দরকার। কিন্তু আমরা যখন বলি যে, এই নামে, অমুক জায়গার মানুষ সমস্ত বন, জঙ্গল থেকে গাছ কেঁটে পরিস্কার করে নিয়েছে। আর এই রাজ্যের মন্ত্রী, M. L. A. রা আনন্দে হৈ হট্টগোল করেন ট্রেজারী বেঞ্চে বসে। আমাদের টাকারজলা Constitution এর উদয়পুর হইতে খেলাথুম, বিশ্রামগঞ্জ এই জায়গায় বিরাট এরিয়া নিয়ে বন জঙ্গল ছিল, অথচ এই ২ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন একটা গাছ পর্যন্ত্য নেই। এটা আমরা সবাই জানি। বনের পশুপক্ষী শোভা পায় বনে। শিশু শোভা পায় মাতৃক্রোড়ে। আর এ জায়গায় গাছের অভাব। বন বলতে নেই। সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। বনের চলই, বনের বানর, বনমুরগ এখন কোথায় থাকবে ? বন নেই, যাবফলে মাটিতে বসবাস করতে হয়। বানর সাধারনত গাছে থাকে। আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তবে চলুন খেলাকুন্ড, উদয়পুর এই সমস্ত জায়গায় বনের বানরেরা গাছের অভাবে মাটিতে বসবাস করে। যদি যান তবে দেখতে পারবেন। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের একই অবস্থা। এই সমস্ত জায়গার গাছ গুলো কোথায় গেলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তবে ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী, M. L.-A. রা খুশী হবেন। জম্পুইজলার বাবুল সাহা একেবারে দিনের বেলায় গাড়ী ভর্তি করে কাঠ পাচার করেন। আপনারা যদি দেখতে চান, তবে চলুন আমার সঙ্গে। এদের একটা গোপন আস্তানা আছে ঐ জায়গায় কাঠ ভর্তি করে রাখা হয়। একদিন রেঞ্জার সাহেব এসে জম্পুইজলাতে এসে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমি রেঞ্জার সাহেবকে বলেছি, আপনার সামনে গাড়ী ভর্তি করে কাঠ নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের ধরলেন না কেন ? রেঞ্জার সাহেব বললেন আমি নিরূপায়। এদের যদি আমি ধরে রাখি

AFTER RECESS
AT 2.00 P.M.

তবে আমার চাকুরী যাবে। এই রকম অবস্থা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে। ৫০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করে কি হবে। এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। বড়মুড়ার নারায়ন পাড়ার সঙ্গেই Forest বাগান আছে। ঐ বাগানে বিরাট বিরাট গাছ ছিল। এখানে কি করা হয় আমাদের জানা আছে। কংগ্রেস নেতা তপন দাস তার কিছু ঘনিষ্ঠ লোক জন নিয়ে ঐ বাগানের গাছ সংগ্রহ করে। রাত্রের বেলা বাগানে গাছ কাঁটা হয় আর সকালবেলা রেঞ্জার সাহেবকে খবর দেওয়া হয় যে, আপনার বাগানের ঐ জায়গায় গাছ কেঁটে ফেলা হয়েছে। এর সঙ্গে কোথায় কোন জায়গায় বা গাছের সংখ্যা পর্য্যন্ত বলে দেন। পরে যখন রেঞ্জার যান তখন ঐ সমস্ত গাছ অকশন করে কিনে নেওয়া হয় নগন্য দাম ধরে। এইভাবে সমস্ত বন শেষ করার পথ করা হচ্ছে। গাবর্দি থেকে জম্পুইজলা, জম্পুইজলা হইতে চম্পামুড়া পর্য্যন্ত সমস্ত গাছ কেঁটে শেষ করা হয়েছে। আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তবে আমার সঙ্গে চলুন। নতুবা টীম করে Inquary করুন। এভাবে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আপনারা কোন কাজের লোক নন। এদের কথা যদি বলি আপনারা আনন্দে ফেটে পড়েন। তবে আপনারা নিশ্চয় কমিশন পান এ কথা সত্য। কত পান এটা আপনারাই ভাল করে জানেন।

ভাগ বটন নিশ্চয় আছে। কত পান এটা আপনারাই ভাল জানেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের এমন অবস্থা হলে পরে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের আর পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার অবস্থা হবে। ৫০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত যে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এটা এদের একমাত্র কেডারদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। এটা আমি মনে করি, কেডারদের জন্য পথ পরিস্কার করে দেওয়া। গণ্ডাছড়া এলাকাতে অভয়ারন্য করার জন্য যে, ১৪টা গ্রাম পঞ্চায়েতকে জঙ্গল কাটার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ২ হাজার পরিবারের মত বসবাস করে। এদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? এদের জঙ্গল কাঁটার বা জুম কাঁটার জন্য যে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু এদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? কি করেছেন? এখানে যে ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী, M.L.A. রা আছেন উনারা Tribal দের জন্য কি করেছেন। মাথা তুলে বসে আছেন, একটু লজ্জা থাকা দরকার। সার্বিক ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীও সমস্ত অংশের মানুষের উন্নতির জন্য এখানে এসেছেন। কিন্তু কেন চুপ করে বসে আছেন। কাজেই যে বিল এখানে আনা হয়েছে, এটা সন্দেহ জনক। এই বিলের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নতি করা সম্ভব নয়। এছাড়া বন সংরক্ষন করা সম্ভব নয়। এতসব বিল হচ্ছে, শুধুমাত্র নিজেদের জন্য। যে সমস্ত বিলের মালিক, বা যে নামগুলি এখানে বলা হয়েছে এদেরকে কোটি কোটি টাকার মালিক করার জন্য পথ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিল Tribal দের জন্য নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ ও কীট পতঙ্গ, জীবজন্তু দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার অবস্থা। কাজেই এটা সন্দেহ জনক। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, দ্যা ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট, থার্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল

১৯৯০ইং। আমাদের জোট সরকারের তরফ থেকে এখানে পেশ করা হয়েছে। সেটাকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদকে রক্ষা করার প্রয়োজনের কথা আজকে বলা হয়েছে। এটার প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। এখানে বিরোধী বন্ধুরা যারা এখানে আছেন উনারা যদি আমাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করেন তাহলে এই বিলটা একটা কার্য্যকর ভূমিকা গ্রহন করবে বলেই আমরা ধারণা। সবচেয়ে ভাবতে অবাক লাগছে যে, একজন সিনিয়র সদস্য, যিনি আবার একজন শিক্ষকও। আমরা জানি শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতীর মেরুদণ্ড। আজ এখানে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয় যা বললেন তাতে আমরা যারা এই সভাতে নতুন, আমরা উনার কাছে থেকে কি শিখতে পারব? সেটাই আমরা ভাবছি। আমরা জানিনা স্কুলেও এই জাতীয় শিক্ষা উনি ছাত্র ছাত্রীদের দেন কিনা। বিরোধিতা করবেন, সেটা করতেই পারেন। আমাদের সরকারের যদি সমালোচনা করার থাকে সেটা নিশ্চয়ই করবেন। তবে এই জাতীয় ব্যবহার একজন সিনিয়র সদস্যের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি না। এখানে যারা সিনিয়র আছেন, আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখার আছে। আমরা ভুল করতে পারি। আপনারা সেটা নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবেন। দীর্ঘদিন ধরে উনি এই হাউসে আছেন, উনি কি শিক্ষা দিয়েছেন বা এখন দেবেন সেটাই ভাবছি।

এখানে বিরোধী বন্ধুরা বলেছেন যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। আমি মনে করি হ্যাঁ, কিছু কিছু হতে পারে, সেটা অস্বীকার করি না। কিন্তু ১০ টি বৎসরে যা হয়েছে তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। আমাদের মন্ত্রী-বিধায়করা সবাই মিলে চেষ্টা করছেন কিভাবে এই বনজ সম্পদকে রক্ষা করা যায়। আপনারাই বলুন কি করে এই বনজ সম্পদকে রক্ষা করা যাবে। বিগত ১০ বৎসরে কি হয়েছিল? আমি বিশেষ করে এখানে চড়িলাম রিজার্ভ ফরেস্টের কথাই বলছি। এখানে একজন সদস্য উপস্থিত আছেন আমার শিক্ষক মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার। ওনি নিশ্চয় কেশব মজুমদারের মত অসত্য তথ্য পরিবেশন করবেন না। তিনিও বিশালগড় ব্লক এলাকা থেকে নির্বাচিত। কংগ্রেস আমলে একজন রেঞ্জারকে অবৈধ কাজের সাথে যোগাযোগ থাকার ফলে সরকার সাসপেণ্ড করেছিলেন যার নাম জীবন চক্রবর্তী। কিন্তু ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাকে পুনরায় কাজে বহাল করা হলো। করতে পারেন করেছেন। কিন্তু ওনাকে সেই চড়িলাম রিজার্ভ ফরেস্টের রেঞ্জার রূপে কাজ করবার দায়িত্ব দেওয়া হল, এই সেই জীবন চক্রবর্তীকে চড়িলাম রিজার্ভ ফরেস্টের ধংসের মূলে যদি কোন একজন দায়ী থাকেন তাহলে তিনি হলেন সেই জীবন চক্রবর্তী মহাশয়। অস্বীকার করুন, একজন সদস্য আছেন আমার শিক্ষক আমি জানি তিনি অসত্য কথা বলেন না। তিনি অস্বীকার করুক। জঙ্গল কেটে কেটে সেখানে কলোনী বানানো হয়েছে। সি, পি, এমের দল করার জন্য বিভিন্ন লোককে রিজার্ভ ফরেস্টের জায়গার মধ্যে বলা হয়েছে তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন তোমরা দখল করে নিয়ে যাও। এই জাতীয় মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন। আপনারা বলুন দশ

AFTER RECESS
AT. 2.00 P.M.

বছরের সেই মানসিকতা আমরা দুই বছরে কিভাবে বন্ধ করব –। এখনো চলেছে বল খেলার মাঠেহেয়েছিল, আমরা বলেছিলাম বিগত যখন আমরা অপজিশনে ছিলাম তখন আমরা এই হাউসে বলেছি, আমরা এখনো চেষ্টা করছি। আপনারা বলুন তো বিগত একটি মাসে আমি চড়িলাম রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে কমপক্ষে এক হাজার ফুট কাঠ আমি ধরিয়ে দিয়েছি। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। আমরা সব সময় চেষ্টা করি ধরার জন্য, সেই কংগ্রেস হউক, টি, ইউ, জি, এস হউক, সি, পি, এম হউক যে কোন দলের সমর্থক হউক যারা গাছ কাটিবে তাদেরকে আমরা কোন দিন রেহাই দেব না। তারজন্য আপনারা যদি যে যেই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আপনারা যদি সক্রিয় ভূমিকা নেন, সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা বন্ধ করতে পারব বলে আশা করতে পারি। কিন্তু বিধান-সভায় এসে কংগ্রেস কেটে ফেলেছে সেই জাতীয় বক্তিতা দেওয়ার কোন মানে হয় না। আমরা দেখছি বিগত দশটি বছরে, মাননীয় সদস্য রসিক বাবু বলেছেন আমরা এই হাউসে বলেছিলাম, তৎকালীন মন্ত্রী-সভার সদস্য আরবর রহমান, তিনি তখন এই চোরাকারবারী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ওনার বাড়ী থেকে ও সেই চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা এই হাউসে অনেকবার প্রতিবাদও করেছিলাম। আজকে আপনারা বলছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের কোন সদস্য বলতে পারবেন আমাদের বন মন্ত্রীর কথা, আমাদের সরকারের কাছে কমপ্লেন করেছেন এখান থেকে কংগ্রেসের লোকেরা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বিধানসভায় বললে তো আপনারা নিউজ পড়ার জন্য বলছেন। আর অন্য কিছু নয়। কিন্তু কিভাবে বন্ধ করা যাবে তার জন্য আপনারা কোন উদোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ? আপনারা বলুন আমরা দেখছি দিনের পর দিন জঙ্গল খালি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সরকার চেষ্টা করছে, আমরা আইন তৈরী করছি দরকার হলে আরো কঠোরতর আইন প্রয়োগ করব। যাতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জঙ্গলকে রক্ষা করতে পারি। আগে ভারতবর্ষের মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যকে জানত যে ত্রিপুরা রাজ্য বনজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত। আর আজকে সেই বনজ সম্পদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ বছরে নাকি সমস্ত জঙ্গল তৈরী করা ক্ষমতা হয়েছিল। আমরা জম্পুই হিলে দেখেছি যে সমস্ত গাছ কাটা হয়েছে। সেগুলি শুধু কংগ্রেস আসার পরই কাটা হয় নি। দুই তিন বছর আগের কাটা গাছও আমরা জম্পুই হিলে দেখেছি। সমস্ত গাছের বয়স হবে ৫০ বছর থেকে একশ বছর। শুধু কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর নাকি সমস্ত গাছ কাটা হচ্ছে। আমরা দেখেছি সি, পি, এমের আমলে যারা গাছ কাটত তারা বেশির ভাগ লোকেই সি, পি, এম সমর্থক ছিল। আজকে কংগ্রেস আসার পর ওনারা বলছে আমরা কংগ্রেস সমর্থক। আমরা এইগুলি পছন্দ করছি না এবং আমরা কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছি।

আজকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর, তারাও বলছে যে তারা কংগ্রেসী সমর্থক। তা সত্বেও আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছি কারন, আমরাও চাই যে করে হউক বনের গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে যারা অবৈধ কাজে জড়িত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। তাই আজকে কি

সরকার পক্ষ, কি বিরোধী পক্ষ সবাই যদি এভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করি, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের বনকে অথবা জঙ্গলকে রক্ষা করতে পারব। তাই, আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব যে, আপনারাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদকে যাতে করে রক্ষা করা যায়, তার জন্য সচেষ্ট হউন। কারন এই ত্রিপুরা রাজ্যের সৌন্দর্য্য রক্ষা করার ব্যাপারে আপনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে, যেমন রয়েছে সরকারের। একথা বলে, এই হাউসের সামনে যে বিল এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমতি বিভা রানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে বিল এনেছেন, তাকে পুরাপুরি সমর্থণ জানিয়ে দুই একটি কথা বলছি। স্যার, আমি মাত্র দুটি পয়েন্টের উপর বলব, বেশী সময় নেব না, কারন এই বিধানসভায় যেমন সরকার পক্ষের সদস্যদের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি বিরোধী পক্ষের সদস্যদেরও দায়িত্ব রয়েছে—সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সব সদস্যদেরই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে এই বিধানসভায় পাঠিয়েছে রাজ্যের স্বার্থ এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় যে কথা এখানে বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি প্রথমে বলব। তিনি ধর্মনগরের কোন একটা স-মিল সম্পর্কে বলেছেন এবং ওনার বলার সময়ে বিরোধী দলের প্রত্যেকটি সদস্যই আমার দিকে বার বার তাকিয়ে ছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে উনি যে স-মিল সম্পর্কে বলেছেন, সেই স-মিলের মালিক আমার স্বামী এবং ওনাকে স মিল করার জন্য যে পারমিটের প্রয়োজন সেটাও ওনাদেরই বামফ্রন্টের দেওয়া। আমার স্বামী ১৯৮০ ইং সাল থেকে এই স-মিল চালিয়ে আসছেন। আমি প্রশ্ন করি, ওনারা কি এটা জানতেন না যে কোন স-মিল দিয়ে ধান কুটা হয়, না কি গাছ কাটা হয়—যে স-মিলের জন্য তারা পারমিট দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, গত দুই বছরের মধ্যে নাকি আমার স্বামী বিরাট অবস্থা করে ফেলেছেন এবং দুটা বাড়ী তৈরী করে ফেলেছেন। আমি, মাননীয় সদস্যকে চেলেঞ্জ করছি, তিনি যে কথা বলেছেন, তার প্রমান তাঁকেই দিতে হবে। সেই প্রমাণ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি এই হাউসেই ঘোষনা করছি যে আমি আমার পদ থেকে পদত্যাগ করব, আর উনার প্রমান যদি অসত্য হয়, তাহলে ওনাকেও পদত্যাগ করতে হবে। তারপর উনি আরও অভিযোগ করেছেন নিরঞ্জন দেবনাথ নাকি আমার ভগ্নীপতি হয়, তাঁর একথাও যদি সত্যি হয়, তাহলেও আমি এখান থেকে পদত্যাগ করব, আর অসত্য হলে তাকেই পদত্যাগ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাভাবিক মতে আমরা ভারতবাসী আমরা সাধারণভাবে স্বামীর উপর কথা বলি না। ১৯৮০ইং সালে দুইটা স-মিল হয়েছে ওদের পার্টিতেই। তখন তো কংগ্রেস সরকার ছিল না। আমার মনে আছে তাদের আমলে একজন বলেছিল যে টাকা দিলে পারমিট দেওয়া হবে। তাই সবাইকে অনুরোধ করছি এই বিলকে পুরোপুরি সমর্থন করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

AFTER RECESS
AT 2.00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী প্রকাশ দাস।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বন মন্ত্রী এখানে যে বিলটা এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। বিগত দশ বছর উনারা যে কাজকর্ম করেছিলেন তার ফলশ্রুতি আজকে ওরা বিরোধী বেঞ্চে শোভা পাচ্ছেন। এই বন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মানবজাতিও ধ্বংস হয়ে যাবে। বিগত দশ বছর ওরা বনের দিকে নজর দেন নি। একটা গাছ একটা প্রান। ওদের আমলে মানুষের কোন মূল্য ছিল না। গাছের মূল্য কি করে ওদের কাছে আশা করব। ১৯৮০ইং সনে দাঙ্গা সৃষ্টি করে ওরা যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিল, পাহাড়ী ও বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তার জন্য ওরা তাদের ক্যাডার বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিল। এবং এই ক্যাডার বাহিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা ক্যাডার বাহিনীকে দিয়ে ত্রিপুরার কাঠ কেটে সমস্ত বাংলাদেশে পাচার করেছিল। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেস্ট অফিসগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারন টি.এন.ভি'র ভয়ে কেউ অফিসে যেতো না। বহু বন কর্মীকে খুন করেছিল। এই খুনী বাহিনীকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই কাঠ পাচার। বনের কাঠ তাদেরকে দিয়ে লুঠপাট করিয়েছিল। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অস্বীকার করতে পারবে না। বিগত সরকারের বনমন্ত্রী কাঠ পাচারে যুক্ত ছিল। আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কাঠ পাচার করত বাংলাদেশে। এর মধ্যে রামচন্দ্রঘাট সেই দিন সেখানে সমস্ত কাঠ কেটে বাংলাদেশে পাচার করেছিল। আমরা দেখেছি, সেই রামচন্দ্র ঘাটে বনের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। সব বাংলাদেশে পাচার হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় পাচার হয়ে গেছে। আশারাম বাড়ীতেও এই অবস্থা। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বনকে রক্ষা করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা উপলব্দি করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে উৎসাহিত করছি, বনকে রক্ষা করার জন্য। সেই জন্যই আজকে ১৯৯০ ইং সালকে আমরা বৃক্ষ রোপন বৎসর উদযাপন করতে যাচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই, এখানে বিরোধী দল থেকে বিলের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ক্যাডারদের ঘাড়ে হাত পড়বে বলে। তাঁরা আজকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলতে শুরু করেছেন আমরা জুম চাষ করতে দিচ্ছিনা, ছন-বাঁশের উপর মাশুল বসাচ্ছি কিন্তু তা ঠিক নয়। আমরা সে প্রচেষ্টা সার্থক হতে দেবনা। আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব, আপনারাও বনকে রক্ষা করার কাজে সহায়তা করুন। তাতে আপনি বাঁচবেন, আমি বাঁচব, বাঁচবে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ। বাঁচবে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বংশধররা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব এই কাজে সাহায্য করার জন্য আপনারা সর্ব্ব সম্মত ভাবে এই বিলকে সমর্থন করুন। আমিও আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি, স্পীকার স্যার, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট বিল, ১৯৯০ই এর আলো-

চনায় বিরোধীরা যে অংশ গ্রহণ করেছেন তার জন্য আমি আনন্দিত। বিশেষ করে ধন্যবাদ দিচ্ছি মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহাকে। উনি পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে বন রক্ষার উপর সওয়াল করেছেন। আমি জানি না পেরেস্ত্রৈকার ঠেলায় না মানেকা গান্ধীর ভয়েই করেছেন কিনা। তবে এটা আনন্দের কথা। এটা যেন ভূতের মুখে রাম নামের মত। এটা মন্থরার কথা। মরিয়াও সে প্রমান করিল সে মরে নাই। কেশব বাবু তিনি এই বিলকে ছিঁড়ে প্রমান করলেন, বন ধ্বংশে তিনি সাহায্য করবেন। আজকে উনারা বলছেন, জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বন ধ্বংস করেছে। এতিহাস ভুলে যাবে না, ১৯৬৯ইং সালে ঐ বিমল সিনহার দল, সি, সি, আই, (এম) কিভাবে মোহিনী দেববর্মাকে খুন করে আজকে তাকে শহীদ বলে প্রমান করেছেন। বাইখোরা ধ্বংসের একমাত্র কারণ জমাতিয়া সাহেব। বন রক্ষা করতে হবে। বাইজালবাড়ীতে কি হয়েছে, সেখানে জঙ্গলের কি অবস্থা? আজকে আপনারা উস্কানী দিচ্ছেন। আমরা যখন আজকে কাঠ চোরাকারবারী বন্ধ করার জন্য তাদের ধরার প্রচেষ্টা নিচ্ছি, তখন আপনারা ঐ বিমল বাবুর দল, কেশব বাবুর দল, ঐ মতি বাবুর দল বাঁধার সৃষ্টি করে চলছেন যাতে আমরা তা ধরতে না পারি। বিমল বাবু আজকে আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন, "মানেকা গান্ধী আমার চাকুরী রাখবেন না।" জম্পুই জম্পুই বলেছেন। আমরা সরকারে এসে জম্পুই থেকে কাঠ বাইরে যাবার যে নিয়ম গত ১০ বছর ধরে চলে আসছিল তা বন্ধ করেছি। আপনারা ঐ আসামে যাবার পথ খোলা রেখেছিলেন। আজ তা বন্ধ হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করেছেন বলেই আজকে আপনাদের ক্যাডাররা তা করতে পারছেন না বলেই এখানে চিৎকার করছেন, জম্পুই-এর কাঠ সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

স্যার, আজকে যারা 'স' মিল মালিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন, এই 'স' মিল কিনতে গিয়ে মিল ওনারকে তাদেরকে সেলামী দিতে হয়েছে। এই সেলামীর টাকা দিয়ে তারা বটতলাতে পার্টি অফিস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা পার্টি ফাণ্ড করেছেন ২০০ কোটি টাকার উপর। আর ত্রিপুরা রাজ্যে যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা হয় তাহলে সেটা ৫০ কোটি টাকারও বেশী হবে। এই টাকা এ.সছে কোথা থেকে?

স্যার, আমরা দেখেছি তারা সিপাহী জলা থেকে কাঠ কেটে কি করে মিছিল করত, কি করে সেখান থেকে ফুলের টব এনে এখানে ফাংশান করত। আজকে তাঁরাই বলছেন জোট সরকার নাকি জঙ্গল নষ্ট করছে। ভূতের মুখে রাম নাম। মানেকা গান্ধীর গুঁতা খাওয়ার ভয়ে তাঁরা আজকে এই কথা বলছেন। এই বিলের মধ্যে যারা জঙ্গল নষ্ট করবে তাদেরকে ৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ফাইন করা হবে। যারা জঙ্গল নষ্ট করবে তাদেরকে আমরা ধরব। যাই হোক এই বিলের তাঁরা বিরোধিতা করেন নি, হয়তো সাহস পান নি। কারন ত্রিপুরার মানুষ তাঁদেরকে ভিটে ছাড়া করবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে জঙ্গলকে আমরা রক্ষা করতে পারব এবং আরও নূতন নূতন জঙ্গল সৃষ্টি করতে পারব। স্যার, ২৫ হাজার স্কীম নিয়ে ৫ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ট্রাইবেলদের জন্য আমরা

AFTER RECEES
AT 2.00 P.M.

২৫ হাজার টাকা স্কীম আমরা চালু করেছি। আপনারা আজকে সকাল বেলাও বলেছেন যে দ্রাউ বাবু ট্রাইবেল নন। দশরথ বাবু নিজেকে ট্রাইবেল দরদী বলে নিজেকে বেশ বাহবা দেন। বলতে পারেন— দশরথ বাবু এই ট্রাইবেলদের জন্য কয় সেকেণ্ড অনশন করেছেন? করেন নি। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি বহুবার অনশন করেছেন। এই বিমলবাবু আঠারমুড়ায় রিয়াংদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সিনেমা করেছেন। কিন্তু বিমল বাবু জেনে রাখুন-আপনি রেহাই পাবেন না। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উনারা এই বিলকে সমর্থন করেছেন এবং বন রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা রাখি এবং আহবান করছি এই বিল সর্বসম্মতিক্রমে এই হাউস পাশ করবেন এবং ত্রিপুরাবাসীর ভবিষ্যৎ উজ্জল করার জন্য প্রয়াস নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় বনমন্ত্রী হাউসে দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা থার্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৯০) এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এটা সিম্পল মেটার, এতে নূতন কিছু নেই। ১৯৮৭ সালে বন ধ্বংস করার জন্য ৫০ টাকা ফাইন করা হত।

কিন্তু আজকের দিনে সেই ৫০ টাকার দাম অনেক বেশী, প্রাইস ইণ্ডেক্স অনুযায়ী সেটা ৫,০০০ হাজার এমন কিছু নয়। দ্বিতীয় যেটা রেনজারদের বেতন যেটা ১০০ টাকা ছিল সেটা বাড়িয়ে ১০০০-৩২২০ টাকা করা হয়েছে সুতরাং এই ব্যাপারে আমি মনে করি হাউস এই সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে এখানে যেভাবে আক্রমন করা হয়েছে রুলিং পার্টিকে বা কোন কোন মন্ত্রী সভার সদস্যকে সেটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত, এর সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এইটুকু বলতে চাই করাপশ্যানের ক্ষেত্রে এই সরকারের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। যারা অন্যায় কাজ করবে এবং যে কোন অবস্থায় বলবেন যে অস্ত্র হাতে নাও এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই আমাদের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। বন সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে জম্পুই হিল সম্পর্কে এটা কারা সৃষ্টি করেছিলেন? সরকারের আদেশ বলে সেটা হয়েছিল যে, জম্পুই হিলে কাঠ অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। এই বন আইন সম্পর্কে আমরা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছি। মাননীয় সদস্য বিমল বাবু এখানে খুব হৈ চৈ করেছেন এবং এই সভায় তিনি বলেছেন, বনকে রক্ষা করতে হবে এবং তিনি মেনকা গান্ধীর কথাও বলেছেন যে, তিনি নাকি বনকে রক্ষা করার কথা বলেছেন। প্রয়াতা প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রয়াত নেতা সঞ্জয় গান্ধী এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁরাও বনকে রক্ষার কথা বলেছিলেন। সুতরাং আমাদের মনোভাব এই ব্যাপারে পরিস্কার যে, যারা অন্যায় করবে, যারা দুর্নীতি করবে, যারা অস্ত্র হাতে নেবে তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন ১০ বছরে গাছ কত বড় হয়েছে? কোথায় হয়েছে? কবে হয়েছে? আমরা তো দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার রাস্তার পাশে কয়েকটা

গাছ লাগিয়ে বনমহোৎসব করেছেন।

আমি তো ঘুরেছি ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঞ্চল, সে হেলিকপ্টারেও ঘুরে দেখেছি, কোথায় বনের কি অবস্থা। আপনারা কিছুই করেন নি। টাকা পেয়েছেন বন করার জন্য কিন্তু বন আপনারা করেননি। সমস্ত টাকা পয়সা মেরে দেওয়া হয়েছে। আর রাস্তার বন দেখিয়ে-দিল্লি থেকে লোক এনে তাদের রাস্তার বন দেখিয়ে আপনারা তাদের বুঝিয়েছেন আপনারা বন করেছেন।

স্যার, আমরা চাই বন এবং মানুষ পাশাপাশি থাকবে। এরমধ্যে আমরা একটা এড্জাস্টমেন্ট চাই। যে জন্যে আমরা বলেছি যে, ৩৬ পারসেন্ট এলাকা বন হিসেবে থাকা উচিত। আর যেটা বাকি থাকবে - বাজেট ভাষনেও আমি বলেছি। কেন্দ্রিয় সরকারকে বলেছি যে, রাজ্যের ভূমিহীন যারা আছে, সেই উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়া যারা আছে তাদের পুর্ণবাসনের প্রয়োজনে এইগুলিকে যাতে এর আওতা থেকে মুক্ত করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইটাও বলেছি যে, বন সম্পর্কে যেটা রিজার্ভ ফরেস্ট থাকবে সেখান থেকে একটা গাছও কাটা যাবে না। কোন প্রয়োজনেই সেখান থেকে গাছ কাটার জন্য পারমিশন দেওয়া হবে না। কিন্তু যারা আজকে রোড মেন্টের কাজ করবে, যারা কাঠের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা করার ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। সেটা সরকার স্বীকার করেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায় কোন পথ গ্রহন করেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুতরাং আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো আজকে যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন এইটা আপনারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন এবং গত দশ বছরে যে পাপ আপনারা করেছেন—আমি সেটাকে পাপই বলব- শুধু গণহত্যা করেন নি, আগামীদিনের প্রজন্মকে আপনারা হত্যা করেছেন। আজকে সোভিয়েত রাশিয়া কি হচ্ছে? ইউরোপে কি হচ্ছে। আজকে দেখা যাচ্ছে মাননীয় সদস্যরা আইনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিসের অভিব্যক্তি- গণতন্ত্রের প্রতি? আপনারা এই গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। আপনারা শুধু মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে থাকেন। কিন্তু আসলে এই গণতন্ত্র হত্যাকারী চেসেসকুর শিষ্য হলেন আপনারা। আপনারা চেসেসকু পন্থী। ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা আপনারা গ্রহন করুন। কিন্তু এখানে আইনকে নষ্ট করবেন না। যদি কোন মানুষের অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই তারা সেটা দেখবেন।

কাজেই আশা করি আপনাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। আপনারা আজকে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যা ডেমনস্ট্রেশন করেছেন বলেছেন আপনাদের দলনেতাকে অস্ত্র হাতে নেবার জন্য। কিন্তু আমি আপনাদের এই হাউসে হুঁসিয়ারী দিচ্ছি-আপনাদের এইটাকে আমরা আর কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না—সেই কালো দিনকে আর কোন দিনই আসতে দেওয়া হবে না। সেটা বলেই আমি এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—" The Indian Forest

AFTER RECESS
AT. 2.00 P.M.

(Tripura 3rd Ammendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 9 of 1990)." বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :— (প্রস্তাবটি সংখাগরিষ্ঠ ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।) আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। (সভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হলো।)

মি: স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।" (সভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।) সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "The Indian Forest (Tripura 3rd Ammendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No.90 of 1990)." পাশ করার জনা প্রস্তাব উংথাপন। আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উংথাপন করতে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Indian Forest (Tripura 3rd Ammendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No:9 of 1990)." পাশ করা হউক।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Indian Forest (Tripura 3rd Ammendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No.9 of 1990)." পাশ করা হউক। (বিলটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR 1990—91

মি: স্পীকার :— 'সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো,' প্রিভিলেজ কমিটির ৩৪-তম (থার্টিফোর্থ) প্রতি-বেদন (রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে (চেয়াম্যান অব দি প্রিভিলেজ কমিটি) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করার জনা।

শ্রী অমল মল্লিক (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রিভিলেজ কমিটির ৩৪-তম (থার্টিফোর্থ) প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, এটা হতে পারে না। তাহলে স্যার, পত্রিকার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। এটা হতে পারে না। (গোলমাল)

মি: স্পীকার :— আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জনা মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মি: স্পীকার:— এই সভা আগামী ২১শে মার্চ, বুধবার ১৯৯০ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

Annexure "A"

Admitted Starred Question No: 18

Name of the Member :— Shri Amal Mallik, M. L. A.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। বিলোনীয়া বিভাগের জরীপের কাজ শেষ হয়েছে কিনা, এবং

২। শেষ হয়ে থাকলে finalised মৌজার কাগজপত্র প্রত্যেক তহশীল অফিসে গিয়াছে কিনা, (মৌজা ও তহশীলওয়ারী হিসাব) এবং

৩। যদি জরীপের কাজ শেষ না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ শেষ হবে ?

উত্তর

Minister in charge of the Revenue Deptt Revenue Minister

১। না মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। জরীপের কাজ ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred/Question No :—34

Name of Member :— Sri Badal Choudhury

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the planning Department be pleased to state—

১। বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৮৯-৯০) এন্, ই, সি (উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ) রাজ্যের জন্য কতটি Project ও কত টাকা বরাদ্দ করেছেন, (Project সহ মোট বরাদ্দকৃত টাকা আলাদা ভাবে)

২। এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন কোন Project এ কতটাকা খরচ করতে সক্ষম হয়েছেন,

৩। কোন Project এ বরাদ্দকৃত টাকা খরচ না করে থাকলে কি কি কারনে সম্ভব হয় নাই ?

—উত্তর—

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সংগে দেওয়া Statement এ (Col. No. ৩ এবং ৪) ১৯৮৯-৯০ বছরের জন্য প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দের পরিমান দেওয়া হইল,

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সংগে দেওয়া Statement এর ৫নং Col. এ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতিটি প্রকল্পের খরচের হিসাব দেওয়া হইল,

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং ৩১শে মার্চ ১৯৯০ ইং পর্যন্ত তিন মাসে বাকি অব্যয়িত টাকা খরচ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে, সংগে দেওয়া Statement এর ৬নং Col. এ তাহা দেওয়া হইল।

Statement on Approved/Revised Out lay for NEC Schemes in Tripura and expenditure for the year 1989-90

SL. NO.	Head of Development/Scheme	Approved Out lay (1989-90)	Revised Out lay (1989-90)	Total Expenditure upto 31-12-89	Anticipated Expenditure for January, February & March, 1990.	Total anticipated expenditure for 1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	AGRICULTURE & ALLIED PROGRAMME :	282.30	152.15	67.89	84.26	152.15
	A. SOIL CONCERVATION & AGRICULTURE	71.00	41.60	14.17	27.43	41.60
1.	Pilot Project in Watershed Managment, Rangcherra.	5.00	5.00	3.57	1.43	5.00
2.	Survey, Investigation & Planning Cell for WSM.	2.50	2.49	1.49	1.00	2.49
3.	Joint Input Testing Laboratory.	15.00	12.34	2.76	9.58	12.34
4.	Regional Bio-Fertilizer Production Centre.	12.00	12.00	1.47	10.53	12.00
5.	Regional Mushroom Spawn Production Centre.	10.00	3.02	0.83	2.19	3.02
6.	Regional Breeding Seed Farm.	15.00	3.75	2.00	1.75	3.75
7.	Regional Cotton Seed Multiplication Development Centre, Tripura.	12.00	3.00	2.05	0.95	3.00
	B. HORTICULTURE	83.00	42.91	14.07	28.84	42.91
8.	Regional Vegetable Seed Farm	10.00	9.44	3.62	5.82	9.44
9.	Regional Seed Garden for Spices & Betel Leaf	15.00	3·75	1.20	2.55	3.75
10.	Regional Coconut Seed Garden	10 00	9.50	1.79	7.71	9.50
11.	Establishmeut of Seed Farm for Production of Certified Seed for Potato	15.00	3.75	2.00	1.75	3.75
12.	Regional Tuber Crop Farm	15.00	3.75	1.96	1.79	3.75
13.	Establishment of Clonal Seed Garden for Banana	8.00	2.00	0.90	1.10	2.00
14.	Rejuvenation of Old Orange Orchard	5.00	7.00	0.90	6.10	7.00
15.	Promotion of Floriculture	5.00	3.72	1.70	2.02	3.72
	C. PLANTATION	59.50	26.25	13.62	12.63	26.25
16.	Factory for Small Farmer's Tea Estate	12.50	12.50	3.12	9.38	12.50

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No—43.
Name of Member :— Shri Dipak Nag.

will the Hon' ble Minister-In- Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন :—

১। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে এস, আর, ই, পি—এন, আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি, পির মাধ্যমে মোট কত শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছিল ?

২। উক্ত শ্রমদিবসের মাধ্যমে কি কি সম্পদ তৈরী করা হয়েছে ?

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha.

উত্তর :—

১। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে এস, আর, ই, পির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে এবং উক্ত আর্থিক বছরে এন, আর, ই, পি ও আর, এল, ই, জি, পি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন প্রকল্পে রূপান্তরিত হইয়া জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্প নামকরনে বর্তমানে কাজ চলিতেছে। অতএব এস, আর, ই, পি ও আর, এল, ই, জি, পির কোন উত্তর দেওয়া গেলনা।

উক্ত শ্রমদিবসের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত সম্পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে :—

১। জল সেচ নালা :—৯৩.৭২ কিঃ মিঃ ১১হেঃ।

২। বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ :— ৪৮ কি মিঃ

৩। ভূমি, চাষ যোগ্য ভূমিতে উন্নন করন :— ১৩২ হেঃ

৪। জল নিষ্কাসন :— ১৬ টি (নালা)

৫। সামাজিক বনায়ন :— ৪,০৮৭ হেঃ

৬। ফলের চারাগাছ রক্ষনা বেক্ষন : ৪৯, ৮৯০ টি

৭। ছোট খাল খনন :— ৬.৫০ কিঃ মিঃ

৮। চারা রোপন :— ৮, ০৯৮ হেঃ

৯। বালি সরানোর কাজ :— ৩০,৩৫ হেঃ

১০। নূতন রাস্তা তৈরী ও পুরাতন রাস্তা মেরামত :— ২,৫৭০. ৩৫ কিঃ মিঃ

১১। সেচ প্রকল্পের জন্য নালা খনন :— ১৫.৩৭ হেঃ

১২। ভূমি সংস্কার :— ৩৫.০৪ হেঃ

১৩। নালা পরিস্কার :— ৭৬ কিঃ মিঃ

১৪। রিজার্ভার :— ২৪টি।

১৫। গ্রামীন পুকুর তৈরী :— ২৭২ টি

১৬। মিনি ব্যারেজ :— ১৯ টি

১৭। মৎস্য চাষের পুকুর :— ১টি

১৮। গ্রামীন পুকুর নির্মান :— ১২০০ টি

১৯। বিদ্যালয়/বালোয়াড়ী বিদ্যালয় নির্মান :- ১,৩৬৩ টি

২০। খেলার মাঠ তৈরী :— ৩৩ টি।

২১। কাঁচা কুয়া খনন :— ৪,৫৮৮ টি

২২। বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্করন :— ২,২৫হেঃ

২৩। বাঁশের সেতু তৈরী :— ২৮ টি
২৪। R, C,C, well সংস্কার :— ৬১৮ টি
২৫। কাঁচা কুয়া মেরামত :— ৯০০ টি
২৬। পাট ভিজানো কূয়া :— ২০ টি
২৭। জুম চাষের নিড়ানী ইত্যাদি :— ১৭০২ হেঃ

ANNEXURE—"B"

Admitted UNSTARRED QUESTION NO. 6

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের কোথায় কোথায় মোট কয়টি মসজিদ এবং ওয়াকফ্ সম্পত্তি আছে।

২) ওয়াকফ্ সম্পত্তির সব মিলিয়ে মোট জমির পরিমান কত।

৩) এই সকল ওয়াকফ্ সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য এবং মুসলিম ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের ওয়াকফ্ সম্পত্তি পরিচালনায় সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

Minister in charge of the Revenue Deptt : Revenue Minister

১) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল।

মহকুমার নাম	মস্জিদের সংখ্যা	মোট ওয়াকফ্ সম্পত্তি
ধর্মনগর	৬০	১০৫
কৈলাসহর	৩৯	১৫৩
কমলপুর	১২	৫৩
খোয়াই	১	১
সদর	১৮	৩৮
সোনামুড়া	৮৮	২০২
উদয়পুর	১২	১৮
অমরপুর	৫	৯
বিলোনীয়া	১২	৩৩
সাব্রুম	২	৬
	২৪৯	৬৭৮

২) মোট ৯০১·২০৮ একর।

৩) ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণ ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য ওয়াকফ্ আইন অনুযায়ী ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 7

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) ত্রিপুরায় কোন্ কোন্ স্থানে কত পরিমাণ দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে, এবং কোন্ কোন্ দেবালয়ের সাথে সেই সকল দেবোত্তর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট,

২) দেবোত্তর সম্পত্তি সমূহের কোনটি কার তত্ত্বাবধানে আছে এবং গত এক বছরে কোন্ সম্পত্তির আয় কত হয়েছে,

৩) দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণা বেক্ষণ সম্পর্কে সরকারের কোন আইনগত নিয়ম বিধি আছে কিনা, থাকলে সেগুলি কি ?

উত্তর

Minister in charge of the Revenu Deptt :— Revenue Minister,

১) নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল—

স্থানের নাম	মন্দিরের নাম	সম্পত্তির পরিমান
পশ্চিম ত্রিপুরায়		
১) কমলা সাগর	শ্রীকসবা কালীমাতা বাড়ী	২০,০০ একর
২) আগরতলা	শ্রীদূর্গাবাড়ী মন্দির	০,৭৯৭ ,,
৩) আগরতলা	শ্রীলক্ষী নারায়ন দেবতা বাড়ী	১,১২১ ,,
৪) আগরতলা মটরষ্ট্যাণ্ড	শ্রীনৃসিংহ এবং রাম জানকী মন্দির	০,২০৮ ,,
৫) আগরতলা রাধানগর	শ্রীরাধামাধব মন্দির	০,৩৯২ ,,
৬) আগরতলা কুঞ্জবন	শ্রীবোদ্ধ মন্দির	০,৮৫৩ ,,
৭। পুরা'ন আগরতলা	শ্রীচর্তুদশ দেবতার বাড়ী	৪,০২ একর
৮। কৃষ্ণনগর	শ্রীনবগ্রহ দেবতা বাড়ী	—
৯। আগরতলা	শ্রীনীলকান্ত মনী জিউ মন্দির	০,০৩৯ ,,
১০। ধলেশ্বর	শ্রীলক্ষীনারায়ন দেবতা বাড়ী	০,০০৫ ,,
১১। আগরতলা	শ্রীপাগলা দেবতা বাড়ী	০,৩১৩ ,,
১২। অভয়নগর	শ্রীপুথিকা দেবতা বাড়ী	০,২৫১ ,,
১৩। নলগরিয়া	শ্রীরাধামাধব বাড়ী	—
১৪। পুরান আগরতলা	শ্রী মহাদেব দেবতা বাড়ী	—
১৫। সোনামুড়া	শ্রী রাধামাধব দেবতা বাড়ী	০,৮৪৮ ,,

	স্থানের নাম	মন্দিরের নাম	সম্পত্তির পরিমান
১৬।	সিমনা	শ্রীব্রহ্ম কুণ্ড শিববাড়ী	খাসল্যাণ্ড
১৭।	তারানগর	শ্রীদক্ষিনেশ্বরী কালী বাড়ী	০,০৬ খাস
১৮।	আগরতলা	শ্রীকিশোরীলাল মন্দির	০,০০৫ একর
১৯।	আগরতলা	শ্রীজগন্নাথ দেব মন্দির	১,৮৬৯ ,,
২০।	আগরতলা	শ্রীমহানাম অংগন জয় জয় জগবন্ধু হরি	০,৪৮ ,,
২১।	বনমালীপুর	শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা মন্দির	০,৮০৬ ,,
২২।	আগরতলা	শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম	১,৪১৭ ,,
২৩।	আগরতলা আসাম রোড্	শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ	০,০৪০ ,,
২৪।	আগরতলা	শ্রীরামজী মন্দির	০,০২৮ ,,
২৫।	চন্দ্রপুর	শ্রীরাধা মাধব মন্দির	০,০৩৪ ,,
২৬।	আশ্রম চৌমুহনী	শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম	০,০১২ একর
২৭।	ধলেশ্বর	শ্রীবঙ্ক বিহারী মন্দির	০,০২০ ,,
২৮।	আগরতলা	শ্রীরাধা গবিন্দ মন্দির	০,০০৫ ,,
২৯।	আগরতলা	শ্রীরামঠাকুর সেবা মন্দির	১,১৫৪ ,,
৩০।	আগরতলা	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন	০,২০৯ ,, খাসল্যাণ্ড
৩১।	খোসবাগান	শ্রীদক্ষিনেশ্বর কালী মন্দির ও উদয় শঙ্কর শিব মন্দির	০,০১০ খাসল্যাণ্ড
৩২।	আগরতলা	শ্রীমহাপ্রভু মন্দির	০,০১৬ ,, (মিউনিসিপ্যাল ল্যাণ্ড)
৩৩।	আগরতলা	শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাশ্বরী মঠ	০,৮৮৫ ,,
৩৪।	মেলার মাঠ	শ্রীমনমোহন জিও মন্দির	০,৪৯৬ ,,
৩৫।	আগরতলা	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ	০,৫৫ ,, খাসজমি
৩৬।	কৃষ্ণনগর	শ্রীসৎসঙ্গ বিহার	০,০৮৯ ,, খাসজমি
৩৭।	আগরতলা	শ্রী ওঁকার বিগ্রহ	০,৯০ ,, খাসজমি
৩৮।	আগরতলা	শ্রীরাধা গবিন্দ জিও মন্দির	০,৬৮৯ খাসজমি

	স্থানের নাম	মন্দিরের নাম	সম্পত্তির পরিমান
৩৯ ।	সেণ্ট্রাল রোড	শ্রীরাধাশ্যাম সুন্দর ও ওঁকারেশ্বর শিব মন্দির	০,৩৬৮ খাসজমি
৪০ ।	বড়জলা	শ্রীভুলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম	৪,০৬ খাসজমি
	দক্ষিনত্রিপুরা		
৪১ ।	বিলোনীয়া	শ্রীযোগমায়া কালীবাড়ী	০,৭২৬ „
৪২ ।	বিলোনীয়া	শ্রীগিরীধারী জিও	১,৭৪২ „
৪৩ ।	বিলোনীয়া	শ্রীজগন্নাথ বাড়ী	০,২৪ „
৪৪]	বিলোনীয়া	শ্রীলাউগাজ করুনাময়ী	৩,৩০ একর
৪৫]	বিলোনীয়া	শ্রীজগন্নাথ বাড়ী	০,৩২৩ „
৪৬]	সাব্রুম	শ্রীদৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ী	১,৫২ „
৪৭]	অমরপুর	শ্রীশ্রী মাতা চণ্ডী	২,৭১১ „
৪৮]	উদয়পুর	শ্রীশ্রী মাতা সুন্দরী মাতাবাড়ী	৪৯,৪৩ „

২ । নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল

স্থানের নাম	মন্দিরের নাম	তত্বাবধায়কের নাম	গত এক বছরের আয়
পশ্চিম ত্রিপুরায় মোট ৪০টি মন্দির এর মধ্যে	১] কসবা কালীমাতা বাড়ী ২] দুর্গাবাড়ী ৩] লক্ষী নারায়ন বাড়ী ৪] নৃসিংহ, রাম জানকী মন্দির ৫] রাধা মাধব মন্দির ৬] বৌদ্ধ মন্দির ৭] চতুর্দশ দেবতা বাড়ী ৮] নবগ্রহ দেবতা বাড়ী	সরকার পরিচালিত ।	আয় নাই তবে ২নং ৩নং ও ৯নং মন্দির হইতে প্রনামী বাবত আয় হইয়াছে মোট টা: ৩,০৬৫,৬৫
	৯] নীল কান্ত মনি জিউ মন্দির ১০] লক্ষী নারায়ন দেবতা বাড়ী ১১] পাগলা দেবতা বাড়ী ১২] পুথিবা দেবতা বাড়ী	এই মন্দিরগুলি সরকারী পরিচালনাধীন নহে । কেবল মাসিক ১০০ টাকা সরকার হইতে অনুদান দেওয়া হয় ।	আয় নাই

স্থানের নাম	মন্দিরের নাম	তত্বাবধায়কের নাম	গত এক বছরের আয়
	১৩] রাধা মাধব বাড়ী		
	১৪] মহাদেব বাড়ী		
	১৫] রাধা মাধব দেবতা বাড়ী		
	(বাকী ২৫টি মন্দির বে-সরকারী)		
দক্ষিন ত্রিপুরায়			
বিলোনীয়া	১] যোগমায়া কালী বাড়ী	স্থানীয় জন সাধারন	৭,০০০
	২] গিরীধারী জিউ	একটি পরিচালক	১,০০
	৩] জগন্নাথ বাড়ী	কমিটি গঠন	৮,০০
	৪] লাওগাং করুনাময়ী	করিয়াছেন এবং এই	৫,০০
	৫] জগন্নাথ বাড়ী	কমিটির দ্বারাই পরিচালিত।	২,০০
সাব্রুম	১] দৈত্যেশ্বরী কালী বাড়ী	স্থানীয় সাব ডিভিশানেল অফিসারকে সভাপতি করিয়া একটি পরিচালক কমিটি গঠন করা হইয়াছে	১,২০
অমরপুর	১] শ্রীমাতা চণ্ডী	এস,ডি,ও অমরপুর সভাপতি করিয়া ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক কমিটি গঠন করা হইয়াছে।	—
উদয়পুর	মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির	দক্ষিন জেলার জেলা শাসককে সেব'য়ত ও একটি পরামর্শ দাতা কমিটি আছে।	আয় নাই তবে প্রনামী বাবত আয় হইয়াছে
		মোট	

৩] এমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধি নাই।

Admitted Unstarred Question No, 16

Name of Member :— Shri Samar Choudhury, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন :— ১) ত্রিপুরায় IRDP বেনিফিসিয়ারী মোট কত সংখ্যক পরিবার অনুমিত ছিল ?

উত্তর :— ১৯৮০-৮১ সন হইতে ১৯৮৯-৯০ সন পর্যান্ত আই, আর, ডি, পি আওতায় ঋন দিবার জন্য মোট ১,১১,৬৯০টি পরিবারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়াছিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

প্রশ্ন :— ২) ১৯৮৭-৮৮ বৎসর শেষে কত সংখ্যক পরিবার প্রথম পর্য্যায়ে উপকৃত হইবার পর ২য় পর্য্যায়ে সাহায্য ও ঋনের জন্য বাছাই হয়েছিলেন ?

উত্তর :— ২৫,৫২৩টি পরিবারকে ২য় পর্য্যায়ে সাহায্য ও ঋনের জন্য বাছাই করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন :— ৩) কত পরিবারকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২য় পর্যায়ে সাহায্য ও ঋন দেয়া হয়েছে এবং তার পরিমান কত ?

উত্তর :— বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ২য় পর্য্যায়ে মোট ২২,৬০৮ পরিবারকে সাহায্য ও ঋন দেওয়া হইয়াছে। সরকারী অনুদানের পরিমান ৪৩৩,৩৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংক ঋনের পরিমান ৭১৮,৬৪ লক্ষ টাকা। সর্ব্ব-মোট ১১৫২,০১ লক্ষ টাকা বিলি করা হয়েছে।

প্রশ্ন :— ৪) ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বৎসরে নূতন কত পরিবারকে IRDP সাহায্য ও ঋন দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর :— ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সনের ১৫ই মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৩১,৯৭৯ নূতন পরিবারকে IRDP সাহায্য ও ঋন দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No-23

Name of Member :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ১৯৯০ সনের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত কোন ব্লকে কতগুলি পানীয় জলের টিউব ওয়েল, মার্ক টু টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল ইত্যাদি রয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২] তার মধ্যে কতটি টিউব ওয়েল, মার্ক টু টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে [ব্লক ভিত্তিক হিসাব]।

৩] অকেজো টিউব ওয়েল, মার্ক টু টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল সমূহ জলপানের উপযোগী করতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

Name of the Minister : Shri Birajit Sinha

উত্তর

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "A" তে দেওয়া গেল।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— অকেজো টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল এবং মার্ক টু টিউব ওয়েলগুলি জরুরী ভিত্তিতে পুন: খনন পুনঃ স্থাপন ও মেরামত করার জন্য সরকার অনতি বিলম্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ যথারীতি ভাবে গ্রামীন জল সরবরাহ ও সমষ্টি উন্নয়নের সংস্থার মাধ্যমে করা হচ্ছে।

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ই মার্চ ১৯৯০ ইং পর্যন্ত টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল, মার্ক টু টিউব ওয়েল এর ব্লক ভিত্তিক মোট সংখ্যা ও অকেজোর ব্লক ভিত্তিক হিসাবে নিম্নরূপে :—

ব্লকের নাম	টিউব ওয়েল		রিং ওয়েল		মার্ক টু টিউব ওয়েল	
	মোট	অকেজো	মোট	অকেজো	মোট	অকেজো
১) বিশালগড়	২০১২	৭৫০	৬২৮	১২৫	৩০২	৬৫
২) মেলাঘর	১৫০৫	২০০	৪৭৭	১০০	২০০	২০
৩) জম্পুইজলা	২৬৮	৬০	১৩৭	৪০	৮৯	৮
৪) মোহনপুর	১৫০১	৬৪০	৪০৫	২৫৫	২৫৭	২৬
৫) জিরানীয়া	১৮০৩	২৭৮	৪১০	৩৫০	২১৩	৭
৬) খোয়াই	১৪০৫	৪০০	৪৫৫	১০০	১৯৬	১৯
৭) তেলিয়ামুড়া	১৪২৫	৩৪০	৪২৭	২২	১৫০	২৫
৮) ডম্বুর নগর	১৪	০	২১৭	৪৭	৬২	৬
৯) অমরপুর	১০৬০	২৮০	৪৪১	১২১	২০৬	১৩
১০) বগাফা	১১৭৪	৩৫০	৪৪৯	৮০	২১২	১৬
১১) রাজনগর	১০২৯	২০০	৩৫২	১৪৮	২৩৪	৬
১২) সাতচাঁদ	৯০৬	৩৪৪	৫৯৭	২৬৬	২৩৭	৫
১৩) মাতাবাড়ী	১৪৪২	২৪০	৪১৮	১৭৬	২৫৭	১৩
১৪) কুমারঘাট	১২২২	৩০০	৫৯০	৯০	১৮৮	১৮
১৫) পানিসাগর	১০৪৪	১০০	৬০৩	৪৫	১৮৬	১৮
১৬) ছামনু	৩৪২	৯০	৫৪৭	১৪২	৬৫	৭
১৭) সালেমা	৯৪১	২০০	৫০৭	১১৭	১৪৭	১৪
১৮) কাঞ্চনপুর	—	—	৫১৭	১৭১	৯	২

Admitted Starred Question No. 18

Name of the Members :— Shri Gopal Chandra Das,
Shri Badal Choudhury
Shri Samar Choudhury

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। জহর রোজগার যোজনায় চলতি আর্থিক বছরে (১৯৮৯-৯০) এখন পর্যন্ত কোন্ ব্লকে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। সংশ্লিষ্ট ব্লক সমূহে ১৯৮৯-৯০ বছরে কত টাকা বরাদ্দ ও কত শ্রম দিবসের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট ছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। আগামী আর্থিক বছরে বৎসরে কত শ্রম দিবসের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হইয়াছে।

৪। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে এস্ আর, ই, পিতে কোন ব্লকে কত টাকা ও কত শ্রম দিবস বরাদ্দ হইয়াছিল।

৫। এখন পর্যন্ত এই কর্মসূচীতে কোন ব্লকে কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৬। আগামী আর্থিক বৎসরে এস্ আর, ই, পি কর্মসূচীতে কত শ্রম দিবসের লক্ষমাত্রা ধরা হইয়াছে।

উত্তর

Name of the Minister : Shri Birajit Sinha.

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

জওহর রোজগার যোজনায় চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৮৯-৯০) এখন পর্যন্ত কোন ব্লকে কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং কত শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	মোট টাকা খরচের হিসাব	মোট শ্রমদিবসের সৃষ্টির হিসাব
১	২	
১) বিশালগড়	৩১,৮৯,৭৯৪	১,০৩,৪৯৬
২) মোহনপুর	১৬,৩১,৪৯৭	২৭,৩৭৪
৩) মেলাঘর	১৫,১২,৮৯২	৩৫,৮৩৭
৪) জিরানীয়া	১৩,০৮,৬৪৪	৪৬,৪৬৬
৫) তেলিয়ামুড়া	১৯,১৪,১২৩	৬৭,৮২৯
৬] খোয়াই	১০,৭২,৩৯১	৫২,৫২৬
৭] জম্পুইজলা	৬,৮৭,৮৫০	২৪,১০৯
৮] মাতারবাড়ী	৯,৬১,৫০০	৩৭,০৯৪
৯] অমরপুর	৮,০২,৯০০	৫৪,৫৪০
১০] বগাফা	১২,২০,২০০	৯১,৭১৪
১১] সাতচাঁন্দ	৮,৭৯,৬০০	৩৫,৩৪৩
১২) রাজনগর	৭,৫০,৮০০	৪২,৫০০

১	২	৩
১৩) ডম্বুরনগর	৪,২৩,৮০০	১৯,৭৪১
১৪) পানি সাগর	১৮,৪১,৫৫৩	৫৪,১৭১
১৫) কাঞ্চনপুর	২১,৫৬,৮১৬	১,০৮,৯৬৪
১৬) ছাওমনু	১১,৭৮,৩৫৯	৪৭,৩৮৩
১৭) কুমারঘাট	২৩,৬৯,৪৬১	৫৯,৯০০
১৮) সালেমা	২০,৯৭,১৩৯	৫৬,২৮৫

২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ব্লকের নাম	৮৯-৯০ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বরাদ্দকৃত টাকা	শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩
১] বিশালগড়	৩২, ৬৬. ৬১২	১, ১৬, ৬৬৪
২] মোহনপুর	২৪, ১৪, ৪৫৩	৮৬, ২০০
৩] মেলাঘর	২১, ৩০, ৩৯৮	৭৬, ০৮৫
৪] জিরানীয়া	২১, ৩০, ৩৯৮	৭৬, ০৮৫
৫] তেলিয়ামুড়া	১৯, ৮৮, ৩৭২	৭১, ০১৩
৬] খোয়াই	১৪, ২০, ২৭১	৫০, ৭২৩
৭] জম্পুইজলা	৮, ৫২, ১৬১	৩০, ৪৩৪
৮] মাতার বাড়ী	২৭, ৬০, ১০০	৯৮, ৫৭৫
৯] অমরপুর	১৭, ৫৭, ৫০০	৬২. ৭৬৭
১০] রাজনগর	১৪, ৭৯, ৭০০	৫২, ৮৪৬
১১] সাতচাঁন্দ	১৫, ২৯, ৭০০	৫৪, ৬৩
১২] বগাফা	১৭, ১২, ০০০	৬১, ১৪২
১৩] ডম্বুর নগর	৭, ৬৪, ১০০	২৭, ২৮৯
১৪] পানিসাগর	২২, ৬৯, ৯১১	৮১, ০৬৮
১৫] সালেমা	২৩, ৩১, ০৬১	২৩, ২৫২
১৬] কাঞ্চনপুর	২১, ৫৬, ৮১৬	৭৭, ০২১
১৭] ছাওমনু	১৭, ৮৮, ৮০৯	৬৩. ৮৮৬
১৮] কুমারঘাট	২৫, ৫৭, ৯৪৪	৯১, ৩৫৫

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

আগামী আর্থিক বৎসরে আনুমানিক ২০, ৬৯, ০০০ শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ।

৪নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে এস, আর, ই, পির বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	টাকা বরাদ্দ	শ্রমদিবস
১	২	৩
১] বিশালগড়	২২, ৯৫, ২০০	১. ৫৬, ৬০০
২] মোহন পুর	১৭, ৬২, ৯০০	১, ২০, ৩০০
৩] মেলাঘর	১৪, ৯৩, ৪০০	১. ০১, ৯০০
৪] জিরানীয়া	১৬, ৪৩, ৪০০	১, ১২, ১০০
৫] তেলিয়ামুড়া	১৪, ২৯, ২০০	১৭, ৫০০
৬] খোয়াই	১১, ৪১, ৩০০	৭৭, ৯০০
৭] জম্পুইজলা	৭, ২৭, ৩০০	৪৯, ৬০০
৮] মাতার বাড়ী	১২, ৭৫, ০০০	৮৭, ০০০
৯] অমরপুর	১৬, ৫০, ০০০	১, ১২, ৬০০
১০] ডম্বুর নগর	১১, ৭৫, ০০০	৮০, ২০০
১১] রাজনগর	৮, ৯০, ০০০	৬০, ৭০০
১২] সাতচাঁন্দ	১২, ৪০, ০০০	৮৪, ৬০০
১৩] বগাফা	১১, ৮৫, ০০০	৮০, ৮০০
১৪] কাঞ্চনপুর	১৪. ৬০, ০০০	৯৯, ৬০০
১৫] ছাওমনু	১২, ১০, ০০০	৮২, ৫০০
১৬] পানিসাগর	১৭, ২০, ০০০	১, ১৬, ৭০০
১৭] কুমারঘাট	১৯, ১০, ০০০	১, ৩০, ৩০০
১৮] সালেমা	১৫, ১০, ০০০	১, ০৩, ০০০

৫নং প্রশ্নের উত্তর :—

এপ্রিল' ৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত মোট খরচ ও শ্রমদিবসের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	মোট খরচের হিসাব	শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে
১	২	৩
১। খোয়াই	৯,৫২, ০০০	৬৭,০০০

১	২	৩
২। তেলিয়ামুড়া	১২,৬১, ০০০	৯০,০০০
৩। জিরানীয়া	১৫,০৭,০০০	১,০৫,৫০০
৪। বিশালগড়	১৭,৯৮, ০০০	১,২৭,০০০
৫। মেলাঘর	১৪,৪৩, ০০০	৯৮,২০০
৬। জম্পইজলা	৬, ৫৩,০০০	৪৩,৩০০
৭। মোহন পুর	১৩,২৩, ০০০	৮৯,০০০
৮। মাতারবাড়ী	১০,৯৪, ৭৫০	৭৬,৯৫৮
৯। অমর পুর	১৪,৮৮, ০০০	৯৯,৩২৮
১০। ডম্বুরনগর	১৮,১৮, ৪৮৪	৭৭,২৬৭
১১। রাজনগর	৯,৯২, ৮৩০	৬৯,৯৪৫
১২। সাতচাঁদ	৯,৫৭, ৫৫০	৬৭,১২৬
১৩। বগাফা	৯,৭৬,৭৯২	৬৯,৫৩০
১৪। হাওমনু	৭.৮৮, ০০০	৫৩,৭০০
১৫। কাঞ্চনপুর	৯,৬৮, ০০০	৬৬,০০০
১৬। পানিসাগর	১০,৪৭, ০০০	৭১,৪০০
১৭। কুমারঘাট	১২,৪৪,০০০	৮৪,১০০
১৮। সালেমা	১০,৮৩,০০০	৭৩,৯০০

৬নং প্রশ্নের উত্তর :—

আগামী আর্থিক বৎসরে এন 'আর, ই, পি কর্মসূচীতে আনুমানিক ৩৩ লক্ষ ৯২ হাজার শ্রমদিবসের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBELED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on Wednesday, the 21st March, 1990 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Joytirmoy Nath, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, 7 (Seven) Ministers, the Deputy Speaker. 8 (Eight) State Minister's and 41 (Forty-one) Members

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) :—ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৫।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৫।

প্রশ্ন

১) ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলে কতজন শ্রমিককে ছাঁটাই, সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে,

২) রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাংকে চটকল এর কত টাকা ঋণ পড়ে আছে,

৩) ইহা কি সত্যি ত্রিপুরা জুটমিলকে বেসরকারী মালিকানায় তুলে দেওয়ার জন্য একটি সরকারী প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে,

৪) যদি থাকে তাহলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ই হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলে শ্রমিক ছাটাই, সাময়িক বরখাস্ত ও নূতন নিয়োগের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) ছাঁটাই ৩৪ জন খ) সাময়িক বরখাস্ত ৬৬ জন, কিন্তু বর্তমানে ৪৯ জন সাময়িক বরখাস্ত রয়েছে। ১৭ জনকে পুর্ন নিয়োগ করা হয়েছে। গ) নূতন নিয়োগ ১১০ জন শ্রমিক।

২ মোট টাঃ ৫৬৮.৫৫ লক্ষ (পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) মাত্র।

৩) সত্য নহে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জুট মিলের কর্মচারী সংক্রান্ত ছাঁটাই, বরখাস্ত এবং নিয়োগের যে তথ্য দিয়েছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। আমাদের কাছে সর্বশেষ যে খবর, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই জুট মিলে ১৬৪ জন বরখাস্ত হয়েছেন এবং ৩৫০ জনকে নূতন করে নিয়োগ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় অবগত আছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে যে গরীব জুমিয়া অংশের মানুষ আছে, তাদের ছেলে মেয়েদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রেইণ্ড লোক এনে ট্রেনিং দিয়ে জুট মিলে কাজ করার জন্য দক্ষ করে তোলা হযেছিল, কিন্তু এই জোট সরকার আসার পর সেই সক দক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দিয়ে উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, এই জুট মিলে প্রায় ৫০ টির মতো হেসিয়ান লুম ছিল এবং ১০০টির মতো স্কীন লুম ছিল, যেগুলির সাহায্যে ১২ থেকে ১৪ মেট্রিক টন মাল উৎপাদিত হত কিন্তু আজকে সেই জা গাতে গড়ে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৫ মেট্রিক টন, এগুলি সত্য কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—স্যার, আমি এখানে পরিস্কার তথ্য দিয়েছি কতজন ছাঁটাই হয়েছে, কতজন বরখাস্ত হয়েছে এবং কতজনকে পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে। স্যার আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে এই জুট মিলে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন মামলা এবং অবৈধ অন্যান্য কাজে বামফ্রন্টের আমলে নিয়োজিত ছিল। কাজেই যারা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত, সরকার পরিবর্তনের পরেও যাদের কোন সংশোধন হয় নি, যে কোন মুহূর্তে এই মিলটির ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে, এসব কথা চিন্তা করে, আমরা সেই সব অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমাদের কাছে খবর আছে যে এই জুট মিলটিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে। যেমন আগে জুট মিলের জন্য জে. সি. আই থেকে যে পাট কেনা হত এই সরকার আসার পর আর জে, সি. আই থেকে পাট কেনা হয় না। অন্য দিকে বাধারঘাট এলাকায় যে সমস্ত বে-সরকারী মালিকানার সংস্থা পাট বা সাপ্লাই হিসাবে কাজ কারবার করছে এবং তারা যে নিম্ন শ্রেণীর পাট কিনে গুদামজাত করে, সেই পাটই জে, সি. আইর থেকে অনেক বেশী দামে কিনে এই জুট মিলে খারাপ মাল তৈরী করছে, যা বাজারে গিয়ে অনেক কম দামে বিক্রি হওয়ার ফলে এই মিলটি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি? এবং এ ছাড়া এই জুট মিলে বর্তমানে এমন সব অপব্যয় হচ্ছে, যেমন একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে, তাকে মাসে ৫ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হচ্ছে। আর, এ ছাড়া মাত্র কয়েকদিন আগে এই জুট মিলের যে একটা বাউন্ডারী ওয়াল করা হয়েছে, সেটাও দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই ভেঙ্গে পড়েছে?

শ্রীদীলিপ সরকার (বাঁধারঘাট):—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য এখানে বলছেন যে চেয়ারম্যান হিসাবে আমি নাকি মাসে ● হাজার টাকা বেতন পাই, এটা সম্পূর্ণ অসত্য এবং আমাকে এবং আমার জোট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই উনি এই অসত্য কথাটি বলছেন। তাই আমি দাবী রাখছি যে এই ধরনের একটা অসত্য কথা বলার জন্য উনাকে এই হাউসের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোন প্রশ্নের উপর কোন রকম পয়েন্ট অব অর্ডার তোলা যায় কিনা, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, পয়েন্ট অর্ডার তো একটা পার্সোন্যাল এ্যাক্সপ্লেনেশন, এটা যে কেউ করতে পারেন।

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া):—স্যার, আমার ও একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। স্যার, আমি জানতে চাইছি মাননীয় সদস্য দীলিপ সরকার যে চেলেঞ্জ জানিয়েছেন, সেটা কি মাননীয় সদস্য বাদল বাবু গ্রহণ করেছেন ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কোন একজন চেলেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন তার জন্য তো তাকে কোন রকমেই ফোর্স করা যায় না !

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য একটা প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নটার বিষয় বস্তু হলো মাননীয় সদস্য চেয়রম্যান হিসাবে জুটমিল থেকে তিনি তিন হাজার টাকা বেতন ভাতা হিসাবে নেন কি না ? বলছেন যে নেন না এবং উনারা বলছেন যে নেন। সেটা প্রমাণ করতে হবে। তারা যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে আমি আপনার কাছে আবেদন রাখব এই প্রশ্ন হাউসের প্রোসিডিংস থেকে এ্যাকপ্সানজ করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা অভিযোগ করা হয়েছে তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে না, তা হলে সেটা তো এখানেই শেষ হয়ে গেল। এক্সপানজ করার প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—আমি গত সেশনে রুলিং দিয়েছিলাম যে কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগ করেন তা হলে সেটা প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুনেছি, এখানে চেলেঞ্জ এক্সপেট করা না করার প্রশ্ন উঠে না। চেয়ারম্যান হিসাবে ● হাজার টাকা বেতন নিচ্ছেন কি না ? এই ছিল প্রশ্ন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ধরণের ভাতা দেওয়া হয় না। তারপরে এক্সপানজের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা তিনি একজন অভিজ্ঞ পার্লিয়ামেনটারীয়ান। উনার কাছ থেকে এই ধরণের উত্তর আশা করি নি। তিনি হাউসে

ছিলেন না। এটা নেয় কি নেয় না এই প্রশ্ন নয়। উনি বলেছেন যে নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, এই বিধানসভা হচ্ছে গণতন্ত্রের পীঠ স্থান। এখানে মিথ্যা কথা বললে তার শাস্তির বিধান আছে। এখানে কেউ মিথ্যা কথা বলেন না। এখানে সত্য কথাই বলা হয়। আর এখানে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে এবং প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে জনসাধারণের কাছে এই পবিত্র স্থানের শ্রদ্ধা কমে যায়। উনি যে কথাটা বলেছেন দেখতে হবে তার কোন অথেনটিসিটি আছে কিনা। উনি সেটা প্রমাণ করুন। উনা কে এই এসেম্বলি পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হলো।

এখন আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, আপনি যে কথা বলেছেন ঐ ৩ হাজার টাকা ভাতা নিচ্ছেন এ সম্পর্কে আপনি সিওর কিনা। অবশ্য এইখানে মাননীয় সদস্যরা যা বলেন তা সত্য কথাই। তবে আপনি যদি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে তা প্রোসিডিংস থেকে বাদ যাবে। এখন আপনি যদি মনে করেন, এই খবর অথেনটিক ; তাহলে আমি রাখব। আমি আপনাকে আরও বলতে চাই, আপনি যদি আজ না পারেন, তাহলে এই সেসান পর্য্যন্ত আপনাকে সময় দেওয়া হল সত্যতা যাচাই করার জন্য নতুবা প্রসিডিংস থেকে আপনার এই কথাগুলি বাদ যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—গভর্ণমেন্ট বেতন দেয় কিনা তা তো গভর্ণমেন্টই বলতে পারবে। মিনিষ্টারতো এখানেই বসে আছেন। উনিই বলুন না, কথাটা সত্যি কিনা।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :—স্যার, এখন তো এ কথা বললে চলবে না। উনাকে প্রমাণ করতে হবে কথাটা সত্য কিনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী : —মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনেকগুলি অভিযোগের কথাই বলেছি যা এখানকার স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ঐ ৩ হাজার টাকা বেতন নেবার কথাও লেখা আছে।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার রুলিং আছে এ সম্পর্কে। খবরের কাগজের কোন কথা নয়। এটা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—দিস্ চেপ্টার স্টড বী ক্লোজড। প্লিস সীট ডাউন। আর রি-ওপেন করা যাবে না। প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমার অভিযোগ হচ্ছে, জুট মিল বন্ধ করার জন্য এখানে যারা সরকারে আছেন এবং বোর্ডে আছেন তারা সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা ঠিক কিনা? আগে জে, সি. এর মাধ্যমে পাট কেনা হত, কিন্তু বর্তমানে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে সরকারী চুক্তিতে লক্ষ লক্ষ টাকার লেন দেন হচ্ছে পাট কেনার জন্য। এ সব তথ্যই স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই আমি এই সমস্ত অভিযোগ তুলছি, লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় যে হচ্ছে তা সঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, আমি আমার প্রশ্নে আগেই বলেছি, জুট মিলকে বে-সরকারী মালিকানায় তুলে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। বাদলবাবু বার বার একই কথা কেন বলছেন বুঝতে পারছি না। জুট মিলের এই করুন অবস্থার জন্য আজকে জোট সরকার কোন অবস্থাতেই দায়ী নন। আমি এখানে একটা ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছি, বামফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে জুট মিলের জন্য ৫ ৬ ৮, ৫৫, ০০০ টাকা ঋণ নেওয়া হয়। আর এই ঋণের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কগুলিকে সুদ দিতে হয়েছে, ৫, ৩০, ৫০, ০০০ টাকা। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত জুট মিলের জন্য কোন ব্যাঙ্ক থেকে এক পয়সাও ঋণ নেয় নি। আমরা এখনও জুট মিল চালিয়ে যাচ্ছি। তবে বামফ্রন্টের আমলে যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই খুন এবং অন্যান্য মামলায় জড়িত ছিলেন। এই রকম কিছু দুস্কৃতকারী কর্মীকে জোট সরকার ছাটাই করেছেন। কাজেই আমি এখানে স্পষ্ট ভাষায় আবার জানিয়ে দিতে চাই, জোট সরকার এই জুট মিল কোন অবস্থাতেই বন্ধ হতে দেবে না।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) : —সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জুট মিল যখন থেকে প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল তখনকার এষ্টিমেট ছিল ৬ কোটি টাকা। কিন্তু কংগ্রেস রাজত্বে সেটাকে ইনষ্টল করা যায় নি। যার জন্য কংগ্রেস রাজত্বেই এটার টোটাল কষ্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৯ কোটি টাকা। এই ৯ কোটি টাকার বিরাট বোঝা নিয়ে কংগ্রেস রাজত্বেই এই জুট মিলটাকে হাফ ডান করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সেখান থেকে এই জুট মিলটকে নূতন করে আবার চালু করার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ফিনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউট গুলির টাকা দেওয়ার কথা ছিল সেগুলি সময় মত টাকা দিতে পারেনি। যার জন্য এই জুট মিলটাকে ইনষ্টল করার ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিল। যাই হোক সেই আর্থিক সংকট থেকে বামফ্রন্ট কাটিয়ে উঠেছে এবং জুট মিলটাকে চালু করেছেন। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার এই মিলটিকে ধরে রাখতে পারছেন না। আজকে মিলটি সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার মুখে এবং চক্রান্ত করে জুট মিলের সমস্ত শ্রমিকদের ছাটাই করে দিচ্ছেন এবং মিলটিকে লক আউট ঘোষনা করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় সদস্য নকুল বাবু কি আজে বাজে বকছেন। কারণ আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি যে এই জুট মিলের বারটা বাজিয়েছে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার। এখন আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এই জুট মিলটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই জুট মিলের সঙ্গে দেড় হাজার পরিবার যুক্ত। সুতরাং আমরা বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা এবং ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এই জুট মিলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই জুট মিলের জন্য যে লোন নিয়েছেন তার একটা পয়সাও ফেরৎ দেন নি। যার জন্য আজকে আমরা ব্যাংকে গিয়ে কোন লোন পাচ্ছি না। কারণ, যে পরিমাণ টাকা লোন নিয়েছিলেন আজকে তার সুদ বেড়ে সমান হয়ে গিয়েছে তবু ও আমরা মিলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য

যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬২ স্যার।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬২ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমায় জুলাইবাড়ী আসলে কোন খাদ্য গুদাম আছে কি না,

২) থাকিলে ইহাতে খাদ্য গুদামজাত হয় কিনা এবং হইলে মাসে কত পরিমাণ খাদ্য গুদামজাত হয়?

উত্তর

১) হ্যাঁ আছে। (২) তবে এখনও গুদাম জাতের কাজ আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, বর্ষার আগেই এই দুর্গমাঞ্চল গুলিতে খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য খাদ্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা নেবেন কি না জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা অত্যন্ত সত্যি। আমরা চেষ্টা করছি বর্ষার আগেই খাদ্য গুদামজাত করা যায় কি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রত্যন্তাঞ্চল গুলিতে যেখানে গুদাম আছে সেখানে খাদ্য নেই, একেবারেই ড্রাই হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমস্ত দুর্গমাঞ্চল গুলিতে বর্ষার আগেই খাদ্য গুদামজাত করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, দুর্গমাঞ্চল গুলিতে ইতিমধ্যেই খাদ্য শষ্য পাঠানো হচ্ছে এবং বর্ষার আগেই গুদাম গুলিতে খাদ্য পরিপূর্ণ রাখার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে ওয়াগন বোঝাই খাদ্য এসে ধর্মনগরে এসে পরে রয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই সমস্ত খাদ্য শস্য পরিবহনের জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যে কনট্রাকটরকে পরিবহনের জন্য কনট্রাকট দেওয়া হয়েছিল সে খাদ্য পরিবহন করছেন না। যার জন্য বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য শস্য নিয়মিত সাপ্লাই করা হচ্ছে না, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার রেশন দোকান গুলিতে কোন খাদ্য নেই এবং বাজারে ও চাউল নাই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও এটা এই প্রশ্নের সাথে রিলেটেড নয় তবুও আমি বলছি এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটা বামফ্রন্টের সিটু কর্ম সমিতি সৃষ্টি করেছিল কিন্তু আমাদের সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডামিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে তাঁত শিল্প নিগম এবং এপেক্স উইভার্স সোসাইটি তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় কেনা বন্ধ করে দিয়েছে,

২) ইহাও কি সত্য যে গরীব তাঁতীদের বকেয়া পাওনা বিরাট অংকের টাকা গত ২ বছর ধরে পরিশোধ করা হয় নাই,

৩) সত্য হলে কত সংখ্যক তাঁতীর মোট কত বকেয়া টাকা পাওনা রয়েছে এবং এই টাকা পরিশোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে যে তাঁত শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং এপেক্স উইভার্স সোসাইটি তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রকৃত সত্য এই যে উপরিউক্ত উভয় সংস্থা তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় এর গুন ও মান বিবেচনা ক্রমে নিয়মিত ভাবে যথারীতি কাপড় ক্রয় করছে।

২) ইহ মোটেই সত্য নহে যে দু বছর যাবৎ গরীব তাঁতীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হয় নাই। বাস্তব সত্য এই য, তাঁতীদের কোন বকেয়া পাওনা একেবারেই নাই। পরন্ত হস্তশিল্প নিগম ও এপেক্স উইভার্স সোসাইটি বহু তাঁতীর কাছে আগাম সুতার দাম ও নগদ টাকা পাওনা আছে। যাহার পরিমাণ কম করেও হয়, সাত লাখ টাকা।

৩) রাজ্যে কর্মরত তাঁতীর সংখ্যা ২০, ৯৭৬ যেহেতু একজন তাঁতীর ও হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম বা এপেক্স উইভার্স সোসাইটির কাছে কোন বকেয়া পাওনা নাই, যেহেতু পাওনাদারের সংখ্যা এবং পাওনা টাকার মোট অংক জানানোর কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, ২০, ৩, ৯০ইং তারিখ থেকেই অর্থাৎ আজ থেকেই তা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন প্রকার তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় কেনা হবে না বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর আগেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ১৯, ১২. ৮২ইং তারিখ ও সরকারী নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যে কাপড় এখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে অল্প অল্প কিছু কেনা হয় সেটাও এখন দুমাস ধরে যে জায়গায় ৫০, ৬০ হাজার টাকার কাপড় কেনা হত সে জায়গায় এখন তাঁতীদের কাছ থেকে কখনও কখনও এক হাজার, দেড় হাজার টাকার কাপড় কেনা হয়। সেই টাকা ৩, ৪ মাস পরে দেওয়া হয়। গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত সাত লক্ষ টাকারও বেশী সমস্ত তাঁতীদের পাওনা ছিল যেটা পরিশোধ করা হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁতীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আগরতলায় এসে মিছিল সমাবেশ করে এবং এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে। তারপর তাঁতীদের কিছু টাকা পেমেন্ট দেওয়া হয় কিন্তু এখনও লাখ টাকারও বেশী পেমেন্ট

করা হয় নি। ইতি মধ্যে যে সব তাঁতী এখন কিছু কিছু কাপড় বিক্রি করেছে সেগুলির টাকা কিছু জমা পড়ে আছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে, রাজ্য সরকার থেকে কোন তাঁতীর কোন পাওনা নেই। তারপরও উনি এই সাত লক্ষ টাকা তাঁতীরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন করপোরেশন থেকে পাওনা রয়েছে বলেছেন এইটা আমার জানা নাই। তবে আমি স্পষ্ট বলছি যে, আমরা তাঁতীদের উন্নত মানের সুতা বিতরন করেছি যার মূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন এইটা কি সত্য যে, তাঁতীদের নিকট থেকে কাপড় না কিনে দুই নম্বরী ব্যবসা চলছে? এবং তাঁতীদের নিকট থেকে কাপড় না কিনে বাইরের মিলের এবং অন্যান্য টেক্সটাইলের কাপড় কেনা হচ্ছে। ফলে রাজ্যের তাঁতীরা তাদের বোনা কাপড় বিক্রি করার মত কোন বাজার পাচ্ছেন না এবং দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এইভাবে একটা দুই নম্বরী ব্যবসা চলছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি মন্ত্রী না মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু মন্ত্রী! না হলে উনি এসব তথ্য কোথায় পেলেন! স্যার, আমি স্পষ্ট করে বলেছি যে তথ্য আমার কাছে আছে সেটা আমি হাউসে পড়েও শুনিয়েছি। তারপরেও উনি এসব তথ্য কোথায় পেলেন তা' আমি বুঝতে পারছি না! উনার মাথা ঠিক আছে কি না সেটা আমি বুঝতে পারছি না! এই দুই নম্বরী, তিন নম্বরী ব্যবসা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হতো, এখন সেটা হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্থানীয় তাঁতীদের নিকট থেকে মাত্র এক দেড় হাজার টাকার কাপড় কিনে বাকি কাপড়গুলি ফেরত দেওয়া হচ্ছে। সেগুলি সরকার করপোরেশনের মাধ্যমে কিনছেন না। ফলে তাঁতীরা এত কাপড় বিক্রি করার বাজার পাচ্ছেনা। এবং তারজন্য তারা দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত সমস্ত কাপড় ক্রয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, একচুয়েলী যারা কাপড় দিচ্ছেন সে কাপড়গুলি বেশীর ভাগই নিম্নমানের কাপড়। আমরা তাদের যে উন্নত মানের সুতা দিচ্ছি, সে সুতা দিয়ে খুব উন্নত মানের কাপড় বোনা যায়, সেটা আমরা তাদের বুঝাচ্ছি। এবং আমরা তাদের উন্নত মানের সুতা ও সরবরাহ করছি।

মি স্পীকার : অনারেবল মেম্বার শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫১।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৯-৯০ইং সালের আর্থিক বছরে রাজ্যে কতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং

২) উক্ত প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং ঔষধপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে কি না ?

৩) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৮৯ ৯০ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয় নাই।

২) নং এবং (৩) নং প্রশ্নের উপর :—১) নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদীপক নাগ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিচার করে আমি রানিরবাজারের কথা বলছি—যেটা পূর্বের বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছিলাম যে, এই রানিরবাজারের জনসংখ্যা অত্যধিক এবং সেখানে একটা বড় হাসপাতাল এর প্রয়োজন। সেই দিক বিবেচনা করে আগামী আর্থিক বছরে রানিরবাজারে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত সেসনে বলেছি যে, এইটা পরীক্ষা—নিরীক্ষা করে দেখা হবে রানিরবাজারে যাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায়। আর জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রপোজল দিলে সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট থেকে এপ্রোবেল পাওয়া যাবে। এবং এপ্রোবেল পাওয়া গেলে আমরা রানিরবাজারে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলতে পারব।

দীপক নাগ :—এক শ্রেণীর কর্মচারী আছেন, সাপ্লাইয়ের সংগে যারা অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে রাজ্য সরকারকে হেয় করতে চাইছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ? দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে অনেক সময় আগরতলার জি, বি ও ভি, এম হাসপাতালে অনেক কর্মচারী রাজ্যসরকারকে হেয় করার জন্য কমপ্লেন তুলে দিচ্ছেন যে ব্লেইড নেই, সুঁইজ নেই ইত্যাদি। এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? বিশেষ করে সেই সমস্ত কর্মচারীদের সমাজের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—(স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের দুর্নীতি থাকতে পারে আমি এই ব্যাপারে আগেই ঘোষণা করেছি যে, যারা সরকার বা পাবলিকের স্বার্থে আঘাত হানবে তা দরকে আমরা শাস্তি দিব। ঔষধ-পত্রগুলি যাতে রোগীরা পেয়ে থাকেন তার জন্য আমরা একটি শক্ত কমিটি গঠন করেছি। আগামী মাস থেকে এটা কার্যাকর করা হবে। সমস্ত কর্মচারী সুষ্ঠ ভাবে কাজ করছে কিনা তাও ঐ কমিটি দেখবেন। এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে কমিটি রিপোর্ট করবেন। রিপোর্ট পাওয়ার পর দোষী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা (পেঁচারথল) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কাঞ্চনপুর ব্লকের ভাংমুন গ্রামে, জম্পুই পাহাড়ে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এটা এখনও খোলা হচ্ছে না। এটা অতি সত্বর খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটার কনষ্ট্রাকশান অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে তবে জল সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে না পারাতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। আগামী ৭ তারিখে এটা খোলা হবে। ওয়াটার কেরিয়ার নিয়োগ করে আমরা এটা খোলার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীদীপক নাগ :—রাজ্যে যে সমস্ত প্রাথমিক হাসপাতাল আছে সেগুলিতে ঔষধ-পত্র ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? কারণ অনেক জায়গা থেকে আমাদের কাছে কমপ্লেন আসে যে হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা বলেন, আপনারা ঔষধ কিনে নিয়ে আসুন, রোগীদেরকে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ সমস্ত সাবডিভিশনের হাসপাতালগুলিতে ঔষধের সরবরাহ বাড়িয়ে দিয়েছি ! গত বছর আমরা ঔষধ ক্রয় করেছিলাম ৯৬ লক্ষ টাকার। আর এবার কিনেছি এক কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার। এবার ঠিকভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। তারপর ও আমরা বাইরে থেকে ১ কোটি টাকার ঔষধ এনে রেখেছি। কাজেই এই সমস্ত হাসপাতালে ঔষধের ক্রাইসিস আছে বলে আমার জানা নেই !

শ্রীরতন লাল ঘোষ :—আমরা জানি যে, রাজ্য সরকারের হাসপাতালগুলিতে অনেক ঔষধ আছে। অনেক টাকার ঔষধও কিনেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখার ডাক্তাররা যে প্রেস কনফারেন্স করে তার মধ্যে সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদের আর একটি এসোসিয়েশন (এ, টি, জি, ডি, এ) জুয়েন্টলি কনফারেন্স করে, হাসপাতালগুলিতে যে অব্যবস্থা চলছে তার সম্পর্কে; সমস্ত পরিস্থিতিটা কে সামনে তুলে ধরেছেন, কি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা জবাব দেবেন কি ? এই হাসপাতালগুলির যে টাকার হিসাব দিলেন, সেইগুলি গেল কোথায় ? কোন হাসপাতালে গিয়ে একটি বড়ি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। স্যার, এই যে হাসপাতালে রোগীদের সেলাইন দিতে হয়, সেই সেলাইন পর্য্যন্ত নেই। বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। রোগীদের যে ইনজেকশন দিতে হয়, সেই ইনজেকশনের সুইজ বাজার থেকে কিনে আনতে হয়. ইনজেকশন কিনে আনতে হয়। এইগুলি হল বর্তমান পরিস্থিতি। অর্থোপেডিস এবং সার্জারিতে কটন নেই, ব্যেণ্ডেজ নেই এই রকম পরিস্থিতি চলছে হাসপাতালগুলিতে। হাসপাতালগুলিতে একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে, খরচ পত্রের টাকার যে হিসাব দিলেন, আর প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি তো উনাদের ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন না,

কোন কর্মচারী বিশ্বাস করেন না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটি নাগরিকও বিশ্বাস করতে পারছে না। অনাস্থা এসে পরেছে উনাদের পদত্যাগ করা উচিৎ।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পেপারের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। পেপারে যে কেউ প্রেস কনফারেন্স করতে পারে। অফিসিয়েলী এই রকম কোন দাবী আমার কাছে পেশ করেন নাই। যদি তারা এই ভাবে কনফারেন্স করে থাকে, তাহলে তারা দায়ী, দে আর দি এডমিনিষ্টেটর দে আর রানিং দি হসপিটল, তাহলে তারা নিজের গালে নিজে থু থু ফেলছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীঅরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে মাষ্টার ডিগ্রি হোল্ডার, অনার্স গ্রেজুয়েট, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পাশ করা কতজন শিক্ষিত বেকার রয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক)	মাষ্টার ডিগ্রি হোল্ডার	১, ৪৬৯ জন,
খ)	অনার্স গ্রেজুয়েট	১, ৮৭২ জন,
গ)	গ্রেজুয়েট	১১, ২৯৮ জন,
ঘ)	উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ও সমতুল্য	১৭, ৬৮০ জন,
ঙ)	মাধ্যমিক পাশ ও সমতুল্য	৪১, ৪০০ জন.

২) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছেন :—

ক) বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা রূপায়িত করে কর্ম সংস্থানের পরিকাঠামো তৈরী করতে সচেষ্ট রয়েছেন।

খ) বিভিন্ন দপ্তরের খালি পদগুলি পূরণের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

গ) এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর ই পি ও আই, আর, ডি, পি এবং জে, আর, ওয়াই ইত্যাদি প্রকল্প প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

ঘ) স্ব-নির্ভর প্রকল্প স্থাপনে শিক্ষিত বেকারদের প্রয়োজনীয় লোন ও অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

ঙ) ষ্টাপ সিলেকশান কমিশন এর মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে খালি পদ পূরণার্থে গৃহীত পরীক্ষা দিতে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ত্রিপুরার প্রার্থীগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

নেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার শিক্ষা দপ্তরে আজ অবধি কত সংখ্যক খালিপদ পূরণ করার অপেক্ষায় আছে, জানাবেন কি?

শ্রীঅরুন কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে, আমি তার জবাব দেব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সিডিউলড ট্রাইবসদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পাশ কত সংখ্যক বেকার আছে, দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীঅরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :—আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে, আমি তার জবাব দেব।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—স্যার, এখানে উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তাদের সরকার ৮, ২১৪ জনকে চাকুরী দিয়েছেন, তার মধ্যে এস, সি, রয়েছে ৯৮৪ জন এবং এস, টি রয়েছে ১, ৫৯০ জন। কাজেই, এস, সি এবং এস, টির যে পার্সেন্টেজ রয়েছে, সেটা তো এখন পর্যন্ত পূরণ করা গেল না, এর কারণটা কি আমরা জানতে চাই?

শ্রীঅরুন কর (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জোট সরকার ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার সঠিক ভাবে মেন্টেইন করে চলেছেন এবং যে সব ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টারের অন্তর্ভুক্ত পদ খালি পড়ে আছে, সেগুলি পূরণ করার জন্য ইতিমধ্যে সরকার থেকে একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কাজেই আশা করা যায় যেখানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলি শীঘ্রই পূরণ করা সম্ভব হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—স্যার, উনি যে ভাবে স্পেশাল ড্রাইভের কথা বলে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাতে আমরা আদৌ সন্তুষ্ট নয়, কারণ আমরা জানি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে এস, টি এবং এস, সির কোটা পূরণ না হওয়ার জন্য, অনেক পদই খালি পড়ে আছে?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এস, টি এবং এস, সির জন্য রিজার্ভেশন রাখাটা একটা কনষ্টিটিউশান্যাল প্রভিশন। আমরা তাদের আমলের ১০ বছরে দেখেছি যে বিভিন্ন পোষ্টে এস, টি অথবা এস, সির ক্যাণ্ডিডেট থাকা সত্বেও সেগুলি পূরণ করা হয় নি, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এস, টি অথবা এস, সির পোষ্টগুলি ডি-রিজার্ভেশন করা হয়েছে।

(**বিরোধী বেঞ্চ** :—স্যার, উনি সরকার রেকর্ড না দেখেই নিজেই সব তৈরী করে বলছেন। আমরা তো মন্ত্রীদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেতে চাই?)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমরা সরকারে আসার আগে ৪. ৫০০ মত খালি পদ ছিল এবং ক্যাণ্ডিডেট থাকা সত্বেও সেগুলি পূরণ না করে ব্যাক লগ করে রাখা হয়েছিল। এমন কি তাদের আমলে হোমগার্ড নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হত না, কিন্তু আমরা আসার পরে সেই হোম গার্ড নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার ঠিক ঠিক ভাবে পালন

করা হচ্ছে, তার প্রয়োজনীয় নির্দেশও আমরা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তাদের আমলে যে ব্যাক লগ রেখে গিয়েছেন, সেটাকে ত্রিয়ার আপ করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে মন্ত্রী পর্য্যায়ে একটা সাব কমিটি তৈরী করেছি এবং সেই সাব কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এস, সি এবং এস, টির কোটা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে রুরাল হাসপাতালের সংখ্যা কত ?
২) বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে রুরাল হসপিটালে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট আছে কিনা ?
৩) যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ করা হবে ?
৪) যদি না করা হয়, তবে তার কারণ ?

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট ৮টি রুর্যাল হসপিটাল আছে।
২) মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে রুর্যাল হসপিটালে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩)
৪) প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৫২।

প্রশ্ন	উত্তর
1) Is it a fact that the machines commissioned at Barjala in 1982 for production of Match splint and veneers still are lying idle ?	১) হ্যাঁ।
2. What was the amount of expenditure involved in installation of those machines ?	২) উক্ত মেশিনের জন্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

3. Will the Department take necessary step to investigate the reasons of said machined remaining idle ?

৩) হাঁ।

মিঃ স্পীকার (কুলাই) :—স্যার দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল : মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং নং ১৪৪,

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার আমবাসা এবং কৈলাশহর মহকুমার ধুমাছড়া ও নেপাল টীলা এই তিনটি জায়গাতে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হসপিটাল তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১) উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার আমবাসা কৈলাশহর মহকুমার ধুমাছড়া ও নেপাল টীলা এই তিনটি জায়গাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।
২) যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না ?	২ ও ৩ ধুমাছড়া এবং নেপাল টীলাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জমির জন্য নির্দিষ্ট কতৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। আমবাসার জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গিয়াছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তর নির্মাণ কার্য্যের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পূর্ত দপ্তরকে দিয়েছেন।
৩) যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহা হইলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে ?	

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সবকিছুর প্রস্তুতি চলছে। আমবাসা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কাজেই কাজেই কাজটা টেণ্ডার ইত্যাদি করে তাড়াতাড়ি করা হবে কি না ? নেপাল টীলা এবং ধুমাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য জমির ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন ডিপার্টমেন্ট টেক আপ করতে পারে।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি কাজটা করার জন্য। নেপাল টীলা এবং ধুমাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য জমি ঠিক হলে সেটা এস, ডি, এম ওকে জানালে তাড়াতাড়ি হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪৭,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে চাচু বাজারে প্রস্তাবিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে কিনা,

২) যদি না হয়, তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) ভারত সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত জন সংখ্যার অনুপাতে ঐ স্থানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—গত বৎসর ঐ চাচু বাজার উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য করা হয়েছিল বলে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ এলাকায় ১১টি গাঁও সভায় ১৫০০ থেকে ২০০ হবে গাঁও পঞ্চায়েত আছে। সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—১৯৮১ সালের লোক গননা অনুযায়ী মোহনপুর ব্লকে ১, ৩৫, ১০২ জন লোক আছে। সেখানে আগেই ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল। মোহনপুর, কাতলামারা ও নরসিংগড়। এ ছাড়া আরো ৩টি লংকামুড়া, লেফুঙ্গা ও বামুটিয়াতে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেশন্যাল হেলথ গাইড অনুযায়ী অ-উপজাতি এলাকায় ৩০ হাজার এবং উপজাতি এলাকায় ২০ হাজার লোকের বাস হলে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায়। তবে বিষয়টি আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অল ইণ্ডিয়ার প্যাটার্ণ যাই থাকুক না কেন, ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ কন্সিডারেশানে স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য চাচু বাজারের কথাটি বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :—আপনিতো ১০ বছর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখন কি করেছিলেন ?)

স্যার, বামফ্রন্ট যতদিন সরকারে ছিল ততদিন সবচেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চল গুলিকেই। ত্রিপুরার পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার জন্য।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—ট্রাইবেল অঞ্চলের বেশ কয়েকটি জায়গায় আমরা রুলসকে রিল্যাক্স করে করেছি। চাচু বাজারেও করা যায় কিনা তা আমরা দেখব এই আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যকে দিতে পারি। তবে অলরেডি ৬টা হয়ে গেছে। লোক সংখ্যা মাত্র, ১, ৩৫, ০০০ এর

মত। তবে ট্রাইবেল এলাকা হিসাবে সেখানে কন্সিডার করা যায় কিনা তা দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐখানকার ডিসপেনসারীতে গত ১১ মাস আগে একজন ডাক্তার ও নার্সকে কি কারণে, কোথায় বদলী করা হয়েছিল ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া যাবে।

মি: স্পীকার :—নাও কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমার একটা এডজোর্নমেন্ট মোশান ছিল। স্যার, যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে সে অবস্থাতো আর চলতে দেওয়া যায় না। আমার এডজোর্নমেন্ট মোশানটি ছিল— "সদর মহকুমার বসন খোলার বাসিন্দা শ্রীরমণ মারাক নামক জনৈকা মহিলা পুলিশ কর্মীকে তাঁর বাসস্থান কৈলাশহর মহকুমার দারচুই হতে কর্মস্থল ফটিকরায়ে যাওয়ার পথে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ কর্তৃক কুমারঘাট নামক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে ১৬ই মার্চ, ১৯৯০ইং থেকে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম আগরতলা থানার লক্ আপে রেখে অমানুষিক নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—এ সম্পর্কে আজকে একটা কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেটার উপর রিপ্লাই দেবেন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি অনুরোধ করছি, আপনারা বসুন। এ সম্পর্ক আজকে একটি কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছে।

(ইন্টারাপশান)

মি: স্পীকার :—এই সভা আমি ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুক্ষণ আগে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ যে আচরণ এই হাউসে করলেন একটা এডজোর্নমেন্ট মোশানকে কেন্দ্র করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী আমাকে আক্রমন করতে এগিয়ে এসেছিলেন, হাউসের ডেকোরাম সমস্ত কিছু ভঙ্গ করেছেন।

(গণ্ডগোল)

স্যার, যে বিষয়ের উপর উনারা এডজোর্নমেন্ট মোশান এনেছেন সে বিষয়ের উপর উনাদের কলিং এটেনশ্যানও ছিল, যেখানে উনাদের আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এই আচরণটা কি এখানে শৃঙ্খলা হীনতা নয়, হাউসকে অবমাননা করা হয় নি ? স্যার, তাই আমি এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাইছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—সাইলেন্স প্লিজ।

(ভয়েস ফ্রম দি অপজিশ্যান বেঞ্চ—উনাকে গুলি করে মারা উচিত)

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, এটা নিয়ে আগে আলোচনা হোক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা বসুন। আপনাদের আমি বলছি, উনি উনার বক্তব্য স্পীকারের কাছে বলেছেন, আপনারাও আপনাদের বক্তব্য স্পীকারের কাছে বলতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, সারা ত্রিপুরায় মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, কোন মানুষের নিরাপত্তা নেই—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—সিট ডাউন প্লিজ।

(ভয়েজ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ—সুধীর বাবুই হচ্ছেন অপরাধী)।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, ঐ পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি বারে বারে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা বসুন। আমি অনুরোধ করছি পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস এণ্ড প্রসিডিউর এবং আচরণ-বিধি মেম্বারদের দেওয়া আছে আপনারা সবাই সেটা মেনে চলবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল কুমার চাকমা।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হল :— ধর্মনগর মহকুমার পেঁচারথল ব্লকাধীন ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ ইং সিদংছড়ার নিকটে বিঃ এস, এফ, এর গুলিতে মদন চাকমা ও তার সঙ্গী নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে

পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি ২৩ ৩ ৯০ইং আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :—আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হল— "সদর এ, ডি, সি, এলাকায় জম্পুইজয়-নগর এবং রামপুর এলাকায় যে কাজ চলছে সেখানে শ্রমিকরা ঠিকমত মুজুরি পাচ্ছে না সে সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীঅরুন কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কর্তৃক উৎথাপিত বিষয়ের উপর আমি আগামী ২৪ | ৩ ৯০ইং আমার উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার —আমি আজ আরেকটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়-বস্তু হল। "গত ১৭ই মার্চ, ১৯৯০ইং তারিখের "ডেইলি দেশের কথায়" দেউলিয়া জোট সরকার এবার এস, টি, এস, সি, নিগমে হাত দিল, ফিক্সড ডিপোজিট সহ সাড়ে সাত কোটি টাকা তুলতে দৌড়ঝাপ—ব্যাংক কর্তৃ-পক্ষের আপত্তি" এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মূখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২৭/৩/৯০ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :—স্যার, আজকে আমাদের কয়েকটি রেফারেন্স নোটিশ ছিল

কিন্তু সেগুলি একটিও আসেনি, তার কারন কি? গত কালকেও আমরা রেফারেন্স নোটিশ দিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলি আসেনি। আমরা তার কারণ জানতে চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমাদের এম, এল, এ-রা নিজেরা এসে এই নোটিশগুলি দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমাদের একটি নোটিশও আসছে না তার কারণ কি?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা সকলে একসঙ্গে বললে তো হবে না। আমাকে বলতে দিন। আপনারা আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে আপনারাই প্রশ্ন করছেন, আবার আপনারাই তার জবাব দিচ্ছেন। আমাকে বলতে দিন।

আপনারা যখন নোটিশ দেবেন তখন আপনাদের নোটিশের উপরে সময় লিখে রাখবেন। এবং নিয়ম হচ্ছে ৯' ১৫ মিনিটের পূর্বে সেটা দিতে হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—স্যার, আমি তো ৯' ১৫ মিনিটের আগেই এসেছিলাম কিন্তু তখন তো কোন ষ্টাফ আসেনি, অফিসের দরজা বন্ধ ছিল। তখন বাধ্য হয়ে আমাদের সেখানে যারা গার্ড থাকেন তাদের হাতে দিতে হয়। এবং দেখা যায় যে, ১০ টার পরে ও ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা নোটিশ দিলে সেগুলি এডমিটেড হচ্ছে আর আমরা তার আগেই দিলেও আমাদেরটা এডমিটেড হচ্ছে না। তার কারণ কি?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা নোটিশের উপর টাইম লিখে রাখবেন, তাহলে আমার পক্ষে সেটা দেখতে সুবিধা হবে এবং সিরিয়েল অনুসারে সেগুলিকে এডমিটেড করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মিঃ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন বামফ্রন্ট সরকারের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী আমরা এই ভাবে বলায় আমাদের সভা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এবং আমাদের সামনেই তদানিন্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীবিমল সিন্‌হা আমাদের নোটিশ এবং কোয়েশ্চানগুলি তিনি নিজের হাতে ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, এটা আমাদের সামনেই করেছিলেন। তখন আমাদের কোন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হত না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ যে বলেছেন তদানিন্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীবিমল সিন্‌হা তাঁদের নোটিশ নিজের হাতে ছিড়ে ফেলে দিতেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। এই বক্তব্য হাউসের প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করা হোক। আর উনি কি চান যে, আমাদের এখানে থেকে বের করে দেওয়া হোক?

মিঃ স্পীকার :—না, না, আমি আপনাদের এই এস্যুরেন্স দিচ্ছি যে এইভাবে বিনা কারণে কাউকে হাউস থেকে বের করে দেওয়া হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এই নোটিশ জমা দেওয়া সম্পর্কে আপনি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম করে দিন।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের বলে দিচ্ছি যে, আপনারা যখন নোটিশ দেবেন তখন সকাল ৯' ১৫

মিনিটের মধ্যে দিবেন এবং নোটিশে সময় উল্লেখ করে দিবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে উল্লেখ্য বিষয়টি (রেফারেন্স পিরিয়ড) গত ১৯/৩/৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এবং উত্থাপিত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তুটি হলো :—"১০/৩/৯০ইং বিকাল ৫টা ৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া মহকুমার মাইছড়া বাজারে প্রকাশ্য দিনের বেলায় রাস্তার উপর সি, পি, এম, দুস্কৃতকারী দ্বারা কংগ্রেস (আই) কর্মী শ্রমিক রামেশ্বর মালাকার হৃষিকেশ মজুমদার, কৃষ্ণ বৈষ্ণব পরিকল্পিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর ভাবে জখমপ্রাপ্ত হওয়া এবং পরে জি, বি, তে রামেশ্বর মালাকার মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটীশটির বিষয়বস্তু হলো :— ১০/৩/৯০ইং বিকাল ৫টা ৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া মহকুমায় মাইছড়া বাজারে প্রকাশ্য দিনের বেলায় রাস্তার উপর সি, পি, এম, দুস্কৃতকারী দ্বারা কংগ্রেস (ই) কর্মী শ্রমিক রামেশ্বর মালাকার, হৃষিকেশ মজুমদার, কৃষ্ণ বৈষ্ণব পরিকল্পিতভাবে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর ভাবে জখমপ্রাপ্ত হওয়া এবং পরে জি, বি, তে রামেশ্বর মালাকার মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

"গত ১০/৩/৯০ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৫ ঘটিকায় সময় বিলোনীয়া মহকুমাস্থ বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত পূর্ব কলাবাড়িয়া নিবাসী সর্ব্বশ্রী পবন দে, সাধন দে, শিবু দে, অন্যান্য কয়েকজন মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাইছড়া বাজারে অবৈধভাবে সর্ব্বশ্রী রামেশ্বর মালাকার, ঋষিকেশ মজুমদার ও কৃষ্ণধন বৈষ্ণবের উপর হঠাৎ করে আক্রমন চালিয়ে গুরুতর জখমপ্রাপ্ত করে।

ঘটনাটি বিলোনীয়া থানাধীন কলাবাড়িয়া নিবাসী শ্রীগোপাল কৃষ্ণ মালাকারের অভিযোগমূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৩৪১ | ৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং (৯(৩)৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ আহত উপরোক্ত তিনজনকে প্রথমে বিলোনীয়া হাসপাতালে এবং পরে আঘাত গুরুতর বিধায় আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে সু-চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। আহতদের মধ্যে রামেশ্বর মালাকার ঐ দিনই অর্থাৎ ১০-৩-৯০ইং রাত্রি অনুমান ১০-১১মিঃ এর সময় মারা যান। আহত শ্রীকৃষ্ণধন বৈষ্ণব ও শ্রীঋষীকেশ মজুমদার বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। তদন্তকারী অফিসার রামেশ্বর মালাকারের মৃত্যুর ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করার জন্য মাননীয় আদালতে আবেদন করেন।

আসামীরা পলাতক বিধায় এখন পর্যন্ত কাহাকে ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাদেরকে

গ্রেপ্তার-এর জন্য পুলিশ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে নিহত ও আহত ব্যক্তিদ্বয় কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং দুষ্কৃতকারীগণ সি, পি, (আই) এম দলের সমর্থক। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে বিলোনীয়ায় ২১-১২ ৯১ইং নলুয়া ঘটনা ঘটানোর আগে, ১৯ তারিখ সেখানে একটা মিটিং হয়েছিল এবং এখানেও দেখা যায় যে, ১০-৩-৯০ইং বিকেল ৩ ঘটিকায় মাইছড়ায় নেমাই দেবনাথের বাড়ীতে একটা মিটিং হয়েছিল। এবং সেই মিটিং এ সাধন দে, স্বপন দেবনাথ, শীবু দে সুজিত বৈদ্য সমস্ত সি, পি, এম, গুণ্ডারা বেলা থাকতে বাজারের মধ্যে, রামেশ্বর মালাকার যখন বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তারা পরিকল্পিত ভাবে আক্রমন করে। এখানে বলা যেতে পারে যে, ঘটনা ঘটনার ১ থেকে ২ দিন আগে মাননীয় সদস্য বাদল বাবু সেখান দিয়ে গেছেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, প্রত্যেকটা জায়গায় এই সমস্ত ঘটনা ঘটানোয় যে প্রচেষ্টা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ এই তথ্য আমার এইখানে নেই। তবে মাননীয় সদস্য এ তথ্য তদন্তকারী অফিসারের নিকট দিতে পারেন।

শ্রীরতন লাল ঘোষ :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা সে মজলিশপুর কনষ্টিটিউন্সির সি, পি, আই- এর প্রার্থী মানিক দে, ওনার সাথে যে, সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে সাধন দেবনাথ এবং স্বপন দেবনাথ যাদের বাড়ী মাইছড়ার বাজারের কাছাকাছি এবং ঐ খুনের সাথে ওনি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। মাইছড়ার বাজারের সমস্ত জনগন এবং দোকানদাররা প্রত্যেকে দেখছে বিকালবেলার এই ঘটনার সাক্ষী। তার এই স্বপন দেবনাথ, যে সি, পি, এমের কে গুডেন্ট ছন্স মানিক দেব সাথে রয়েছে এই তথ্য আছে কিনা এবং ওনাকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার এই তথ্য যদিও আমার কাছে নেই, তবে আমার কাছে এই খবর আছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ১০ তারিখ যে ঘটনা ঘটল এবং এই ঘটনাকে আড়াল করার জন্য এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত এটা এই ভাবে বুঝা যায়। দেখা যায় যে, ১৪ তারিখ ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় একটা খবর ছাপানো হয়েছে যে বিধায়ক বাদল বাবুকে মাইছড়াতে ৪ তারিখ কংগ্রেসী গুণ্ডারা নাকি আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সরকারী কেইস বা সরকারের কাছে কোন অভিযোগ আছে কিনা যে ওনাকে এই ভাবে আঘাত করা হয়েছিল। না ঘটনাটা পরিকল্পিত নাকি ঘটনাটা সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। যে সেটি কোথাও মাননীয় সদস্য ... করবার জন্য চেষ্টা করেছে এবং এই ধরণের উত্তেজনা ... দেখতে পাই এবং আজকে পরবর্তী সময় বলব, ... এই সমস্ত ... করার জন্য উত্থা ... ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন আসলে ঘটনা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রীর তথ্যে আছে কিনা যে, সেই দিন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির একটা মিটিং ছিল এই মাইছড়াতে এবং এই মিটিং করার জন্য বিলোনীয়া থেকে যখন নারী নেত্রীরা যাচ্ছিলেন,

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আবার বলুন কার মিটিং হচ্ছিল,

শ্রীবাদল চৌধুরী :—গণতান্ত্রিক নারী সমিতির। মিটিংটা ছিল একটা ঘরোয়া সভা, তারা যখন বাস থেকে নামেন এবং একটু অগ্রসর হচ্ছিলেন সেখানে ইটভাটার কাছে তাদের রামেশ্বর মালাকার, নারায়ণ চক্রবর্তী, এবং নোয়াগাং থেকে আর একজন ভারাটে গুণ্ডা, তারা কয়েকজন এদের উপর আক্রমণ করে। সেখানে পাশের কুমুদ দেবনাথের বাড়ীতে জমায়েত হচ্ছিলেন মিটিং করার জন্য। সেই সময় এই মহিলার ছুটে এসে তাদের রক্ষা করেন এবং সেখান থেকে তারা মিটিং বাতিল করে দিয়ে মহিলারা বাড়ী ঘরে চলে যান। যারা বিলোনীয়া থেকে গিয়েছিলেন তাদের গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য তারা বাজারে আসেন। সেখানে নিমাই দেবনাথ সি পি এমের লিডার তারা সেখানে কাজকর্ম করেন। তিনি দুলাল দাসের মিষ্টি দোকানে ছিলেন। সেখানে দুইজন কংগ্রেস কর্মী লালমোহন মজুমদার এবং জগদীশ মজুমদার তারা তাকে ডেকে তারক বন্ধু দাস (তারক ভাণ্ডার) এর দোকানে নিয়ে যান। সেখানে তার কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতে থাকেন এবং তদন্ত করতে থাকেন। এমন সময় সেখানকার যে ডেভালাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান তাকে লোকে মন ভাণ্ডার বলে। তার ছোট ভাই ভানু দে সে নিমাই দেবনাথকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে যায়, এবং এই রামেশ্বর মালাকার, জগদীশ ভৌমিক কৃষ্ণ বৈষ্ণব এর কয়েকজন নিমাই দেবনাথকে মারধর করতে শুরু করে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে, তখন কংগ্রেসী একজন নেতা বিনোদ দেবনাথ তাকে সেখানে রক্ষা করার জন্য যান এবং তিনি ও আহত হন গুরুতর ভাবে এবং সেখানে রক্ষা করার জন্য যখন যান তখন সেখানে সংঘর্ষ হয় এবং দুঃখজনক মৃত্যু ঘটে এই রামেশ্বর মালাকারের। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি যে গত দুই বছর ধরে আমরা বিলোনীয়া মহকুমার মাইছড়া এবং অন্যান্য জায়গাতে কোন রকমের মিছিল অথবা মিটিং করতে পারি নি, মহকুমার বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের সি, পি, এম কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে এবং গত দুই বছরে ঐসব এলাকার কংগ্রেসের লোকেরা আমাদের ১৯ জন সি, পি, এম কর্মীকে খুন করেছে, ৫০টি পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও বিভিন্ন এলাকাতে এ,

সি, পি, এম কর্মিদের ভয় ভীতি দেখিয়ে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে, এটা সত্য যে গত দুই বছর ধরে সি পি. এমের নেতা এবং কর্মিরা কংগ্রেসী কর্মিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের যুক্ত বাড়া করার চেষ্টা করে আসছে যে তারা কংগ্রেস কংগ্রেস কর্মিদের দ্বারা সর্বত্র আক্রান্ত হচ্ছে এবং নিজেরাই বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে অথবা খুন খারাপি করে কংগ্রেস কর্মিদের উপর দোষারূপ করছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—গত দুই বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য সরকারী সিকিউরিটি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল এবং মিটিং করে উত্তেজনা-মূলক বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের লোকদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে, এমন কি তারা নিজেরাই বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন মারদাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থেকে এই জোট সরকারের অংশীদার দলীয় কর্মিদের আক্রমন চালাচ্ছে, এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ করেছেন, আমরা সেগুলি তদন্ত করে দেখব এবং তদন্ত রিপোর্ট পেলে পর তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তিন জন আহত হয়েছেন বলে বলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানাতে বিভিন্ন অভিযোগে বেশ কয়েকটি এফ, আই, আর করা আছে, এগুলি আপনার জানা আছে কি ? এবং মাননীয় বিধায়ক যিনি এই রেফারেন্স এর নোটিশ টা দিয়েছেন, তিনি নিজেও অবগত আছেন যে যাদের হাতে শ্রীমাখলাল ভট্টাচার্য্য খুন হয়েছিলেন এবং বিলোনিয়া মহকুমার অন্যান্য খুন খারাপির সংগে যারা যুক্ত আছেন, তাদেরকে দিয়ে এই খুনটা করানো হয়েছে, যাতে সি, পি, এম কর্মিদের উপর দোষারূপ করা যায় ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এই খুনের ঘটনায় যে রামেশ্বর মালাকার মারা যান, সে আগে ও তিন তিন বার বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়েছিলেন এবং আহত হয়ে জি. বিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মাই-ছড়াতে যে ঘটনা করা হয়েছে, সেই ঘটনার মাধ্যমে যাতে নলুয়ার মত আরও একটা পশ্চাদপদ সৃষ্টি করা যায়, তার জন্য ডি. ওয়াই, এফ এবং এস, আই এফের নেতারা বিশেষ করে সেই সব নেতাদের মধ্যে একজন দত্ত বিলোনীয়া থানায় তাদেরই ১৩ নং ফোন থেকে জানিয়েছেন যে তাদের মহিলা সংগঠনের দুইজনকে কংগ্রেস কর্মিরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে, মেরে ফেলার জন্য। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে তারাই আবার ফোন করে থানায় জানিয়ে দিয়েছে যে না তাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তারা অপহরণ হয় নি। কাজেই এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার এটা তো সি, পি, এম দলের নেতা ও কর্মিদের একটা ষ্ট্রেটেজি, কেন না, আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে তারা কাকে খুন করবে সেটা আগে থেকে ঠিক করে যিনি খুন হবেন, তার বিরুদ্ধে যত রকমের কুৎসা আছে, তা প্রচার করে তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে তারপর তাকে খুন করে বলা হবে যে পাগলটাকে অমুক খুন করেছে। এই জিনিস টা শুধু আজকেই নয়, আমরা বিগত ১০ বছর যাবত তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছি, তার থেকেই তাদের এই ষ্ট্রেটেজিটা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। স্যার, বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়ার ঘটনাও আমরা এটা লক্ষ্য করেছি এবং মাননীয় রাজ্যপাল যখন মাননীয় বিধায়ক বাদল বাবুকে সংগে নিয়ে নলুয়া পরিদর্শনে যান, তখন সেখানে উপস্থিত জনসাধারণ রাজ্যপালকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন যে এই ঘটনার জন্য দায়ি সি, পি, এমের ক্যাডার বাহিনী এবং তাদের নেতা বাদল বাবু নিজেই। আজকে স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণও এই সি, পি, এম দলের খুন খারাপির ষ্ট্রেটেজি টা কি, তা জানেন।

স্যার, এখন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা এটা, উনার আরেকটা কায়দা হচ্ছে যে একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না এই বলে গোজব রটা হানা দেওয়া। কিন্তু পরে দেখা যায় সেই ব্যক্তি শশুরবাড়ে হাজির। এই সমস্ত ঘটনা দিয়ে এলোকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে আইন শৃঙ্খলার নামে যে অশান্তী আপনি সৃষ্টি করছেন সেটা বন্ধ করুন। বার বার পুলিশের খাতায় আপনার নাম আসছে। আপনি জন প্রতিনিধি। এই সরকার জন প্রতিনিধিকে সম্মান দেয়। এই ভাবে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করবেন না। এই সরকারকে সাহায্য করুন। তাতে দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে এবং সি, পি, এম এবং কংগ্রেস সব পার্টির পক্ষেই মঙ্গল হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটাকে হাউসে উৎথাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো "গত ১৬ই মার্চ ১৯৯০ইং পারবালা মারাক নামক জনৈক মহিলা পুলিশ যাঁকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট থেকে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার করে চারদিন থানা লক্ আপে বে-আইনী ভাবে আটক রেখে নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আগামী কল্য আমি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাউসে উৎথাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো — সোনামুড়া মহকুমায় তৃষ্ণা প্রকল্পে অতি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার ফলে এ অনচলের জন সাধারণের ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে। আমি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশের উপর আগামীকল্য বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এই হাউসে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল — গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৯০ ইং আগরতলার পূর্ব কোতয়ালী থানার ইন্দ্রনগরের আচার্য টিলার বাসিন্দা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কমঃ সোহরা হোসেনকে বাড়ী ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হওয়া এবং পরবর্তী সময়ে ১৪ই জানুয়ারী জি, বি, হাসপাতালে মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২৩-৩-৯০ ইং এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩-৩-৯০ ইং এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

মিঃস্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'১১-৩-৯০ ইং সোমবার রাত্রে জোলাইবাড়ীর মধ্য পিলাক গাঁওসভার উন্নয়ন কমিটির সদস্য কংগ্রেস (আই) কর্মী পূর্ণধন ত্রিপুরার বাড়ীতে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানোর ঘটনা সম্পর্কে'।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, '১২-৩-৯০ ইং সোমবার রাত্রে জোলাইবাড়ীর মধ্য পিলাক গাঁও সভার উন্নয়ন কমিটির সদস্য কংগ্রেস (আই) কর্মী পূর্ণধন ত্রিপুরার বাড়ীতে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানোর ঘটনা সম্পর্কে।

স্যার, গত ১২-৩-৯০ ইং রাত অনুমান ১ ঘটিকার সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইকোড়া থানাধীন পূর্বপিলাক নিবাসী শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরার পুত্র শ্রী জীবন ত্রিপুরা মহাশয়ের বসত বাড়ীর গরুর ঘরে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ফলে ঘরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

উপরোক্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি বাইকোড়া থানায় গত ১৪-৩-৯০ ইং তারিখ দৈনিক নং ৪৫৩

নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্ত কার্য্য শুরু করা হয়। তদন্ত কালে জানা যায় যে ভস্মীভূত ঘরটির ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ৫০০ টাকা হইবে এবং আগুনে ৪টি গরু সামান্য জখম প্রাপ্ত হয়।

তদন্তে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি নাশকতা বলে কোন প্রমান পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি দুর্ঘটনা-জনিত কারনেই ঘটিয়াছে বলে প্রকাশ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই নধ্য পিলাক অঞ্চলটি হচ্ছে ট্রাইবেল-বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল? এই এলাকার মধ্যে গরু ঘরের মধ্যে প্রথম আগুন লাগে। ট্রাইবেল-বাঙ্গালীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে দাঙ্গা লাগানোর কোন চেষ্টা চলছে কিনা তা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য নেই। তবে মাননীয় সদস্য-এর কাছে থাকলে তা তদন্তকারী অফিসারকে জানাতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই মধ্য পিলাক এলাকাটি সম্পুর্ণ ট্রাইবেল গ্রাম। জোলাইবাড়ী থেকে কিছু বাঙ্গালী পরিবার এনে এখানে বসান হয়েছে ট্রাইবেল বাঙ্গালীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার জন্য এটা ঠিক কিনা?

শ্রীসুধীর রন্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— না, আমার কাছে এরকম কোন তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হযেছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'স্যন্দন পত্রিকার ১৮-৩-৯০ তারিখে জনতা বামফ্রণ্ট নাবছে জেল ভরো আন্দোলনে অস্ত্র হাতে নেবার আমন্ত্রণ সি, পি, এম শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৭-৩-৯০ ইং তারিখ বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকার মধ্যে আগরতলা টাউন হলে সর্ব্বশ্রী দশরথ দেব (সি, পি, আই, এম) ঝুনু দাস (সি, পি, আই,) মোরারী মোহন সাহা (আর, এস, পি) এবং অনিল দাসগুপ্ত (ফরওয়ার্ড ব্লক) এর সভাপতিত্বে এবং ১১০০-১২০০ সদস্য/- সমর্থকদের উপস্থিতিতে বামফ্রণ্ট ও রাজ্য জনতা দলের সংযোগে একটি রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনে বামফ্রণ্ট ও জনতাদলের নেতৃবৃন্দ যথা সর্ব্বশ্রী ১) দশরথ দেব ২) নৃপেন চক্রবর্ত্তী ৩) মানিক সরকার ৪) সুনীল দাসগুপ্ত ৫) সুদর্শন ভট্টাচার্য্য ৬) ব্রজগোপাল রায় ৭) একন ভৌমিক (জনতা দল) (সকলেই সদর মহকুমার), ৮) রসময় দেবনাথ (ধর্মনগর) ৯) সুনীল চৌধুরী (সাব্রুম) ১০) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য (কৈলাশহর) ১১) বাসুদেব মজুমদার

(বিলোনীয়া) ১২) মানিক বিশ্বাস (উদয়পুর) ১৩) বিমল সিন্হা (কমলপুর) ১৪) খগেন্দ্র জমাতিয়া (খোয়াই) ১৫) সুকুমার বর্মন (সোনামুড়া) ১৬) রামকুমার দেববর্মা (অমরপুর) ১৭) বনবিহারী সাহা (গণ্ডাছড়া) ১৮) নিরঞ্জন দেববর্মা ও ১৮) প্রশান্ত কাপালী (উভয়েই সদরের) বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সদস্য/সমর্থকদের রাজ্যের জোট সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। উক্ত কনভেনশনে এই মর্মে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, আগামী ৪ঠা মে ১৯৯০ ইং সারা রাজ্যে জোট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য এস ডি, ও ও বি. ডি ও অফিসের সামনে সত্যাগ্রহ করে জেল ভরো আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তাহা ছাড়া শ্রীদশরথ দেবকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যর একটি সংগ্রাম কমিটি এবং শ্রীসুখময় দেবনাথকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে ১৯ সদস্যর একটি ব্লক লেভেল কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী তাঁহার ভাষণে বলেন যে জোট সরকারের ২ বৎসরের রাজত্বে মোট ১০৬ জন সি. পি. আই. (এম) কর্মী মারা গিয়াছে। কাজেই বামফ্রণ্ট কর্মীদের আত্মরক্ষার্থে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেবার অধিকার আছে।

শ্রীরসিক লাল রায় :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে গত ১৭ তারিখে আগরতলা টাউন হলে বামফ্রণ্ট এবং জনতার কনভেনশন বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তীর বক্তব্যে এই টুকু প্রকাশ পেয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে এই আহ্বান রাখা হয়েছে যে জোট সরকারের এই দুই বৎসরের রাজত্বে তাদের অপকর্মের ভিত্তিতে তাদের কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে এবং জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়ে আনতে হবে। ১৮ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা যে বামফ্রণ্ট বিগত ১০ বৎসর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাঁদের এই ভূমিকা ছিল বলেই ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে। এই বামফ্রণ্ট ত্রিপুরা রাজ্যে খুনের জন্য দায়ী, এটা পরিস্কার কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা। আগামি দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ভাংগার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এই ত্রিপুরা রাজ্যে রক্তক্ষয় করে এই জোট সরকার অপদস্থ করার জন্য এবং গদিচ্যুত করার জন্য একটা অপচেষ্টা শুরু করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে যত মানুষ খুন হয়েছে তার জন্য উনারাই দায়ী এবং আগামী দিনে যদি কোন খুন হয় তাহলে উনারাই দায়ী থাকবেন এই প্রতিশ্রুতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেবেন কিনা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বিরতির পরে আপনার বক্তব্য রাখবেন। এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

আফটার রিসেস্

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরষিক লাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, আমার পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান ছিল "স্যন্দন" পত্রিকায় যে বেরিয়েছিল" জনতা বামফ্রন্ট নামছে জেল ভরো আন্দোলনে অস্ত্র হাতে নেবার যে আহ্বান করেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার হতে চাই যে এই ভাবে কর্মীদের বিক্ষুব্ধ করে যে ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেটা প্রকাশ্য ভাবে বলা হচ্ছে তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই এই ধরণের ঘটনা চলতে দেওয়া হবে কি ? কর্মীদের বিক্ষুব্ধ করে রাজ্যের মানুষের জন্য দেশে আশান্তি সৃষ্টি করার কোন অধিকার নেই উনাদের। উনারা সরকারে ছিলেন এবং এখন সরকারে আসার জন্য দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে এই রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে আবার আসার জন্য চেষ্টা করছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় যা বললেন সেটা সত্যিই উদ্বেগজনক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এটার সঙ্গে কাজের মিল থেকে যাচ্ছে কারণ তিনি একজন নেতা হয়ে তার কর্মীদের সকল অবস্থাতেই সংযত হয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া উচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে কর্মীদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। তাই এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে এখন উদ্বেগের কারণ। যে কোন অবস্থায় আইন শৃংলার যাতে অবনতি ঘটে তার জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে সেটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। ১ নং হচ্ছে-কেন্দ্রে এখন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং আছেন (কিন্তু আমাদের এখানে জনতা দল আছে কিনা আমরা জানা নেই) তাই এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই বলে জবরদস্তি করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করাবেন এটাই উনাদের আসল উদ্দেশ্য।

জবরদস্তি করে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার চেষ্টা করছে। আমাদের মধ্যে আমাদের সহযোগী বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদেরকে দিয়ে সরকার ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এটাই হচ্ছে আজকে উদ্বেগের কারণ। উপজাতিদের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে সেটাকে এভাবে নষ্ট করা যাবে না। মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জাতি-উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং এমন কথাও বলেছিলেন যে-আমি যদি উপজাতি হতাম তা হলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম। বাইখোরাতে এক জনসভায় বলেছিলেন অস্ত্র হাতে তুলে নাও। আমরা ভাবতে পারিনা সরকারের মুখ্য দায়িত্বে থেকে কি করে নৃপেনবাবু এসব কথা বলতে পারলেন।

গণ্ডগোল

শ্রীসুধীর রন্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— যিনি সংবিধানের নামে শপথ নিলেন এবং যার হাতে মানুষের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তিনি কি করে এসব কথা বলেন।

গণ্ডগোল

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ধরণের অসত্য কথা হাউজে বলতে পারেন না।

গণ্ডগোল

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তাদের দলের যে সব লোকদের হাতে তারা অস্ত্র তুলে দিয়েছিল সেগুলি আজকে তারা আমাদের হাতে জমা দিয়েছে তাদের হাতে আরও অস্ত্র আছে বলেই আমরা যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কাজেই আমরা তাদের কাছে আবেদন করব তারা যেন এ ধরণের উস্কানিমূলক বক্তব্য না রাখেন; বরং তাদের কাছে অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের দলের লোকদের যাদের কাছে এখনও অস্ত্র আছে সেগুলি সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি এখানে হাউজে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব এই সরকার বহন করবেন। সে যে দলের হউক, কংগ্রেস হউক বা কমিউনিষ্ট হউক বা জনতা হউক বা যে কোন দলেরই হউক সরকার দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা করবে কিন্তু যদি কেউ আইনকে হাতে তুলে নেয় তাহলে সে কংগ্রেস হউক সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। কাজেই আমি সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন করছি আপনারা সংযত থাকুন। কোন কংগ্রেসের উপর আক্রমণ বা সি. পি. এমের উপর আক্রমণ হউক আইন সেটা বরদাস্ত করবেনা। কাজেই আপনারা দুষ্কৃতকারীদেরকে আইনের হাতে তুলে দিন।

আমি সকলের কাছে আবেদন রাখছি এই ব্যাপারে সংযত থাকতে। এবং যদি কোন কংগ্রেস-ই কর্মীর উপর সি পি এম আক্রমন করে তবে তাদেরকে যেন তারা পুলিশের হাতে তোলে দেন, আইনের হাতে তোলে দেন, নিজেরা যেন আইনকে হাতে তোলে নিয়ে না নেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও আমি অনুরোধ করছি যদি কোন দুস্কৃতকারী কোন দুঃস্কার্য্য করে থাকে তা হলে তাকে আপনারা হত্যা না করে তাকে পুলিশের হাতে তোলে দিন, আইনের হাতে তোলে দিন।

শ্রীবাদল চৌধুরী : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তিনি তাঁর মূল বিবৃতিতে বলেছেন যে, এইখানে যে কনভেনশন হয়েছে তাতে এই ধরণের অস্ত্র হাতে তোলে নেবার কথা বলা হয় নি। বাজারী পত্রিকাগুলি বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য চেষ্টা করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিবৃতির মধ্যে এইটা স্বীকার করেছেন। সি, পি. এম, এবং তার শরিক যারা রয়েছেন তারা পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বরং এইটা বলতে হয় যে, আজকে কংগ্রেস ই, এর কর্মীদের হাতেই অস্ত্র রয়েছে, এবং তারাই আজকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। সি, পি. এম, এর ১০৬ জন নেতা এবং কর্মীকে এই জোট সরকারের রাজত্বে খুন করা হয়েছে। আমরা যারা বিধানসভার প্রতিনিধি এবং জেলা পরিষদের প্রতিনিধি আছি তাদের উপর নয়বার আক্রমণ করা হয়েছে। এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন; কিন্তু আজকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ. জে এস,

এর কোন বিধায়ক বা মন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হননি বা এই ব্যাপারে কোন থানায় কোন এফ, আই, আর, করা হয় নি, বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তারপর ২০০ এর উপর সি, পি, এম কর্মীদের জেল হাজতে এবং থানার লক আপে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে তাদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩৫টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করা হয়েছে লুটপাট এবং অফিস গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। কাজেই আজকে অস্ত্র যদি থাকে তবে সেটা কংগ্রেসের হাতে রয়েছে। কংগ্রেস-ই, চাই, তাদের নেতা, তাদের মন্ত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় তারা উস্কানী দিচ্ছেন তাদের দলীয় কর্মীদের যে এইভাবে সি, পি, এম কর্মীদের হত্যা কর।

আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ডলুবাড়ী গিয়ে খুন করেছেন। তিনি এক নম্বরের আসামী। হাইকোর্ট থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নামে নোটিশ জারী করা হয়েছে। তারপর এইখানে আরেকজন মন্ত্রী আছেন মাননীয় সমীর বর্মন। উনি তো নির্বাচনের সময়ে মজিদ মিঞাকে খুন করেছেন বিশালগড়ে।

শ্রীরসিকলাল রায় : পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন যে অস্ত্র সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না। কিন্তু এইটা ঠিক নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কোন তারিখ থেকে তারা অস্ত্র হাতে নেবে সেটা তিনি জানেন না কিন্তু তারা যে অস্ত্র হাতে নেবে এইটা তিনি জানেন। এই কথা বলেছেন। কিন্তু বাদলবাবু এইটাকে অপব্যাখ্যা করছেন। এইটা ঠিক নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী : এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

মিঃ স্পীকার :- ওয়ান থিং-নৃপেনবাবু অস্ত্র হাতে নেবার জন্য বলেছেন, এই সম্পর্কে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী : হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি তো মাননীয় আইনমন্ত্রী সমীর বর্মন একজন খুনের আসামী। এরাই খুন খারাবি করছেন, এক এক জন মন্ত্রী, এম, এল, এ, তারা আজকে প্রত্যেকেই খুনের আসামী। এই মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা তিনি ফটিকরায়ে নির্বাচনের সময়ে সেখানকার উপজাতি মা-বোনদের তিনি নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রাইভেট আর্মি দিয়ে তাদের ধর্ষণ করেছেন। এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট আর্মি সেই গোলাঘাটি থেকে আরম্ভ করে এই আগরতলা শহরের বুকে খুন খারাবি করছেন। তিনি শ্রীঅজিত চৌধুরীকে খুন করেছেন। এটা সবাই জানে। আর এরা সবাই খুনের দালাল। এরাই খুন খারাবি করছেন। কাজেই আমরা এইটা পরিস্কারভাবে জানতে চাই যে; এই খুন খারাবি আপনারা বন্ধ করবেন কি না? আপনাদের দলের কর্মীদের সংযত করবেন কি না, তাদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেবেন কি না? এই ধরণের ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি আগেই বলেছি এবং আবার এইটা পরিস্কার করে দিচ্ছি এইখানে সংবাদের শিরোনামায় ছিল 'জনতা বামফ্রন্ট নামছে জেল ভরো আন্দোলনে অস্ত্র হাতে নেবার আমন্ত্রন জানাল সি. পি, এম।' এইটা বলা হয়েছে। এবং স্পেসিফিক কলিং

এটেনশন ছিল যে, জেল ভরো আন্দোলনে অস্ত্র হাতে তোলে নেবে সি, পি এম। এখানে আমি বলেছি যে, এই জেল ভরো আন্দোলন হবে ৪-৫-৯০ ইং তারিখে। এবং সেইদিন কোন কোন কর্মীকে তারা অস্ত্র হাতে নেবার জন্য বলেছেন কি না সেটা সরকারের গোচরে নাই। তবে সেটা আমরা ইনভেষ্টিগেট করে বের করব। কিন্তু উনি বলছেন যে বামফ্রণ্ট কর্মীদের অস্ত্র হাতে নেবার অধিকার রয়েছে-দিস ইজ ক্লিয়ার। সুতরাং অস্ত্র হাতে তারা নেবে কি নেবেনা বা কবে নেবে সেটা চার তারিখ না পাঁচ তারিখ নেবে না এর পরে নেবে সেটা আমার জানা নাই। কিন্তু এরা যে অস্ত্র হাতে নেবে এবং তাদের যে অস্ত্র রয়েছে এখানে মাননীয় আইন মন্ত্রী রয়েছেন-উনার কাছে ওদের দলের কর্মীরা অস্ত্র সমর্পন করেছে। আমার কাছেও তারা অস্ত্র সমর্পন করেছেন। এবং তারা বাদলবাবুর নাম কার বলেছেন-সে সমস্ত টেপ রেকর্ড আমাদের কাছে রয়েছে।

যে বাদলবাবু আমাদের বলেছেন, খুন করার জন্য। আমরা আর পারছি না। আমরা করেছি। আমাদের বিবেক এখন দংশন করছে। এখানে উনি আর একটা কথা বলেছেন যে, আমার নামে নাকি একটা মামলা আছে। আমি জানিনা উনাদের আইন বা বিচার ব্যবস্থার উপর কোন আস্থা আছে কিনা। তবে আমি দেখেছি যে, এই হাউসে দাঁড়িয়ে বিচার ব্যবস্থার উপর কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু আবার আমরা তাও দেখেছি যে, উনারা কারণে অকারণে আদালতে যান। অধিকার আছে যাওয়ার। আমাদের আদালতের প্রতি আস্থা আছে। বিচার ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের উপর আমাদের আস্থা আছে। সুতরাং সে জবাব আইন মাফিক দেব। কারণ বিচারাধীন অবস্থায় কোন বক্তব্য আমি রাখছি না। কিন্তু একটা কথা আমি পরিস্কার করে বলে দিতে চাই, উনি বলেছেন যে, কংগ্রেসের হাতে অনেক অস্ত্র আছে। উনারাতো ১০ বৎসর শাসন করে গিয়েছেন, বলুননা একটা কংগ্রেস (আই) কর্মীর হাতে অস্ত্র পেয়েছেন। কোন কংগ্রেস টি. ইউ, জে, এস নেতার খুনের বিরুদ্ধে বিগত ১০টি বৎসর কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি ? আমি আবার পরিস্কার করে বলছি, আমাদের গণতন্ত্রের উপর আস্থা আছে, আইনের উপর আস্থা রয়েছে। গত ১০টি বৎসর আপনাদের আমলে আমরা কোন বিচার পাইনি আমরা। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে অস্ত্র হাতে নাও, খুন কর, উগ্রপন্থী হও। সেসময় আমরা গনতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছি। আমরা সেই পথে যাইনি। আর আজকেতো প্রশ্নই উঠেনা। আপনাদের না গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রয়েছে। না বিচারের প্রতি আস্থা রয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, যে এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। গণতন্ত্র ব্যবস্থার উপর একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দলনেতার মুখ থেকে একটা কথা বেরোনো মানেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা দাংগা ও হানা-হানি সৃষ্টি হওয়া। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালে বিলোনিয়া সি. এস বাইখোরা পি. এস. টিয়ার বাড়ী পি, এস. অধীনে ৮৭-৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীর আগে পর্য্যন্ত ১০০টির উপর কেইস্ দায়ের করা হয়েছিল এই চারটি থানাতে প্রভৃতি ঘটনার। তারপর যখন

যখন জোট সরকার ক্ষমতায় এল বন্দুকগুলি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেল। এক একটা জায়গায় ২০টা ২২টা বন্দুক নিয়ে হামলা চালিয়েছে। এমন ঘটনার মধ্য-বিলায় ঠাকুরছড়া দেবদারো, জোলাইবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে।

সেখানে গভিনন্দ ত্রিপুরা, উনার প্রিয় শিষ্য, যে ব্যক্তি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রায় ১১টা এবং পরে প্রায় ১৯টা বন্দুক জমা দিয়েছেন। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? সম্প্রতি নলুয়ার ঘটনার সুখেন পাটোয়ারী পিস্তল বের করেছে। সেখানকার মানুষ তা দেখেছেন। সেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কংগ্রেস (আই) কর্মী আহত হয়; এর পরও এই ধরনের ঘটনা চলছে। উত্তর সোনাই ছড়ার প্রধান চণ্ডী ত্রিপুরা, সে জায়গায় রাজারাম বাড়িতে বন্দুকগুলি বানানো হত। গোপনে শলাপরামর্শ এবং গোপনে বন্দুকগুলি সরবরাহ করে। নলুয়ার সুখেন পাটোয়ারী বাংলাদেশ থেকে অস্ত্র নিয়ে লাল মিঞা বাড়িতে রাখত। এ ব্যাপারটি আমরা সরকারের গোচরে এনেছি। বড়পাথারির সদানন্দ ত্রিপুরা, পরিমল সাহা সুখেন্দু ত্রিপুরা জোলাই-বাড়ীর মধ্যভাগে ৮৬.৮৭ এবং ৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের আগে পর্যন্ত তাদের নামে বিভিন্ন ঘটনা আছে। এই সোনামন্দ ত্রিপুরা, উনার প্রিয় শিষ্য শাকবাড়ীতে সোসাইল এডুকেশনের ৮৫ হাজার টাকা লুটের আসামী।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, সেই সাগবাড়ীতে সোস্যাল এডুকেশনের ৮৫ হাজার টাকার লুটের আসামী। ওনারা এই রকম অনেক লুটের আসামী, তাদেরকে বাহুবলে পেসিফিক কেস করার জন্য আপনাদের আমলের কেইস, আর সেই কেইসে খুনের আসামী গ্রেপ্তার হয়েছিল। সেই কেইসের খুনের আসামী এরেষ্ট হয়েছিল, তাদেরকেও আপনারা জামিনে ছাড়িয়ে এনেছেন। ধর্ষণের কেইসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল তাকেও জামিনে নিয়ে এসেছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে সমস্ত বিলোনীয়ায় তাদের পার্টি অফিসে গোপন অস্ত্র ভাণ্ডার আছে। এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, সরকার এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নজর রাখছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে, সমস্ত জনসাধারণের অধিকার আছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করেছি, সরকারকে বার বার বলেছি কিন্তু একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয় নি। যত খুনের আসামী তাদের সমস্ত কেইস উইড্রো করেছে। সমস্ত থানা এবং কোর্টে অর্ডার দিয়ে সমস্ত খুনের আসামীদের মুক্ত করে দিয়েছে। স্যার, ঐ খুনীদের হাতে অস্ত্র, রিভলবার এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়েছে। স্যার, আমরা শুধু বিধানসভার মধ্যে এই কথাই বলতে চাই যে আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের যেমন আছে, তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের আছে। আমরা আত্মরক্ষা করব, সারা ত্রিপুরার মানুষ আত্মরক্ষা করবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি অস্ত্র হাতে নেবেন

না। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন, আর যদি অস্ত্র হাতে নেন তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনারা আক্রমণ বন্ধ করুন, আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের আছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আগেও ঘোষণা করছি সকলকে রক্ষার দায়িত্ব এই সরকার বহন করছে। প্রতিটি কেইসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— একটি কেইসেও আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয় এই নিয়ে হাউসে আলোচনা করা ঠিক নয়। বাইরে একটা সেমিনার করলে বোধ হয় ভালো হবে, অস্ত্র হাতে নেওয়া ঠিক হবে কিনা আমার মনে হয় ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবিদের এটাতে আমন্ত্রণ করা দরকার যে অস্ত্র হাতে নেওয়া ঠিক কিনা এই সম্পর্কে একটা সেমিনার। সেটা সরকার তরফে বা বিরোধী তরফে এবং সব মিলিত ভাবে একটা সেমিনার করলে ত্রিপুরার জনসাধারণের মতামতটা নেওয়া যাবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই হাউসে বিবৃতি দিয়েছি কতটা ক্রাইম হয়েছে, কতটা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কি কংগ্রেস, কি টি, ইউ, জি, এস, কি সি, পি, এম কাউকে রেহাই দেওয়া হয় নি। ওনারা বরং এই যে আজি ছড়ার কেইসের আসামীরা ওনাদের আশ্রয়ে আছে, ওনারা আশ্রয় দিয়ে রাখছেন এই আসামীদের গ্রেপ্তার করতে ওনারা পর্য্যন্ত সাহায্য করেন না।

(ইন্টারেপসান)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— [মুখ্যমন্ত্রী স্যার, আমি এই হাউসে বিবৃতি দিয়েছি এবং বলেছি যে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কতজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য খুঁজা হচ্ছে।

শ্রী রতন লাল ঘোষ :— স্যার, ১৯৮০ সালের জুনে যে চিন্তা ভাবনা করে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল, ঠিক সেই একই ভাবে আমাদের বিরোধী দলের নেতা, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট আমলের মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন, অন্ততঃ আমরা যেটা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, তিনি আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের হাতে অস্ত্র তোলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কি দয়া করে এই হাউসকে জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— [মুখ্যমন্ত্রী] স্যার, এই প্রসংগে আমি আগেই জানিয়েছি যে যারা আইনশৃঙ্খলার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং রাজ্যের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এছাড়া, রাজ্যের মধ্যে আবার ১৯৮০ সালের দাঙ্গার মতো একটা অবস্থার সৃষ্টি হউক, এটা এই সরকার চায় না। সরকার যেটা চায়, সেটা হল রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে শান্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, তা আবহমান কাল চলতে থাকুক।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আজ পর্য্যন্ত যতগুলি খুন হয়েছে এবং এই সব খুনের সংগে যারা জড়িত

রয়েছে. তাদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, এটা তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন ? কিন্তু তিনি সেটা বলবেন না, না. বলে যে মাসে আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে. সেই সম্পর্কে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, যাতে জন মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা যে সব দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করব, এবং আমাদের সেই আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে ৩১ জন সদস্যকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছি। আমাদের আন্দোলন অনেকগুলি দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে. তার মধ্যে মুখ্য দাবীগুলি হল ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে যে খুন খারাপির রাজত্ব চলছে, তার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি এবং এই রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত অগণতান্ত্রিক কাজ কর্ম চলছে।

তাকে বন্ধ করে গণতন্ত্রীক আবাহাওয়া ফিরিয়ে আনা। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের নিজেদের আত্ম রক্ষার প্রয়োজন হলে আমরা অসত্র ধারণ করতেও পিছ পা হব না।

শ্রী **সুধীর রঞ্জন মজুমদার** :— (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় সপীকার, স্যার, আমি এখানে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে যদি আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ কর্ম ঘটে থাকে. তাব বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত বাবস্থাই আইন মাফিক নেওয়া হবে। আবার এও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে কোন বাক্তি বা দলের নিজের হাতে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যে কোন রকম অসত্র তুলে নেওয়ার অধিকার নাই, তা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি বা দল আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোন রকম অসত্র নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে. তাহলে আইন মাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেই সব আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল—লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ অব দি পোষ্টপোণ্ড কোয়েশ্চান। বিধানসভার গত অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীফৈজুর রহমান মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত পোষ্টপণ্ড আন—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখন, আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপোণ্ড আন ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী **সুধীর রঞ্জন মজুমদার** :— (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় সপীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এর উত্তর---পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

(ANNEXURE—"C")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা।

আমি, মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি প্রত্যেক দলের চীপ হুইপকে অনুরোধ করছি যে এই আলো-

চনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করতে চান, তাদের নামের একটি তালিকা যেন আমার কাছে পেশ করেন।

এখন আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে ১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচান শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—(চণ্ডীপুর) মিঃ স্পাকার স্যার, ১৯৮৯—৯০ সালের যে সাপ্লমেনটারী ডিমাণ্ড এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে মনজুরার জন্য আমি এর বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা এই জন্য করছি যে শুধু এই বর্তমান বছরে নয়া জুট রাজত্বের এই দুই বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বনচিত করে এখানে লুঠপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। যার জন্য এই দুই বছরের সাপ্লামেনটারী ডিমানডেরও বিরোধী বিরোধীতা করছি। সময় খুবকম বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। আমি মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট, সভিলি সেক্রেটারিয়েট, মিনিষ্টার অফিস সম্পকে কিছু বলব। ডিমাণ্ড নং ৯, এখানে ডিমাণ্ড করা হয়েছে চীফ মিনিষ্টারের অফিস একসপেনজ হিসাবে আড়াই লক্ষ টাকা এবং কারণ দেখানো হয়েছে এরিয়ার পেমেন্ট অব হেলিকপটার, টেলিফোন এবং ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি। স্যার, আমরা দেখছি খবরের কাগজে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২১ টি গাড়ী ব্যবহার করছেন। আমরা জানি না কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমন কি প্রধাম মন্ত্রী ২১ টি গাড়ী ব্যবহার করছেন কিনা। আমি শুনেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিঃসনতান। সনাতন অন্তুতি থাকলে হয়তো ৪১ টা ব্যবহার করতেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, সময় ভাগ করা হয়েছে। রুলিং পাটি ৮৫ মিনিট, অপোজিশন ৬৫ মিনিট।

শ্রী ***বৈদ্যনাথ মজুমদার*** :— স্যার, চীফমিনিষ্টারের অফিসের জন্য অরিজিন্যাল বা বাজেটধরা হয়েছিল ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এখানে আরও আড়াই লক্ষ চাওয়া হয়েছে। আমরা অবাক হই। আরও মুখ্যমন্ত্রী তো ত্রিপুরার ছিলেন বামফ্রন্টের কথা বাদ দেন। এর আগে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখময় সেন এবং শচীন্দ্র লাল সিংহ। আমরা দেখিনি কনভয়ের জন্য ৫/৬টা পুলিশের গাড়ী মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আমরাও চাই। আমাদের রাজ্যে মানুষ না খেয়ে মরছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, হেলিকপটার ? আমাদের রাজ্যে মানুষ না খেয়ে মরছে। এই বছর ফিন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা দেখেছি প্রায় ৭ জন মারা গেছে। শিশু, ছেলে বিক্রী হয়েছে। গতবছর একমাত্র কৈলাসহর সাব-ডিভিশানেই মারা গেছে ৩০ জন। সারা ত্রিপুরায় কত মারা গেছে তার হিসাব নাই দিলাম। আজকের সরকার যদি দায়িত্বশীল সরকার হতেন, তাহলে যখন কাগজে বেরোয় কিংবা আমরা ষ্টেইটমেন্ট দিই তখন এনকোয়ারী করে দেখে প্রেস নোট দিয়ে বলতেন কি কারণে মারা গেছে। স্যার, আমরা দেখেছি, পদ্মজং খেলা দেখতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে করে কৈলাসহরে গেছেন। এর আগে আমরাও হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছি কিন্তু কখন ? ১-৬-৮৫

ফ্লাড হয়েছিল। শুধু মাত্র চাল ক্যারি করার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। স্যার, কখন তারা হেলিকপ্টারে করে ঘুরছেন। যখন ট্রাইবেল একাকার ৪০০ ফেমিলির মধ্যে ২০ ফ্যামিলিতে খাদ্য আছে সে সময়। যখন রেশন সপে চাল নেই, যখন কাজ নেই, যখন দিকে দিকে অনাহার চলছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কি বলতে পারি, এই সরকার দায়িত্বশীল সরকার। আজকে হেলিকপ্টার ব্যবহার করার জন্য সাপ্লিমেণ্টারী আনতে হচ্ছে। কাজেই এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডকে কি করে সমর্থন করা যায়? আমরা এও শুনেছি, মুখমন্ত্রী হেলিকপ্টার করে মিজোরামে গেছেন ইলেকশানের কাজ করতে। স্যার, দামছড়াতে ১৯৮৯ সালে যখন অভুক্ত হাজার হাজার নর নারী খাদ্যের দাবীতে দাঁড়িয়েছিল তখন খাদ্য গুদামে ১১০ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে পুলিশ গুলি করে। যার ফলে তিনজনের মৃত্যু হয়। আপনার গরীবকে বাঁচাবার জন্য ১০ টাকা খরচ করতে পারেন না? বামফ্রণ্ট সরকার আড়াই কোটি টাকা খরচ করেছিল। স্যার আরো আছে, গাড়ী কেনা। নতুন গাড়ী? দেখা যাচ্ছে, গাড়ী কেনেও হায়ার করছেন। কাদের গাড়ী হায়ার করা হচ্ছে? কিংবা কাদের জন্য করা হচ্ছে? স্যার, আমরা দেখেছি, আশু দাস যিনি ইলেকশানে দাঁড়িয়ে ডিফিট খেয়েছিলেন তাকে আজকে বি, ডি, সি, এর চেয়ারম্যান করে দিয়ে গাড়ী দেওয়া হয়েছে। এসকর্ট সহ গাড়ী। আমরা কাগজে দেখেছি, ৫০ লাখ টাকা গাড়ী ভাড়ার জন্য বাকী। গাড়ী কেনা, গাড়ী হায়ার করা সিভিল সেক্রেটারীয়েটে দেখেছি, গাড়ী কেনা, গাড়ী হায়ার করা। সিভিল সেক্রেটারীয়েটে দেখছি, গাড়ী কেনা, গাড়ী হায়ার করাই কাজে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিস অ্যাক্সপেন্সের জন্য খরচ হয়েছে। জনগণের টাকা। মানুষ না খেয়ে মরছে তার কোন জবাব নেই। সিভিল সেক্রেটারীয়েট তো মুখ্যমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ। গাড়ী কেনা হচ্ছে হায়ার করা হচ্ছে। আর এর জন্য ১৪ লাখ অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেল?

তার আগে অরিজিনাল বাজেট ছিল ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই তো গেল একটা ডিমাণ্ডের কথা। আমি আরেকটা ডিমাণ্ডে আসছি, সেটা হলো ১৪ নং ডিমাণ্ড। স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে পার্লামেণ্ট ইলেকশানের আগে ডিষ্ট্রিকটস রোড এবং রুরাল রোড মেরামত করার জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কেউ দেখেছে যে গ্রামে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য এই জোট সরকারের রাজত্বে এক কোদাল মাটি পড়েছে। আমি ইলেকশানের জন্য আনন্দ বাজার থেকে দশদায় জীপে করে যেতে পারি নি, এমবেসেডর তো দূরের কথা। শহরে কিছু মাটি ফেলা হয়তো হচ্ছে কিছু বুদ্ধিজীবি মানুষকে দেখাবার জন্য। কিন্তু এই দুই বছরে কোটি কোটি টাকা কোথায় গিয়েছে? ওঁরা সমস্ত টাকা ওঁদের ক্যাডারদেরকে দিয়েছেন যারা গত পার্লামেণ্ট ইলেকশানে রিগিং করেছে। আপনারা সমস্ত টাকার হিসাব দিতে পারবেন? পারবেন না। সারা ভারতবর্ষের মানুষ আপনাদের চরিত্রের কথা জানে। স্যার, আজকে ওরা গ্রামে এক দলীয় শাসন চালাচ্ছেন এবং কোটি কোটি টাকা দলীয় ক্যাডারদের দিয়েছেন। এবার বাজেট পেশ করা হচ্ছে সেই বাকেয়া ঋণ সুদ বরাত, এই মূল বাজেট

যেটা আগামী দিনে আলোচিত হবে। এই ভাবে ওঁরা জনগণের কোটি কোটি টাকা লুঠপাট করছে। পার্লামেন্ট ইলেকশানের আগে আপনারা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিক্টস রোড এবং রুরাল মেরামত করার জন্য খরচ করেছেন এই কথা আপনারা হলফ করে বলতে পারবেন? আমি চালেঞ্জ করে বলছি— সারা ত্রিপুরার মানুষ সমস্ত গ্রামগুলি ঘুরে আসুন এবং এখানে অনেক সাংবাদিক আমার বক্তব্য শুনছেন তাঁরাও গ্রামে গিয়ে সমস্ত এলাকাগুলি ঘুরে আসুন, দেখুন এই দুই বছরে জোট রাজত্বে কোথাও কোন কাজ হয়েছে কিনা। এটা ধোঁকা দিয়ে পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। স্যার, আরও একটা ডিমাণ্ড ৩৮ ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলছি সেটা হল জহর রোজগার যোজনা। তার জন্য অরিজিনাল বাজেট সাংশান ছিল ১১ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা এবং তার সঙ্গে আপনারা ২ কোটি ৬১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট চেয়েছেন। জওহর যোজনা নিয়ে আজকে গ্রামের মানুষ যে ভাবে বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে. নেহেরু যদি আজকে বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি আত্মহত্যা করতেন। জওহর রোজগার যোজনা নামে উনাদের উন্নয়ন কমিটি যাকে আমাদের রাজ্যের মানুষ লুঠপাট কমিটি নামে আখ্যায়িত করেছে কোটি কোটি টাকা ওরা আত্মসাৎ করছে। এই কমিটি চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে সাধারণ সদস্য পর্য্যন্ত কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে।

স্যার, আজকে গ্রামের মানুষেরা না খেয়ে মরছে, গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং বহু ট্রাইবেল আজকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছে পাবলিক মানি নিয়ে আজকে এই রকম ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং লুটপাট করা হচ্ছে সেটা আমার জানা নেই এবং ভারতবর্ষের কোন মানুষেরও জানা নেই। তার জন্য আমি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না এবং তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য

শ্রীগোপাল দাস :— (শালগড়া) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড সফা গ্র্যান্টে-এর যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এমন কতগুলি কারণে সে কারণগুলি হচ্ছে তাদের লুটপাটের যে ব্যবসা এবং তাদের কর্মীদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্য এটা চাওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে উনারা যে সমস্ত লুটপাট করেছেন এবং তাদের অনুগামীরা যারা লুটপাট করেছেন সেই পেমেন্ট উনারা দিতে পারছেন না সে জন্যই আজকে এখানে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে। যাতে উনারা যাদের দিয়ে খুন করিয়েছেন উনাদের পেমেন্ট দেওয়া যায়। স্যার বিগত লোক সভা ইলেকশানের সময় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে ইলেকশান হয়েছে এটা একটা কলঙ্কের ইতিহাস। কিভাবে সেখানে নির্ব্বাচনে রিগিং হয়েছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রিগিং-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। উনারা নিজেরাই গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন সেজন্যই আজকে উনারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ

চেয়েছেন। স্যার, আমরা লক্ষ করেছি যে. কিসের জন্য এই এডিশন্যাল এমাউন্ট চাওয়া হয়েছে, স্যার, উনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন বলেছিলেন লটারী খেলায় কোটি কোটি টাকা কারচুপি করা হয়েছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে উনারা লটারীর তদন্ত করেছেন কিন্তু লটারীর বিরুদ্ধে তেমন কোন তথ্য খুজে পাননি।

শ্রীসুধীর রন্‌জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার সদস্য মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য ভাষণ দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত কবার চেষ্টা করছেন।

শ্রীগোপাল দাস :— আপনার তথ্য থেকে বলছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, হাউসকে এই ভাবে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন।

শ্রীগোপাল দাস :— স্যার, একজন ডিক্লেয়ার আই এস অফিসার যিনি জরুরী অবস্থার নায়ক ছিলেন, সেই নায়ককে এখন চেয়ারম্যান করা হয়েছে কিছু উপঢৌকন দেওয়ার জন্য। যেমন পাঁচ হাজার টাকা. গাড়ী. টেলিফোন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। আজকে সেখানে কি হয়েছে। সেই কমিশনের কি হল। আজ পর্য্যন্ত কি কোন রিপোর্ট পাওয়া গেছে। কি হয়েছে আজ পর্যান্ত ত্রিপুরার মানুষ জানতে পারে নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন লটারির বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কেইস দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। সেই এস পাল যাকে এজেন্ট করা হয়েছিল. যিনি টিকিট ছাপানোর ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আজকে আলি সাহেবের তদন্তের রিপোর্ট কোথায়। আলি সাহেবের কমিশনের সেই তথ্য ডিম্ব কোথায়. সে কমিশনের রিপোর্ট কোথায়। আজকে আমরা দেখেছি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে এ ডি সি কে ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা করে আসছেন। এ. ডি. সি. হচ্ছে সংবিধান মোতাবেক একটা রক্ষা কবচ যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের জন্য। সেটাকে ভাঙ্গার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তার জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের এই এজেন্টকে আরও কিছু অর্থ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন। জানি না এর পিছনে এই মন্ত্রীসভার কোন স্বার্থ জড়িত আছে কি না। এটা বেআইনী হয়েছে। হাই কোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এটাকে নাকচ করে দিয়েছে। তারা গণতন্ত্র মানে না! স্যার, গায়ের জোরে সব করতে চায়। বীরচন্দ্র মনুতে যে গণহত্যা হয়েছে সেখানে এ ডি সি.র সদস্য শ্রী শ্রীদাম পালকে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে আলি সাহেবকে বসান হল। কিন্তু সেখানকার মানুষ সেটাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। কাজেই এসব কমিশনের প্রতি মানুষের আর কোন আস্থা নাই। কাজেই তারজন্য এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথবাবু ভাবছেন ওনার আসল রূপ এই হাউজে প্রকাশ পাবে তাই তিনি এই হাউজ ছেড়ে চলে গেছেন। আজকে আমরা শুনেছি, পত্রিকাতেও দেখেছি ওনার বাড়ীতে দালান উঠছে।

আজকে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথবাবু নাই।

তিনি থাকলে আজকে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতাম। কারণ দশ বছর তো তিনি মন্ত্রীত্বে ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আজকে তিনি বলছেন যে, পেটের দায়ে মানুষ বিক্রি হচ্ছে। আজকে যদি তিনি এই রকম একটি লোককে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তোলে দিতেন যে, এই লোকটা পেটের দায়ে বিক্রি হয়েছে—তাহলে উনাকে ধন্যবাদ দিতাম।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম তাদের জন্য যেন ঔষধের ব্যবস্থা করে রাখেন। কারণ আজকে তারা দশ বছরের মন্ত্রীত্বে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন এবং সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আজকে তারা পাগলের মতো হয়ে গেছেন। হতাশায় ভোগছেন। তাই আজকে তারা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এর বিরোধীতা করছেন। আমি আগেও এই হাউসের সদস্য ছিলাম। বছরে তিন চার পর্যান্ত সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে তখন। আর আজকে এই বাজেট যা সাধারণ মানুষের জন্য আনা হয়েছে সেই বাজেটের বিরোধীতা আপনারা করছেন। কারণ এই কংগ্রেস— টি. ইউ জে এস. সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আপনাদের সৃষ্টি উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পণ করেছে এই সরকারের কাছে। ভুলে যাবেন না— কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা আপনারা এনেছেন এবং সেই টাকা উগ্রপন্থীদের হাতে তোলে দিয়েছেন অস্ত্র কেনার জন্য। আর আজকে আবার আপনারা অস্ত্র হাতে তোলে নেবেন। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। এবং সেই জন্যই আজকে আপনাদের ত্রিপুরার মানুষ এই বিরোধী আসনে বসিয়েছেন।

আজকে আপনারা বলছেন যে, এ. ডি সি.তে আপনাদের সরকার রয়েছে। এই সরকার কি করছে সেখানে। রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা তাদের হাতে তোলে দিয়েছেন। কিন্তু এ. ডি. সি. সেই টাকা ব্লকে দেয় না খরচ করার জন্য। তারা সেই শুয়রের টাকা তোলে দিয়েছেন তাদের এডুকেশন দপ্তরের হাতে, স্কুলের মাষ্টারদের হাতে। তারা সেই টাকা নিয়ে নয় ছয় করছেন। লজ্জা হয় না আপনাদের। আজকে আপনাদের চরিত্র প্রকাশ পেয়ে গেছে গত দশ বছরে আপনারা মন্ত্রীত্বে থেকে কি করেছিলেন তা আজকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আবার আজকে এখানে বলছেন যে আপনারা অস্ত্র হাতে তোলে নেবেন। এটা করলে এইবার জনগণ আপনাদের রেহাই করবেন না।

আর রক্ষা নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই রাজ্যে উপজাতিদের কল্যানের জন্য

তপশীলিদের কল্যাণের জন্য ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনলেন। তাদের মাথাটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। তাদের লুটের রাজত্ব বন্ধ হয়ে গেল। আর লুট করতে পারবেন না।

সমরবাবু ভুলে যাবেন না আপনি কতটুকু করেছেন। প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বাদলবাবু, এরাজ্যের খুনের নায়ক। এই 'নলুয়ার' ঘটনা থেকেই এই রাজ্যের খুনের নায়ক কে তাহা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। উনার সময়ে কৃষি দপ্তরের ঔষধ বাংলাদেশে পাচার করা হইত। আমি নিজের হাতে তা ধরেছি। প্রমান দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তদন্ত হয় নাই। এদের ক্যাডার দিয়ে ঐসব ঔষধ বাংলাদেশে পাচার করা হইত।

আর নকুলবাবুর চরিত্র, আমাদের মোহনপুরে উনার সমর্থিত একজন প্রধান আছেন। এই হাউসে আমি আগেই বলেছি যে, ১ লক্ষ ৮০ হাজার পনা এ,ডি,সি,-তে বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সি, পি, এম-এর ঐ প্রধান নিজের পুষ্করিণীতে সব ঢেলে দিলেন। এবং খবরটা পাওয়ার পর সেখানে নিজে নকুলবাবু গেলেন ও অংশীদার হলেন। সেটা আমরা দেখেছি। এই রাজ্যের জনগণের জন্য আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। আর সেটার বিরোধিতা করতে লাগে বলেই উনারা বিরোধিতা করছেন। কারণ এই রাজ্যে আমাদের রাজ্যে এই সরকার আসার পর রাজ্যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। বনসম্পদ সৃষ্টি হয়েছে! আপনাদের সময়ে কি হয়েছে? তৎকালীন মন্ত্রী আরবের রহমানের বাড়ী থেকে কাঠ পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশে সেই কাঠ গিয়েছিল। আমরা প্রমান দিয়েছি। এবং প্রমাণ হয়েছে ও ধরা পড়েছে।

আর বিদ্যা বাবুর কথা কি বলব; বিদ্যা বাবু ভুলে যাবেন না। উনিতো আবার সবসময় ভাগ নেন, পেয়ে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস—টি, ইউ, জে, এস সরকারের আমলে যে ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে রজ্যের মানুষ বসবাস করছেন তাতে নাদেরউ মনে আর শান্তি নেই। উনার ভাগও বন্ধ হয়ে গেল এবং সরকার আসার পর উনার খুনটাও বন্ধ হয়ে গেল। আগেতো পয়সা—কড়ি পেতেন। নৃপেন বাবুতো আপনাকে দিতেন। আমি জানি নৃপেন বাবু আপনাকে মন্ত্রীত্ব দিতে পারেন নাই ১ লক্ষ টাকা প্রথমেই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বিদ্যা বাবু আপনি মন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত। এক লক্ষ টাকা দিয়ে আপনাকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন। আপনি সমস্ত টাকা হজম করেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা উনাকে প্রমাণ করতে হবে। এই অসত্য কথা এক্সপাঞ্জ করতে হবে। উনিতো বর্ডার থেকে থেকে জাল টাকার ব্যবসা করছেন। উনি সে কথা না বলে ফালতু কথা বলছেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : — এখানে আর একজন আছেন মান্দাইয়ের বিধায়ক। রসিরাম বাবু। ৮০

জুনের দাঙ্গায় হাজার হাজার লোককে খুন করে মাটির নীচে টিন দিয়ে, কবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই দুর্গন্ধ বেরিয়েছিল। শুধু তাই নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের দু'জন বিধায়ককে খুন করেছে।

দুইজন বিধায়ক খুন করেছেন ত্রিপুরার মাটিতে লজ্জা হয় না। আমরা ধৈর্য্য হারা হইনি, দুইজন বিধায়ককে খুন করা হয়েছিল। আর আমাদের এই সরকার আশার পর সমস্ত বিধায়কদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমি অত্যন্ত এই সমস্ত ঘটনা ঘৃণা করছি এবং প্রতিবাদ করছি যার জন্য,

(গণ্ডগোল)

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— বিদ্যাবাবু আপনি বসুন, আপনি ধৈর্য্য হারা হবেন না। আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করুন আপনার ঔষধের ব্যবস্থা হবে। আপনাদের ব্রেন নষ্ট হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, ওনি যে বক্তব্য রাখছেন সেটা পরিস্কার ভাবে এক্সপাঞ্জ করা হউক।

গণ্ডগোল

কাজেই, এই সমস্ত বাজে বক্তব্য আমরা শুনতে চাই না, ওনার বক্তব্য এক্সপাঞ্জড করা হউক।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— আমরা সে দিন দেখেছি এই জুট মিলে রামদা'র ইণ্ডাষ্ট্রি বোমার ইণ্ডাষ্ট্রি করেছিলেন এই অনিল সরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য, সেদিন জুট মিলে কি করুণ অবস্থা ছিল। সেই জুট মিলে মানুষ যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না। এই অনিল বাবুর পোষ্য পুত্ররা এই জুটমিলের এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ লাইনে মানুষ চলাফেরা করতে পারত না। ওনাদের পোষ্যপুত্র দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে খুন করিয়েছিলেন সেই জুটমিলের ইণ্ডাষ্ট্রিতে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার, এই যে বাজেটটা ১৯৯০- ৯১ সালের বাজেটটা কেন মানতে পারছি না। কারণ অতিরিক্ত যে বাজেট এটা হচ্ছে, আমাদের এইখানে বিধানসভা প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি এখানে আসেন। কিন্তু আমরা যে বাজেট করি পরিকল্পনার জন্য, সেই পরিকল্পনা খাতে কি কি আমরা কাজ করব। এটা আমরা চিন্তা করে প্রত্যেকটি আমরা আলোচনা বা সমালোচনা করি তবে এই বাজেটের দুই বছর আগে দেখা গেছে যারা মন্ত্রী এম, এল, এ এবং গ্রামের উন্নয়ন কমিটি মানে টাউটবাটপার তাদের জন্য বাজেট, এই কারণে আমরা মানতে পারি না। কারণ আপনারা জানেন যে খাদ্যমন্ত্রী গুদাম ঠিক করবে বর্ষা আসলে। এই কথা বলা কিন্তু গুদাম ঠিকই ভর্তি করবে গুদাম ঠিকই ভর্তি করবে বর্ষা আসলে। কাজেই নাই চাউলটা কোথায় যাবে। গ্রামে যারা

গরীব তাদের তো কাজই নাই, চাউল কিনতে পারেনা, খোলা বাজারে চলে যায়।

গ্রামে গঞ্জে কোন কাজ নাই, তাহলে চাউলটা কোথায় যাবে? এতে যারা ফরিয়া আছে তাদেরই সুবিধা হয়ে গেল। ডিলার তো আর চাউল নিয়ে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বসে থাকবে না। গ্রামের যারা গরীব মানুষ তাদের কোন কাজ নাই কাজ না থাকলে রোজগার না করলে, তারা চাউল কিনবে কি করে, তারা খোলা বাজারেই বা যাবে কেমন করে চাউল কিনতে? এই জিনিষটা আপনাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেজন্য এক একটা করে উন্নয়ণ কমিটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আর. তা নাহলে আপনারা বাকী যে তিন বছর আছে, তাতে সরকার চালাতে পারবেন না। আজকে আমরা তো দেখছি যে বাপ চোর, পুত চোর, নাতি চোঁর, সবই চোর, আপনাদের আমলে দুই বছরে কত কিলোমিটার রাস্তা করেছেন, বলতে পারবেন? পারবেন না, কারণ বামফ্রন্টের আমলে গ্রামে গঞ্জে যে রাস্তাগুলি হয়েছিল, সেগুলিও আপনাদের আমলে এসে জঙ্গলে এসে ভঁতি হয়ে গেছে। আজকে গ্রামের মধ্যে জলের জন্য হাহাকার, কোথাও জল নাই, কাজেই এই বাজেট দিয়ে আপনারা কি করবেন? সবই তো লুটপাট করে খাবেন। কাজেই, যদি আপনাদের সরকার চালাতে হয়, তাহলে এসব কথা আপনাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা দেখেছি, মধ্যে মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লী যান, তখন নগেন্দ্রকে ভার দিয়ে যান, কিন্তু হলে কি হবে? সেও তো আপনারই, আনাচে কানাচে সব জায়গাতেই আপনারা। কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে সবই আপনারা জানেন, আজকে গ্রামের মধ্যে যে সন্ত্রাস চলছে, সেই সন্ত্রাসের যারা আসামী, তারা ধরা পড়ছে না। এই তো বীরচন্দ্র মনুতে কিছুদিন আগে যে গণ-হত্যা হয়ে গেল, সেই গণহত্যার যারা আসামী, তাদের আগাম জামীন দিয়ে দেওয়া হল। কাজেই এভাবে যদি আপনারা নিজেরাই খুনিদের আড়াল করেন, তাহলে তো আপনারা রাজ্য চালাতে পারবেন না। এভাবে কোন দিন কোন রাজ্য চলতে পারে না। একটু আগে কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে এ, ডি, সিকে চাষ করার জন্য এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে টাকা দেওয়া হল, সেটাও তো শেষ। তাহলে কিসের চাষ করা হল, সব টাকাটাই খেয়ে ফেলা হল। কয়েক দিন আগে নগেন্দ্র তো দিল্লীতে গিয়ে জনতা দলের নেতাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে এসেছে যাতে মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারকে পদত্যাগ করতে হয় শ্যামাচরণকেও নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল,। কিন্তু তাকে নিয়ে যায় নি, অথচ দুই জনেরই যাওয়ার কথা ছিল। কাজেই গ্রামের মধ্যে আপনারা যে-সব উন্নয়ণ কমিটি করেছেন, সেই কমিটিগুলি কি করছে না করছে সেগুলি তদন্ত করার জন্য আপনারা আমরা মিলে একটা তদন্ত কমিটি করুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে সেই সব উন্নয়ণ কমিটির লোকেরা কি ভাবে নিজেদের ঘর বাড়ী তৈরী করেছে আমি তো চেলেঞ্জ করছি যে আমার মনু অথবা বিলোনীয়া মহকুমার যে কোন জায়গায় উন্নয়ণ কমিটিগুলি কি ধরণের দুর্নীতি করেছে, সেটা দেখিয়ে দিতে পারব,। সরকার উন্নয়ণ কমিটির কাছে টাকা পাঠালে কি হবে, সেই টাকা যে তারা নিজেরাই লুটপাট করে খেয়ে ফেলেছে, সেই খবর কি আপনারা রাখেন। আপনারা তো মন্ত্রীত্বে আছেন, কাজেই আপনাদের সেই সব দেখার

দায়িত্ব আছে, কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে সবই আপনাদের দেখতে হবে। কৃষিমন্ত্রী কি ভাবে আলুর বীজ দিয়েছেন, তার একটা নমুনা আমি এখানে তুলে ধরছি। যেমন জুমিয়াদের আলুর বীজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা কোথায় সেই আলুর বীজ লাগাবে, তারা লাগায় নি। না লাগিয়ে বাজারে এনে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু সেই সব কথা নয়, আসল কথা হল যারা প্রকৃত কৃষক, যারা বালু চাষ করবে, তাদের আলুর বীজ দিতে হবে আর না হলে সেগুলি লুঠপাটই হবে। আমার এলাকার মধ্যে একজন ককবরক শিক্ষকের মন্ত্রীর নামে আলুর বীজ দেওয়া হয়েছে, সে আদৌ গরীব নয়. সে শিক্ষকতা করে মাসে ১৪০০/১৫০০ টাকা মাইনা পায়,। তার বাঁচার মত ব্যবস্থা আছে. তবু তাকেই দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, এ, ডি. সি থেকে তার মন্ত্রীর নামে আবার মহিষের বনও দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, সে কি করে এই ঋণ পেল ?

এই যে আমার উপজাতি এলাকায় হাইস্কুল আছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে মাষ্টার নাই। খেলার মাষ্টার নাই, বিজ্ঞানের মাষ্টার নাই, কিছু নাই। আপনারা ভিজিট করতে গেলে বি. ডি, ও কে জিজ্ঞাসা করলেই পাবেন। খালি দূর্নীতি। আর তিনটি বছর চালিয়ে যান। আর আসতে হবেনা। এই যে সাপ্লামেন্টারী বাজেট আমি এর বিরোধিতা করছি। কারণ আপনারা লুটপাট করছেন। এই লুটপাট বন্ধ করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজিতেন সরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই বিধানসভায় সাপ্লীমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী রেখেছেন অনুমোদনের জন্য আমি সেটাকে সমর্থন করি না। কারণ এই বাজেট জুট সরকার সংগঠিত হওয়ার পর যে কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সর্বত্র হতাশা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ২২৫, ওরা টাকা চেয়েছেন ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল কাষ্ট এবং ট্রাইবেলের জন্য। তাদের লেফ্ট সরকারের আমলে কিছু করা হয়েছিল। এই সরকার কিছুই করছে না। তাদের জন্য যে স্কীমগুলি আছে সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না। তেলিয়ামুড়া ব্লকে ফলের চারা বিভিন্ন ইউনিটে তফসিলী জাতির কল্যাণে দেওয়ার কথা কিন্তু কল্যাণপুর, কুঞ্জবন প্রভৃতি এলাকায় এগুলি জাতি এবং উপজাতিরা পায় নাই। পেয়েছে উপজাতিরা। তেলিয়ামুড়ার বি, ডি, ওকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি।

আমরা এই বিধানসভায় তুলেছিলাম, বি, ডি, ও সাহেবকে বলেছিলাম। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। এই ভাবে কোন প্রকল্পই হচ্ছেনা। ট্রাইবেল এলাকার কোন কাজ নেই। আজকে হাহাকার চলছে। রেশন নেই, খাদ্য নেই, কাজ নেই। এখানে আলোচনা হয়েছে। মানুষ মরছেন। জোট সরকার এর নীতি হল খাদ্যের জন্য যাওয়া যাবে না। যদি যাও, তাহলে দামছড়ার মত খাদ্যের বদলে গুলি দেওয়া হবে। স্যার, পত্রিকায় দেখলাম, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন, সিডিউল্ড কাষ্ট কর্পোরেশন এ ৭ কোটি টাকা ডিপোজিটেড। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচেষ্টা নিচ্ছেন, সেই টাকা তুলে এনে

এখানে যেসব অপকর্ম করেছেন তা ঢাকা দিতে। এর মধ্যে আছে রাজ্য সরকারের ৫১ পারসেন্ট আর কেন্দ্রীয় সরকারের ৪১ পারসেন্ট। সেক্রেটারীকে দিয়ে মিটিং করছেন। আমার অবশ্য জানা নেই, এর পর কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২২ ঃ মেডিক্যাল অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ এর জন্য টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে। স্যার, এরাজ্যের হাসপাতালগুলি পুঁতিময় দুর্গন্ধ। এখানে মেডিসিন নেই, সুচ নেই, তুলা নেই, ব্যাণ্ডেজ নেই। সবই কিনে দিতে হয়। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উনার অফিসার দিয়ে রঙীন টি. ভি কিনছেন, ফ্রীজ কিনছেন। অফিসে, বাড়ীতে বসে খাবার জন্য। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২১এ দেখা যায়, এডুকেশানের জন্য টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা দেখি, জোট সরকারের আমলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেলায় কি চলছে? এই জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নিজেদের লোকদের ঘরে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চলছে। কৃষ্ণপুর হাই স্কুল। এস, সি, বেল্ট। সেখানে ১৭ জন শিক্ষক ছিল লেফ্‌ট ফ্রন্টের আমলেও ১৭ জনই ছিল। কিন্তু তরুণ বাবুরা এসেই সেখান থেকে ১০জনকে বদলী করে নিয়ে আসেন। ৭ জন দিয়ে কি আর একটি হাই স্কুল চলে? আমাদের কথা নয়। গান্ধীজীর কথাই বলছি। উনি বলেছিলেন, দেশ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করছেন। যে ট্রাইবেলদের জন্য রাজীব গান্ধী এবং তার চেলাদের এত মায়া কান্না, সেই ট্রাইবেল বেল্টের মুনদিয়াপাড়া হাই স্কুল। সেখানে ১১ জন শিক্ষক ছিল। ৪ জন বদলী হয়েছেন সেখানে ফেডারেশন ঠিক মত করতে পারছেন না বলে। আরো ২ জনের বদলীর চেষ্টা হচ্ছে। এতে করে ট্রাইবেল স্কুল চলবে কি করে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৪, পি. ডাব্লু. ডি। প্রচুর টাকা সেখানে। কোটি টাকার উপর। রোড মেনটেনেন্স করা হবে, পুল মেরামত করা হবে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি রাস্তা আছে, ঘিলাতলী রোড। ৫৫ লাখ টাকা স্যাংকশান হয়েছে নির্বাচনের আগে। নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। নির্বাচনের সময় কিছু কাজ করান হয়েছিল। কিছু ব্রাক্স ফেলে দিয়ে কাজের সূচনা দেখান হয়েছিল। সেই টাকার আর কোন হদিস নেই। সমীর বাবুরা আত্মসাৎ করেছে।

স্যার, আমার বিশ্বাস নির্বাচনের নামে সমীর বাবুরা এই টাকাগুলি আত্ম সাৎ করেছেন। আমরা শুনেছি এই ভাবে কন্ট্রাকটরদেরকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, আমার তেলিয়ামুড়াতেও এই ভাবে কন্ট্রাকটরদেরকে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের নামে পাবলিক মানি লুঠ করে আপনারা গাড়ী বাড়ী হাকাচ্ছেন আর আমরা এই বাজেট পাশ করিয়ে দেব, সেটাতো হতে পারে না। তাই আমি এই সাপ্লিমেন্ট্যারী ডিমাণ্ডস ফর গ্রান্টকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— (সিমনা) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় আজকে হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলছি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এই বাজেটকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করতে চাই যে বাজেটের সঙ্গে ত্রিপুরা ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থ জড়িত, আগামী দিনের একটা উজ্জ্বল ত্রিপুরা গঠনের ইঙ্গিত রয়েছে,

যে বাজেটের মধ্যে আমরা আমাদের জনকল্যাণমূলক চিন্তাধারাকে সফল করতে পারব সে বাজেটকে আমি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করব। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এই বাজেটকে বিরোধিতা করে কিছু আবোল তাবোল বক্তব্য রেখে গেছেন। ত্রিপুরা মানুষ নাকি এই জোট রাজত্বে অনাহারে থাকছে, আজকে গ্রামাঞ্চলে শিশু বিক্রি হচ্ছে, আরো কতকি। অথচ একটা ঘটনা উনারা হলফ করে বলতে পারছেন না, শুধু পত্রিকার কথা বলে কতগুলি শেখানো বুলি আওড়ে গেলেন। আজকে এ, ডি, সিতে কি দেখেছি, সেখানে আপনারা কত কোটি টাকা মেরেছেন তার তো কোন হিসাব দিতে পারছেন না। লজ্জা নেই আপনাদের। বিগত ১০ বছরে আপনাদের শাসনে আমরা দেখেছি যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদেরকে এন, আর ই. পি এস, আর ই, পি, কাজে লেলিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের তথাকথিত সেই ক্যাডার মহোদয়রা কি স্কুলে ছাত্র পড়াবে নাকি এন.আর ই পি, এস. আর ই. পির কাজ করে টাকা লুঠ করবে। বিগত দশ বৎসর ধরে তো আপনারা এই ভাবে টাকা লুট করেছেন। আর এখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে কতগুলি শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন। আজকে আপনারা পাহাড়ে, গ্রামেগঞ্জে যেতে ভয় পাচ্ছেন। আজকে মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথবাবু যিনি এখানে এতক্ষণ চিৎকার করছিলেন, তিনি তাঁর এলাকা কৈলাশহরে ঘুরাফেরা করতে পারছেন না জনগণের ভয়ে। কারণ বিগত ১০ বৎসর ধরে একটা পাবলিক মানিও আপনারা জনগণের কল্যাণের খরচ করেননি। আজকে এই জোট রাজত্বে জনকল্যাণমূলক কাজের স্রোত ধারা দেখে আপনারা ভয় পাচ্ছেন, কারণ আপনারা আর জনগণের কাছে যেতে পারছেন না। ত্রিপুরাবাসী আপনাদেরকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে। স্যার বৈদ্যনাথবাবু জওহর রোজগার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। আসলে জওহর রোজগার যোজনার প্রসিডিউরটা কি সেটাই তিনি জানেন না। আর. ডি, ডিপার্টমেন্ট এ সম্পর্কে প্রচুর ছাপানো বই আছে তিনি এনে পড়তে পারেন। এই স্কীমটা তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী চালু করেছিলেন। এই জওহর রোজগার যোজনা দিয়ে আমরা গ্রামাঞ্চলে প্রচুর বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ আজকে সৃষ্টি করতে পেরেছি। শেড তৈরী করেছি, গ্রামের বেকারদের জন্য ষ্টল তৈরী করেছি, আরও অনেক কিছু করেছি। আসুন বন্ধুগণ সেই কাজগুলি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব।

আপনারা গত ১০ বছরে কি করেছেন, এ, ডি, সি কি করেছেন ? আজকে গ্রাম এলাকায় কাজ নেই বলে সরকারের উপর দোষারূপ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলছি আপনারা এই সমস্ত কাজের জন্য আগামী এ, ডি, সি নির্বাচনে ভোট পাবেন না কোথায় যাবেন, এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারবেন কি ? স্যার আজকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মাননীয় বিরোধী সাংসদের বন্ধু এবং আপনারা বাইরে থেকে সমর্থন করছেন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু বলে গেলেন আমাদের সরকার এ, ডি. সিকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছেন-কিন্তু আমাদের সরকার সেটা করেন নি। বহু রক্তের বিনিময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এ. ডি, সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

তাই এই এ, ডি সিকে কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে ফেলা যায় না। তাই মাননীয় বিরোধি সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থের দিকে নজর রেখে আপনারা এই এ. ডি, সি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বিরোধিতা করতে হবে তাই উনার কিছু না বুঝেই বিরোধীতা আরম্ভ করে দেন কারণ সমস্ত কিছুতেই উনারা বিরোধীতা করে থাকেন. এখানে একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি এস, এম আলীকে নিয়ে আপনারা অনেক কিছু বলছেন কিন্তু এই এস, এম আলীকে আপনারাই এই বিধান সভায় এনেছিলেন তখন তো কিছু বলা হয় নি। এখন এস এম আলীকে আনার পর আপনাদের বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল কেন ? আপনারা খগেন্দ্র জমাতিয়াকে তাড়াতাড়ি লংতরাই পাহাড়ে, নতুবা বড়মুড়া পাহাড়ে নতুবা বাংলাদেশে দিয়ে আসুন কারণ উনি অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা অসত্য ভাষণ দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের অসত্য ভাষণ তিনি দিতে পারেন না, এটা উনাকে প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন দেশে আইন শৃংখলা নেই তাই রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর কথা বলছেন কিন্তু আজকে এই ২৫ মাসের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে সেটা সবাই স্বীকার করবেন যদি সারা ভারতবর্ষের চিত্র দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন, পাঞ্জাবের কি অবস্থা, হরিয়ানার কি অবস্থা, জম্মু এবং কাশ্মীরের কি অবস্থা, রুমানিয়ার কি অবস্থা সেই অবস্থার কথা আমরা ভুলিনি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদের কুকীর্তির কথা কে না জানে। উপজাতিদের কথা বলে সেদিন তারা তাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছিল। সেদিন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন টি, এন, এল, এফ, টি, এন, এস, এফ, তৈরী করে কমল বিকাশ ত্রিপুরাকে দিয়ে ২য় দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটা ভেস্তে গেছে। তাই আজকে অস্ত্র হাতে নেওয়ার জন্য আবার বলা হচ্ছে। আমি মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুদের অনুরোধ করছি তারা যেন এপথে যাওয়া বন্ধ করেন আর তা না হলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে থু থু ফেলে তাড়িয়ে দেবে। কাজেই আজকের এই সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমি মাননীয় নারায়ন রূপিনী ও মাননীয় সুরেন্দ্র রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলাম ভুইছাকুথাং, কেকফাং, চম্পছড়া, কাকরা ছড়া ও জয়রাম সর্দার পাড়ার সমস্ত স্কুল এক বা দেড় মাস যাবৎ বন্ধ না প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু কি কারণে সে সব স্কুলের মাষ্টারদের মাস মায়না দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। সেখানকার তাদের পার্টি কর্মীরা যারা আগে শিগা বিড়ি খেত তারা দেখলাম সিগারেট খায় কিন্তু এখন পয়সা কমে গেছে তাই গ্রামে গ্রামে আবার তামাক খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয় স্যার, ১০ টি বছর উপজাতিদের উন্নয়নের নামে বহু কান্না তারা কেঁদেছে কিন্তু কোন এসেট তারা

তৈরী করতে পারেনি। কিন্তু আজকে এই জোট সরকার তাদের জন্য অনেক কিছু করে দিয়েছে। তার জন্য আপনাদের বন্ধু কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী আমাদের রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীকে প্রশংসা করেছে। আপনার তার কি কোন খবর রাখেন। পত্রিকা পড়বেন শুধু ডেইলি দেশের কথা পড়লে কিছু জানতে পারবেন না। যদিও অন্য পত্রিকার প্রতি আপনাদের এলার্জি তবু প্রকৃত খবর জানতে হলে অন্য পত্রিকাগুলিও পড়বেন; আপনারা ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত ককবরক শিক্ষা চালু করেছেন কিন্তু তারপরে তারা কোথায় যাবে সে কথা কি একবার চিন্তা করেছেন ? দশরথ বাবু উপজাতিদের জন্য এত কান্নাকাটি করেন অথবা এই উপজাতি ছাত্র—ছাত্রীদের জন্য কোন বই লিখে রাখার কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনারা এখানে বলেন উপজাতিদের জন্য ওনারা কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন কিন্তু আমরা জানতে চাই সেই টাকা কিভাবে খরচ করেছেন। সে টাকা ওনারা ১ জায়গায় খরচ করেননি অনেক জায়গায় খরচ করেছেন সে টাকা দিয়ে বিলোনীয়াতে বাদলবাবু স্বর্ণ মন্দির তৈরী করে পার্টি অফিস করেছেন।

সেই বিলোনিয়ার মধ্যে বাদলবাবু যেখানে রয়েছেন সেই বিলোনীয়াতে স্বর্ণমন্দির তৈরী করা হয়েছে। একটা বিরাট পার্টি অফিস সেখানে নির্মাণ করে সেখানে অস্ত্র-সস্ত্র মজুত রাখা হয়েছে এবং সেখানে এই গুণ্ডারা নর্তক নর্তকী নিয়ে বিলাস করছে। এইভাবে তারা সারা ত্রিপুরায় পার্টি অফিস তৈরী করছে। আপনারা কুলাইতে গিয়ে দেখুন। সেখানে প্রাক্তন এম, এল, এ, এর বাড়ির সামনে দালান করে এক বিরাট পার্টি অফিস করা হয়েছে। কোথা পেল তারা এত টাকা।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে, সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ এটাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়ণের জন্য সাহায্য করবে।

তারপর এই আগরতলা শহরের তারা কি করেছিল। এখানে সেই বাইরে থেকে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের সেখানে কিছু টাকার বিনিময়ে বসিয়ে দিয়েছে হকার হিসাবে। ফলে আগরতলা শহরে কোন রাস্তা নাই চলাচলের জন্য। বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তবে দেখে যে এখানে কোন রাস্তা নেই। সব রাস্তার উপর এই হকারদের বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর এই জোট সরকার আসার পরে এই হকারদের উচ্ছেদ নয় তাদের পুনরবাসন দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এইটা আপনাদের প্রশংসা করা দরকার ছিল এই বাজেটের মাধ্যমে। আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডো প্রশংসা করা উচিত ছিল আপনাদের। কারণ যেহেতু আপনাদের খাদ্য, আপনাদের অর্থাৎ পূর্বাবাবুদের ছেলে, মেয়ে, তার বৌ সবাই এই বাজেটের সঙ্গে জড়িত। এমনকি আপনারা যে সেলারী পান সে সেলারীও তো জড়িত রয়েছে এই সাপ্লামেণ্টারী বাজেটের মধ্যে। তাহলে বলুন যে আপনারা সেলারী নেবেন না ?

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ত্রিপুরার সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ পেশ করেছেন সেই ডিমাণ্ডস্‌কে

সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস্ ১৯৮৯-৯০ উপস্থাপন করেছেন-আমি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্‌কে সমর্থন করতে পারছিনা। এবং আজকে আমাদের বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সে সমস্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে দুই একটি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছি।

এই ডিমাণ্ডের মধ্যে দেখা যায় যে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮, মেজর হেড-৮০০ জওহর রোজগার যোজনা। এইখানে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। গত নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে রাস্তাঘাট, ব্রিজ মেরামতি এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য। আমরা দেখেছি নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে সে সমস্ত কাজ করার কথা সেটা করা হয়নি। আর যে কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে ব্রিজের সে সমস্ত ব্রীজগুলি এখন ধ্বংসের মুখে। স্যার, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি— আমার গ্রাম থেকে মেলাঘর আসার পথে রাস্তার উপর একটা ব্রিজ রয়েছে। নির্বাচনের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে দশ হাজার টাকা খরচ করে সেই ব্রিজটা মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু এই দুই তিন মাস যেতে না যেতেই সেই ব্রিজটা একটা গাড়ী তার উপর উঠা মাত্র সেটা গাড়ী সহ ভেঙ্গে খালের উপর পড়ে যায়। এই ধরণের মেরামতি করা হয়েছে। আসলে এই সমস্ত টাকা পয়সা নিজেদের দলীয় লোকেদের পাইয়ে দেবার জন্য এবং কিছু কন্ট্রাকটরদের পাইয়ে দেবার জন্য এবং তাদের থেকে গোপনে টাকা হাতিয়ে নিয়ে সেই সমস্ত কাজগুলি করা হয়েছে। আজও ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের রাস্তাঘাট এবং ব্রিজগুলি মেরামত করার কথা সে সমস্ত কাজগুলি আজও করা হয়নি। শুধু নিজেদের দলীয় স্বার্থে সে সমস্ত টাকা খরচ করা হয়েছে। সুতরাং আমি কোন অবস্থাতেই এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করতে পারছি না।

তারপর স্যার, ডিমাণ্ড নং-২২। মেজর হেড্ ২২৪৫, নেচারেল কেলামিটিস্। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সেই টাকা চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের কাছে দিয়েছেন। গত ২ বৎসর কোথাও কি খরা বা বন্যা হয়েছে? কিভাবে সেই টাকা খরচা করা হয়েছে? কাকে দেওয়া হয়েছে। এই ৫ লক্ষ টাকা নির্বাচনের কাজে লাগানো হয়েছে। এখন সেটাকে পাশ করিয়ে দিয়ে বাজেটে ঢুকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা কি স্যার, সেই ডিমাণ্ড সমর্থন করতে পারি? সুতরাং আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারিনা।

ডিমাণ্ড নং ৩১,- মেজর হেড, ২৪০১, এখানে কর্মচারীদের ডি. এ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য চাওয়া হয়েছে ৫৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। স্যার, গত বাজেটে কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য বাজেট পাশ হয়েছে। সেই টাকা না দিয়ে দলীয় স্বার্থে, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি কাজে খরচা করা হয়েছে এখন টাক পড়েছে।

তাই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের মাধ্যমে সেটাকে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। কাজেই সেই ডিমাণ্ডকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।

ডিমাণ্ড নং-৩৮, মেজর হেড ৮০০ জওহর রোজগার যোজনা। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন, খুব ফলাও করে বলেছেন এই জওহর রোজগার যোজনার কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যে এর মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বামফ্রন্ট সরকারের চালু করা এন, আর ই, পি বন্ধ করে এখন জওহর রোজগার যোজনা চালু করা হয়েছে। জওহর রোজগার যোজনা দিয়ে সেখানে গ্রামের মানুষ কাজ কর্মের সুযোগ পাচ্ছে না। সেখানে মানুষ কাজের অভাবে অনাহারে মারা যাচ্ছেন। ত্রিপুরা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। স্যার, আমি সোনামুড়ার কথা বলছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে পেসেঞ্জার সেড্ তৈরী করা হচ্ছে কণ্ট্রাকটর দিয়ে। গ্রামের গরীব অংশের মানুষদের দিয়ে সেটা করানো হচ্ছে না। সেখানে বসে বসে হাওয়া খেলেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পেট ভরে যাবে। সুতরাং তার জন্য পেসেঞ্জার সেড্ তৈরী করা হয়েছে। কণ্ট্রাকটর সেই টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। আবার কণ্ট্রাকটর হচ্ছে তাদেরই দলীয় লোক। তাদেরকে কাজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে তারা কিছু কিছু বাগান করছেন। সেটাতো ভাল কথা। কিন্তু এটাও সঠিক ভাবে হচ্ছে না। অনেক অভিযোগ সেখানে উঠছে। সেখানে চাম্পা ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে।

সেখানে গামাই, সেগুন গাছ দেওয়া হত, তাহলে পরে সেখানে যেমন বনজসম্পদ বৃদ্ধি পেত তেমনি আর্থিক আয় বাড়ত। এটাও সেখানে করছে না। বাগানে এই সমস্ত কিছু কিছু কাজ দেখিয়ে এইগুলিকে হাতিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা চলছে। এই যে জওহর রোজগার যোজনা যেটা প্রকৃত গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থান করার কথা, সেটা তাদের জন্য করা হচ্ছে না। উপকৃত কণ্ট্রাকটরদের দিয়ে সেখানে সেই টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ১০৩ সেখানে বলা হয়েছে যে, উপজাতিদের জন্য সেখানে ষোল লক্ষ তের হাজার টাকা খরচ করার কথা বলা হয়েছে, চাওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা দেখছি যে উপজাতি যেসমস্ত এলাকাগুলি আছে সেই সমস্ত এলাকাগুলির মধ্যে প্ল্যানের মধ্য দিয়ে সেখানে যে বিভিন্ন কর্মসূচী করার কথা ছিল, আমরা দেখছি সেখানে কিছুই হচ্ছে না। আজকে এ, ডি, সি যেখানে আছে সেই সমস্ত জায়গায় এ, ডি, সি কিছু কিছু কাজকর্ম করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তাও সেখানে সেই টাকা যাতে খরচ হতে না পারে তারজন্য সেখানে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভাবে তার প্রশাসনকে চাপ দিয়ে যাতে সেখানে কাজকর্ম কিছু না যয় তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে চাপ সৃষ্টি করছে। অথচ সেখানে চাকুরীর জন্য যে টাকা চাওয়া হচ্ছে তাও রাজ্য-সরকার দিচ্ছে না। সেই তথ্য আজকে বিধানসভার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রশ্ন পর্বে দেখেছি যে তফ্সিলী জাতি এবং উপজাতিদের চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের যে কোটা এবং রিজার্ভেশনের কোটা এইগুলি সেখানে আনা হচ্ছে না। উপরন্তু সেখানে সেই কোটা ভেঙ্গে অন্যান্য অংশের যারা আছে

তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। অথচ সেখানে টাকার যে খরচ দেখানো হয়েছে এবং সেই টাকা আজকে বিভিন্ন ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। আসলে উপজাতিদের স্বার্থে খরচ না করে নিজেদের দলীয় লোক যারা ঐ উন্নয়ণ কমিটি, বাটপার কমিটি বলে যারা আছে, টাউট মাতাব্বর যারা আছে তাদেরকে সেখানে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে।

আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য দুই বৎসরে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য সামগ্রিক দিক থেকে উন্নতি এবং বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা সমস্ত কিছু আজকে ধ্বংসের মুখে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এখানে দিয়েছেন এটাকে আমরা কোন অবস্থায় সমর্থন করতে পারছি না। যদি এটাকে সমর্থন করা হয় তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের চব্বিশ লক্ষ মানুষের সাথে সেইখানে বেইমানি করা হবে। সুতরাং আমরা সেই বেইমানি করতে পারব না। এবং ডিমাণ্ডকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন না করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে ১৯৮৯-৯০ সালের অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে যে আমরা গত দুই বছর ধরে লক্ষ করছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের পেট্রোল, ডিজেল এবং নতুন নতুন গাড়ী আনার জন্য বিভিন্ন ডিমাণ্ডে প্রচুর পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়ে আসছে। এর থেকে মনে হয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে লুটপাটের একটা ধারাবাহিকতা চলে আসছে, আর তার সঙ্গে সমতা রেখে প্রতি বছরই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ পেশ করে আসা হচ্ছে। এটা আর অন্য কিছু নয়, এই রাজ্যে অনাহারে, অর্ধাহারে এবং না খেতে পেয়ে যে ভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে, ইতি মধ্যে একটা সন্তানও বিক্রি হয়ে গেছে, এই সবের সম্পর্কে আমরা এই হাউসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আরও দিয়েছি, কিন্তু সরকারের এই দিকে কোন দৃষ্টি নাই। নতুন নতুন গাড়ী কেনা হচ্ছে, পেট্রোল কেনা হচ্ছে এবং ডিজেল কেনা হচ্ছে, যাতে করে একটা আরাম আয়াসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা চলছে, এমন কি বাড়ী, গাড়ী সাজানোর যা কিছুর প্রয়োজন, সবই সরকারী টাকায় করা হচ্ছে যাতে করে মনে প্রত্যেকরই মনে হবে লুটপাট বেশ ভালই চলেছে। কাজেই আমাদেরও এটা বুঝতে হবে যে এসব লুটপাটের জন্যই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট। আমাদেরও আমলেও সরকারী গাড়ী চলাচলের একটা বহর ছিল, কিন্তু সেটা ছিল প্রয়োজন ভিত্তিক যা না হলে নয় কিন্তু এখন তো দেখছি সরকারী গাড়ীগুলি যে ভাবে ছুটাছুটি করছে, সেই এক বিরাট কাণ্ড— দেখে লোকে বলে এই যেন একটা কাণ্ডয়, না হয় যে কোন রাজার রাজ্য জয়ের আনন্দে বিরাট গাড়ীর মিছিল অন্তত কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স ক্রমে যখন গিয়েছিলেন, তখন আমি নিজে চোখে এই দৃশ্য দেখেছি — ২২/২৩ টা গাড়ীর মিছিল, আর তার সামনে লাল পতাকা নিয়ে পাইলট কার যেন কোন কায়ার বিগেডের গাড়ী পটা ব জিয়ে ধেয়ে আসছে। আমি জানিনা কেন এগুলি গাড়ী এক

এক সঙ্গে মিছিল করে আসা যাওয়া করছে? তবে, এটুকু করতে পারছি যে তারা আরাম আয়াসের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ। তারপরে আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪— Special repairs to roads with SPT bridges and culverts in connection with the 9th Parliamentary Election.

সেই পার্লামেণ্টারী ইলেকশনের সময় আমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কোথাও তো এস, পি, টি ব্রীজ এবং কালভার্ট নতুন করে তৈরী হয়েছে, তা তো চোখে পড়েনি, অন্ততঃ আমার সাব্রুম মহকুমাতে একটিও যে হয় নি, তা আমার জানা আছে। তবে একটা ব্রীজ তৈরী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে সেই ব্রীজের পুরো স্ট্রাকচারটাই ভেঙ্গে নীচে পরে আছে। সাব্রুমের কথা বাদই দিলাম, এই যে আগরতলা শহরের একেবারে নিকটে যে যোগেন্দ্রনগর, সেখানেও দেখছি এ' একই অবস্থা। কাজেই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ লুঠপাট— ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩০ টাকার লুটপাট। কাজেই সেই সব কাজ ইলেক্শানের জন্য করেছেন না। নিজেদের পেটে গিয়েছে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এরপর আছে ২৯ নাম্বার ডিমাণ্ড এতে আছে দি প্রভিশন রিকোয়ার্ড ফর মেণ্টেইন্যান্স এ্যাক্সপেণ্ডিচার অব ট্রাইবেল রিফিউজিস ফ্রম বাংলাদেশ। কিন্তু আমরা জানি এদের জন্য যে টাকার প্রয়োজন, সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে— তার ব্যবস্থাপনা করছে রাজ্য সরকার। এজন্য চাওয়া হয়েছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যেও দুর্নীতি। কত লোক এসেছে বা ছিল, সেটা তো এখনও গুণে শেষ করতে পারেননি, অন্তত: দিল্লীতে যে হিসাব পাঠিয়েছেন আর আপনাদের কাছে যে হিসাব আছে, তার সঙ্গে তো মিলছেনা। তাই কয়েক দিন পর পর যখনও গুণতেই হচ্ছে; তাদের যে রেশন দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে কি আছে? শুধু তো চাউল, আর মসুরীর ডাল অন্য যে আরও কিছু আইটেম দেওয়ার কথা সেগুলি তো কিছুই নেই সেই আইটেমগুলি তো মাঝ পথে লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আগে তো এসব লুঠপাট বন্ধ করতে হবে, কারণ এই লুঠপাটের মধ্যেই যে দুর্নীতি রয়েছে।

সেখানে অনেক দুর্নীতি হচ্ছে। যারজন্য একটু একটু ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। আমরা দেখছি এদের রাস্তেব সোনাদানা বিক্রী হচ্ছে, গরু বা দুধ বিক্রী হচ্ছে। আজকে বাবা হয়ে আপনাদের সেখানে যেতে হচ্ছে। আর কত দিন মানুষকে ভাওতা দেবেন। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, ডিমানড নং ৩৪, এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। লেবাররা কতদিন কাজ পাবে? আমি সাব্রুমের বি, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জহর রোজগার যোজনায় আপনারা বছরে কতদিন কাজ দিতে পারবেন? উনি বলেছেন যে সাড়ে তিনদিন। বছরে মাত্র সাড়ে তিন দিন। বড় বড় কথা বললেই তো হবে না বাস্তব একথাটা কি? কয়েকটা স্কুলের কথা বলছে যেমন বৈষনবপুর হাই স্কুল। সেখানে মাত্র তিন জন টিচার। এই রকম আরও অনেক স্কুল আছে যেখানে মাষ্টার নাই। সব মাষ্টারকে আগরতলায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সানাস হাই স্কুল সেখানে মাত্র ৭ ৮ জন মাষ্টার আছেন। কাজেই এই স্কুলগুলির দুর্গতি

সতবর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— শ্রীসুশীল কুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমাঃ— (মাননীয় সদস্য চাকমা ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— শ্রী ফয়জুর রহমান। **[See ANNEXURE "D"]**

শ্রীফয়জুর রহমানঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার সার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৯—৯০ইং সনের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বিরোধীতার কারণ হলো আমাদের এই রাজ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র কৃষক। আজকে জোট সরকার আসার পর এই অংশের মানুষের মাথায় হাত। একজন বেকার যুবক যেমন একটা অফার পেলে অত্যন্ত খুশী হয়, তেমনি একজন কৃষকও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হলে তেমনি আনন্দিত হয়। কিন্তু এই সরকার বিগত দুই বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও একটা সেচের ব্যবস্থা করেননি এবং যে সমস্ত ইরিগেশান স্কীমগুলি ছিল সেগুলিও আজকে অচলাবস্থা। গত এক বছরে সারা রাজ্যে একটা সীজনাল বাঁধও হয়নি। আমি আমার এলাকার কথা বলছি যেমন সাতসঙ্গম কুর্তি, গোবিন্দবাড়ী, প্রত্তেকরায় এই সমস্ত এলাকাগুলিতে ইরিগেশান স্কীম, লিফট ইরিগেশান স্কীমগুলি নষ্ট। সেগুলি দিয়ে আজকে জল পড়ছে না। এলাকার কৃষকগণ আজকে বলছেন—এ রাজ্যে কোন সরকার আছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকদের সুবিধার্থে রবি শস্যের সময় প্রতিটি গাঁও সভাতে ১০—১১ টা করে সীজনাল বাঁধের ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু আজকের এই জোট সরকার আসার পর দেখছি একটা গাঁওসভাতেও সীজনাল বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর স্যার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ এইগুলি কৃষকরা আজকে পাচ্ছেন না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কদমতলা এলাকায় কুলবাড়ীতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা ভি. এল. ডাবলিউ তৈরী করার কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা ফিতা কাটার জন্য গিয়েছিলেন। তখন সেই এলাকার কৃষকরা তাঁকে বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার আমাদের এই এলাকার কৃষকদের স্বার্থে এটা করেছেন। এখান থেকে আমরা সার, বীজ মেশিন ইত্যাদি পাব। কিন্তু আপনি আমাদের জন্য কি নিয়ে এখানে এসেছেন আমরা জানতে চাই। তখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাদের সেই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি।

তখন কৃষিমন্ত্রী কোন জবাব দিতে পারেন নি। তখন এলাকার মানুষ শ্লোগান দিলেন "কৃষি মন্ত্রী গবেট"। তাই কৃষিমন্ত্রী চলে এলেন এই হলো সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। আমাদের রাজ্যের হাজার হাজার তাঁতী বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তাঁতীদের নিজের পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন আই, আর. ডি, পি, স্কীম এবং অন্যান্য ব্যাংক সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তাঁতীদের দেওয়া হয়েছিল যেমন তাদের ঘর মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বয়স্ক লোকদের বিনা পয়সায়, চশমা কিনে

দেওয়া হতো এবং সূতা দেওয়া হতো কিন্তু আজকে এই জোট সরকার আসার পর এই সমস্ত তাঁতীদের কোনাল নিয়ে কেউ নাগাল্যাণ্ড, কেউ করিমগঞ্জ কেউ বদরপুর এবং কেউ ধর্মনগর চলে যাচ্ছে কাজ করার জন্য। গোবিন্দপুর এলাকায় বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেল প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক তাদের একটা তাতও চলছে না, এই হলো আজকে তাতীদের অবস্থা। এছাড়া কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রি এবং সূত্রধর ইত্যাদি তাদের কোন কাজ নেই গ্রামে গঞ্জে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পির কোন কাজ নেই কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার থাকাকালীন অবস্থায় গাঁও সভা ভিত্তিক যারা লেবার কার্ড পেয়েছিল তাদেরও কোন কাজ নেই। যারা শ্রমিক লেবার কার্ড হোলডার তারাও আজকে টুকরি, কোদাল নিয়ে বাইরে কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছেন আর যারা বয়স্ক বাইরে যেতে পারে না ও টুকরি নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাজ করার সন্ধান করে। স্যার, আমি ক্লাশ টুতে পড়ার সময় একটা কবিতা পড়েছিলাম ঃ—

খালি নামে ছাত্র

পড়ে নাকো মাত্র

আমাদের মন্ত্রীদেরও এই একই অবস্থা হয়েছে উনাদের কাজের নামে কোন কাজ নেই, ওজনই কেবল বাড়ছে, দেখুন না "আপেলের মতো চেহারা স্বাস্থ্য মনত্রী"। হাসপাতালে কোন বেনডেইজ নেই, একটা এনালজিন টেবলেট পর্য্যন্ত নেই। কদমতলা হাসপাতালে আমি যখন গেলাম চিকিৎসার জন্য তখন ডাক্তার বাবু বললেন এসেছেন এই দেখুন রোগীদের অবস্থা এবং ষ্টোরের অবস্থা দেখুন। এই হচ্ছে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা। ধর্মনগর হাসপাতালে সেখানে থাকার ব্যবস্থা নেই কারণ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ হাসপাতালটায় একটা অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ বিরাজ করছে। বিছানা যেগুলি আছে সেগুলিতে বসার কোন ব্যবস্থা নেই, রাত্রি কাটানো তো দূরের ব্যাপার। তার জন্য কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। লুটপাট করিটি আজকে সারা রাজ্যে হরির লুট চালাচ্ছে। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বিধান সভার সদস্য এবং চেয়ারম্যান যারা আছেন হরির লুট চালাচ্ছেন। যে সমস্ত মেম্বাররা আগে আকাশের চাদ দেখত এখন উনারা টিনের ঘরে থাকেন।

আজকে সেখানে টিনের ঘর। আমাদের ওখানে কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ২টা বিয়ে করেছে। মানুষ কাজই পায়না অথচ এই জোট সরকারের আমলে এই চলছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। কাজেই এই সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটকে আমরা কিভাবে সমর্থন করি। আমরা সমর্থন করব আর আপনারা লাল বাতি জ্বালাবেন। মুখ্যমন্ত্রী না হয় জ্বালাবেন কিন্তু বাকী ২ আনা ৪ আনা মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত এভাবে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেশের টাকা নয়—ছয় করবেন সেটা আমরা কিভাবে সমর্থন করব কারণ এসবত জনগণের টাকা। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানরা হচ্ছেন শতকরা ৭ জন। এই জোট সরকার আসার পর তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে ওয়াকফ বোর্ড সে ওয়াকফ বোডকে জোট সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে। সংখ্যালঘু পরিবার পিছু ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা ছিল সে টাকা ফটিকরায় নির্বাচনে শেষ করে দিয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা ছিল শিবনগরে মুসলিম ছাত্রাবাস ও

রেষ্ট হাউজ করার জন্য সে টাকাও গায়েব হয়ে গেছে। মুসলমান ছাত্র—ছাত্রীদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল সেটাও আজকে বন্ধ। বামফ্রন্টের আমলে ব্যাংক থেকে ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে গরীব মুসলমানদেরকে রিক্সা কিনে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল সেটাও আজকে বন্ধ।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ সিট ডাউন। কনক্লুড ইউর লেকচার।

শ্রীকয়জুর রহমান :— গরীব মুসলমান রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে সাহায্য ছিল সেটাও আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। সবচেয়ে আজকে যে জিনিষটা বড় সেটা হচ্ছে তাদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। একদিকে সি, পি, এম, করলে খুন করার চেষ্টা চলছে আরেক দিকে শচীন সিংহের আমলে যেভাবে সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর চেষ্টা ছিল আজকে সেটা চলছে।

মিঃ স্পীকারঃ — টাইম ইজ ওভার।

শ্রীকয়জুর রহমান :— আমি শুধু ধর্মনগরের উদাহরণ দিচ্ছি সেখানে চোরাইবাড়ীতে যে ও সি. হন তিনি অন্য থানাতে এখন আর আসতে রাজী হন-না। এখন সেখানে সুভাষ সিনহা ও.সি. তিনি মুসলমান দেখলে খুব খুশী হন। সেখানেত ১০ বছরে যেটা বন্ধ ছিল আজকে সেটা চালু হয়েছে। আজকে কুর্তী এলাকায় যেভাবে অত্যাচার চলছে বলার মত না। সেখানে ১০০-র উপরে কেইস আছে। আমি নাম-ধাম সহ দিতে পারব। আমার কাছে লিষ্ট আছে। সে লিট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কোন একশন নাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনার ২ মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকয়জুর রহমান :— তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৯-৯০ সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল্ মেমবার শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস্. ১৯৮৯-৯০ পেশ করেছেন আমি সেই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছি।

এইখানে আমরা শুনেছি যে বিরোধী বন্ধুরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এই ডিমাণ্ডের নিন্দা করেছেন এবং এইটাকে সমর্থন করছেন না। আবার অপরদিকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কোথায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছেনা বা কোথায় অসুবিধা হচ্ছে এই সব কথাও বলছেন। এতে আমরা বুঝতে পারলাম যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যেখানে জোট সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে সুযোগ দিয়েছেন এবং তাদের বিরোধী আসনে বসিয়েছে এতে তাদের হিংসা হচ্ছে। এবং তার জন্যে তারা এই জনকল্যাণমুখী সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু এতে ত্রিপুরার জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবেন না। এই হিংসার জন্যই আজকে ত্রিপুরার জনগণ

তাদের বিরোধী আসনে বসিয়েছেন।

আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখেছি যে, তারা বছরে ২/৩ বার পর্য্যন্ত সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ চাইতেন। কাজেই এই জোট সরকার যে এইটা প্রথম করেছে তা নয়।

এই আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছেন যে গ্রামেগঞ্জে হাজার হাজার লোক নাকি অনাহারে মারা যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রমাণও তিনি দিতে পারেননি। এবং এই ধরণের এই সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনাও তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট করাতে পারেননি। কাজেই তাদের এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। এই মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গণতন্ত্র বিশ্বাস করেনা। গণতন্ত্র-এর নামে তারা ভারতবর্ষে একটা রাজনীতি চালাচ্ছে। আর সারা বিশ্বে বড় বড় যে সব কমিউনিস্ট কান্ট্রি রয়েছে যেখানে গণতন্ত্র মানা হয়? লজ্জা হয়না আপনাদের। আপনাদের কমিউনিজমের অদর্শের মধ্যে কোথাও গণতন্ত্র বলে কিছুই নাই। আর এখানে আপনাদের প্রতিটি কাজে প্রতিটি কথায় শুধু গণতন্ত্র গণতন্ত্র— সেই অমুক গণতান্ত্রিক সমিতি, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ইত্যাদি। আর আসলে কিন্তু আপনাদের আদর্শে গণতন্ত্রের নামগন্ধই নাই।

আমরা দেখেছি বিগত দশ বছরে আপনারা গ্রামে গঞ্জে কাজ দিয়ে মানুষকে, লেবারের কাজ সৃষ্টি করেছিলেন প্রচুর। হাজার হাজার জাতি-উপজাতিদের আপনারা লেবারে পরিণত করেছিলেন। আপনারা এইভাবে চাইছিলেন ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে লেবারে পরিণত করতে। এই হচ্ছে আপনাদের কমিউনিস্টদের আদর্শ। আর এই ভারতবর্ষে এই গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে আউড়ে আপনারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এই বিধান সভায়। আবার সেই ভি. পি. সিং এর জনতা দলের লেজুড় ধরে কেন্দ্রে যাবার চেষ্টা করছেন। আজকে কেন্দ্রের মন্ত্রী সভায় বামফ্রন্টের কতজন মন্ত্রী রয়েছে? আজকে সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে কতজন মন্ত্রী রয়েছেন সেখানে? একজনও নাই। আপনারা যদি কনস্ট্রাকটিভ রাজনীতি করতে চান তাহলে সেই ভি. পি. সিং এর কাছে দাবী করুন যে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল এর রাজ্যগুলি থেকেও কেন্দ্রিয় মন্ত্রী সভায় প্রতিনিধি নিতে হবে। কিন্তু এইটা আপনারা চাইতে পারেন না।

আর এখানে আপনারা রাজনীতি করছেন—শুধু লেবার সৃষ্টি করার জন্যে। আপনারা লেবার কার্ড নিয়ে রাজনীতি করেছেন। আপনারা চান ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে লেবারে পরিণত। কিন্তু এই জোট সরকার সেটা চায় না। এখানে ছোট ছোট যারা কৃষক রয়েছেন তারা যাতে নিজের জমির উপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন এইটা করা দরকার—এইটা জোট সরকার করেছেন।

বামফ্রন্ট আমলে আমরা দেখেছি যে, ধর্মনগরের লেবার এনে আগরতলাতে কাজে লাগানো হচ্ছে। আবার আগরতলার লেবার নিয়ে ধর্মনগরে কাজে লাগানো হচ্ছে। এটাই কি আপনাদের কাম্য? সবাই লেবার হোক্ এটাই কি আপনাদের কাম্য? আপনি যদি লেবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ছেলেমেয়েদের কিভাবে লেখাপড়া শেখাবেন? আপনারা বামফ্রন্ট সরকার যখন এই রাজ্যে

ক্ষমতায় ছিলেন, তখন রাজ্যের মানুষদের পঙ্গু করেছেন। তার জন্য দায়ী কিন্তু আপনারাই। শুধু কি তাই ? আমরা জানি, তখনও আমরা রাজনীতিতে আসিনি, অনেক ছোট ছিলাম. আমরা শুনেছি যে এই বামফ্রন্টের অনেক বড় বড় নেতারা জনশিক্ষা সমিতি করে এবং গণমুক্তি পরিষদ গঠন করে ছিলেন। এই দশরথ বাবু এবং নৃপেন চক্রবর্তীরা জ্যান্ত অবস্থায় ট্রাইবেলদেরকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তবুও তাদের কয়েকজনকে রাজ্যের মানুষ আজ বিরোধী বেঞ্চে রেখেছেন। আপনাদের শাস্তি হওয়া উচিৎ।

আজকে আপনারা জেলাপরিষদ সম্পর্কে বড় বড় কথা বলছেন। ষষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য আপনারা কতবার আন্দোলন করেছেন ? আজকে সেই জন্য আপনাদের লজ্জা হয় না ? নির্লজ্জভাবে আবার বক্তব্য রাখছেন এই ব্যাপারে। আবার এটাও জানি যে সপ্তম তপশীল খিচুরির মত বামফ্রন্ট করেছিল। সেটা আমাদের জানা আছে। ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে ষষ্ঠ তপশীল চালু করা হয়েছে। এখন এই ষস্ট তপশীলের জেলা পরিষদের মধ্যে বামফ্রন্টের বন্ধুরা আছেন। রাজ্য সরকার এবং জেলা পরিষদ এলাকার জনগণ চাইছেন ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য। আজকে জেলা পরিষদের অধিবেশনে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য বিল পাশ করা হচ্ছে। এটা কি জেলা পরিষদের আওতাধীন ? সংবিধানে বলে ? জেলা পরিষদের ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য কোন আইন আছে ? কোন রোলস্ বা রুল্জ আছে ?
একমাত্র ৬ষ্ঠ তপশীলের আওতাধীনে সেখানে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। জেলা পরিষদের ক্ষমতায় থেকে এবং জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে আপনারা ভিলেজ কাউন্সিলের গঠন করতে চাইছেন না। এটা ত্রিপুরার জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবেন না। ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের নিয়ে আপনারা তাদের কিসমৎ নিয়ে খেলাধূলা করবেন না। এ, ডি, সিতে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমরা ভাল করেই জানি। এ, ডি, সি-র সব কর্মচারী রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাদেরকে ডেপুটেশানে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনতো জেলা পরিষদ তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কারণ তাদের ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে দিয়ে নতুন রিক্রুটমেন্ট করতে পারেন। এই ক্ষমতা জেলা পরিষদের রয়েছে। অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। বাজেট আছে। কেন তারা লোক নিচ্ছেন না। এখন আবার তারা এস, সি-এস, টি কথা বলছেন।

১০০ পয়েন্ট রোস্টার-এর নিয়ম কে মেনেছেন ? বৈদ্যনাথ বাবু, সমর বাবু, বাদল বাবু আপনারা মিনিষ্টার থাকাকালীন এস, সি এণ্ড এস, টি ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মেনেছেন। দশরথ বাবু কি মেনেছেন ? আপনাদের সেই সমস্ত কাণ্ড-কীর্তির দায় দায়িত্ব জোট সরকারের উপর আসছে। সেটা আপনারা জানেন এন, এস, এস এর টাকা আপনারা কি করেছেন ? আপনাদের কোন জবাব আছে ? এ ডি, সি র টাকা দিয়ে আপনারা কি করছেন ? আমরাতো জানি যে ব্লকের মধ্যে এ, ডি, সি র টাকা দেওয়া আছে। কিন্তু এড্‌মিনিষ্ট্রিটিভ এপ্রোভাল দেওয়া হয় নাই। আপনারা ডি, এন-

বি, ডি, ও-দের দিতে পারেন। আপনারা জেলা পরিষদে অফিসার বানিয়ে ড্রয়িং অথরিটি করে ব্যবহার করতে পারেন। সেটাকে বাস্তবে রূপ দিন। কাজ-কর্ম করেন। এটাতো রাজ্য সরকারের দোষ নয়।

আপনি বলুন তো কত হাণ্ডেট পর্য্যন্ত রোষ্টার চালু করছেন। এই যে সমরবাবু আপনি মন্ত্রী ছিলেন, একটাও আপনারা ফলো করেন নি। আপনাদের সেই কাণ্ড-কীর্তির দায় দায়িত্ব ভোট সরকারের মাথার উপর আসছে। আপনারা জানেন এ ডি, সির টাকা দিয়ে আপনারা কি করছেন ? আপনাদের কোন জবাব আছে ? আমরা তো জানি ব্লকের মধ্যে এ, ডি, সির টাকা দেওয়া আছে কিন্তু এডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রোভ্যাল দেওয়া হয় না, খরচ করার অনুমতি দেওয়া হয়না কেন ? আপনারা বি, ডি, ওকে দেবেন না, ডি. এমকে দেবেন না তাহলে আপনারা জেলা পরিষদের অফিসার তৈরী করুন। তৈরী করে ড্রয়িং অথরটি তৈরী করে আপনারা ব্যবহার করুন। সেটা বাস্তবে রূপ দিন কার্যকরী করুন, ব্লকগুলিতে জেলাপরিষদের টাকা দিয়ে এডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রোভ্যাল দেবেন না এবং খরচ করার ক্ষমতা দেবেন না। অনুমতি দেবেন না এটাতো রাজ্যসরকারের দোষ নয়। জেলা পরিষদের একটি লাল পয়সাও রাজ্যসরকারের আত্মসাৎ করার অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই কিন্তু আপনারা করছেন না কেন ? এখন আপনারা বেকারদের সমস্যা তুলছেন। এখন আপনারা ইচ্ছে করলে জেলা পরিষদে ছয় থেকে হাজার কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন। এই টাকাগুলি কোথায় ? আগামী জেলাপরিষদ নির্বাচনের সময় এই টাকা ব্যবহার করতেন ? পঞ্চায়েত কনষ্টিটিউন্সিতে ভোট কেনার জন্য আপনারা এই টাকা রাখছেন জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না ; জনগনের উন্নয়ণমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ অর্থ বরাদ্দ করা আছে। আপনারা একটাও ইউটিলাইজ করেন নাই এবং ইউটিলাইজ সার্টিফিকেটও রাজ্যসরকারের কাছে দেন নাই। আপনারা তো কিছুই জানেন না। সরকার করতে গেলে কি লাগে সমরবাবু, বিমলবাবু ওনারা ভালো জানেন। তবুও বলবেন না। রাজ্য সরকারের কাছে একটা ইউটিলাইজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আপনারা খরচ করছেন না কেন ? কে আপনাদের বাধা দিচ্ছে। স্কুলের কথা আপনারা বলেছেন, জেলা পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি রাজ্যসরকার দেখছেন না এ, ডি, সি, দেখছেন ? যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল এ, ডি, সির আওতাধীন এবং আলাদা ইন্সপেক্টর তৈরী করা আছে, ঐগুলি জেলা পরিষদ দেখবেন, কিন্তু তারা দেখবেন না। তাদের কে কি করানো হচ্ছে ? জেলা পরিষদের আওতাধীন সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বলেছেন তোমরা ঐ নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, এইগুলি কেনার জন্য বেনিফিসারীর নাম সিলেকশন কর। এখন জেলা পরিষদের আওতাধীন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মহাশয়রা নিউক্লিয়াস বাজেটের লিষ্ট করবে না, জেলা পরিষদের স্কুলগুলি ইন্সপেক্টর করবে। আপনারা বলুন সমালোচনা করুন আপনাদের অধিকার আছে। কিন্তু আপনাদের জেলা পরিষদের অধীনে যে সমস্ত স্কুল, সেইগুলি কি হচ্ছে ? কিছুই হচ্ছে না এইগুলি আপনারা দেখেন নাই। এইসমস্ত টাকাতো আপনাদের হাতে, এটাতো রাজ্যসরকারের ইচ্ছা নয়। এই টাকাগুলি

আপনারা খরচ করছেন না কেন ? আমি জানি প্রত্যেকটি ব্লকে জেলা পরিষদের যে টাকা দেওয়া আছে, এ, ডি, সি ঐগুলি খরচ করার অনুমতি দেয়নি এবং রিসেন্টলি এই টাকা উইড্র করে নিয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার ছাওমনো ব্লক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্লক, যে সমস্ত স্কীমের টাকাগুলি উইড্র করার জন্য তারা নির্দেশ দিয়েছেন, ডি. এমকে। ডি, এম সমস্ত ব্লকগুলি থেকে জেলা পরিষদের টাকাগুলি উইড্র করে জোন্যাল অফিসারকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই টাকা এই ভাবে খরচ করার জন্য নয়। এর জন্যই এ, ডি, সি এলাকায় উন্নয়ণমূলক কাজ হচ্ছে না, ব্যহত হচ্ছে স্কুলগুলি, শিক্ষা হচ্ছে না এখানে দুর্নীতি হচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপ জনগণ ক্ষমা করবে না। কাজেই আমি বলতে চাই, আমি অনুরোধ করতে চাই এই জেলাপরিষদ নিয়ে আপনারা ছিনি-মিনি খেলবেন না। জেলা পরিষদে আপনারা ক্ষমতায় আছেন, জেলা পরিষদের সদর দপ্তর আগরতলায় লুকিয়ে করার জন্য চক্রান্ত করেছেন। তার জন্য আপনাদের মধ্যে নেতা লড়াই হচ্ছে! কে নেতা হবেন, এই জন্য হাউসের মধ্যে কে লিড করছেন না করছেন তার জন্যও আপনাদের মধ্যে বৈষম্য হচ্ছে আমরা জানি। এই সমস্ত আপনারা করছেন, আমরা সব জানি। আপনারা যত জানেন আমরাও তত জানি। কাজেই এইসব নিয়ে আপনারা ভাওতা খেলবেন না। এই যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ড ফর ৮৯-৯০ এটা আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধী বন্ধুদের বলব এইভাবে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আপনাদের আমলেও করেছেন এটা যেকোন সরকার করতে পারে এটা গণতান্ত্রিক নিয়ম আছে। আপনারাও মন্ত্রী থাকতে অনেক কিছু করেছেন। এখন বামফ্রণ্ট বন্ধুদের কয়টা গাড়ী আছে সেটা আমাদের জানা আছে। দরকার হলে আমরা তথ্য দেব। এইসব গাড়ীগুলি কোথা থেকে কেনা হল ? পার্টি অফিসগুলি বিল্ডিং করা হয়েছে এই টাকাগুলি কোথা থেকে এলো ? ঐইগুলি নিশ্চয় আপনাদের নয় সরকারের টাকা, মারিং করে আপনারা করেছেন, সিমেন্টগুলির ভাউচার কোথায় ? আপনারা অনেক কিছু করেছেন আমাদের কাছে তথ্য আছে, দরকার হলে দেব। কাজেই আমি অনুরোধ করতে চাই এই সমস্ত জনমুখী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আপনারা সমর্থন করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৯-৯০ সালের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস্ এই সভায় পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আজকে দীর্ঘ বছর ধরে বিরোধী দলের সদস্যরা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর অনেক আলোচনা করে আসছেন, ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে আমার মনে হয় যে হয়তো ওদের চোখে ছানি পড়েছে, না হয় ওরা রঙ্গিন চশমা পড়ে আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মানুষের অবস্থাটা আজকে ওরা উপলব্ধি করতে পারছেন না। কারণ ওরা আজও বেশী করে ত্রিপুরার

মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এই রাজ্যে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার গত দুই বছর ধরে যে কাজ করে চলেছে এবং এখনও যে কর্ম চলেছে. এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থ তাতে আমার মনে হয়, শুধু ওদের চোখে ছানিই পড়েনি. ওরা কিছুটা বধিরও হয়ে পড়েছেন। কারণ, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই জোট সরকারকে আরও কত বেশী শক্তিশালী করতে চান, তা বিগত সিমনা বিধানসভার উপনির্বাচনে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসভার নির্বাচনে দুই দুইটি আসনেই তাদেরকে পরাজিত করে। আবার কংগ্রেস টি, ইউ, জে. এস জোট সরকারের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছেন। (বিরোধী বেঞ্চ থেকে দেখছি, সিনামার কথা বলুন ?) মাননীয় স্পীকার, স্যার, সিনামা দেখান কিন্তু আমার অভ্যাস নয়, তবে ঘটনাক্রমে গতকালই আমি একটা সিনামা দেখার সুযোগ পেয়েছি. যে সিনামাটা দেখেছি. সেটার নাম জল যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, কিন্তু আজকেই এই বিধানসভায় এসে আমি দেখছি যে আমার বিরোধী বেঞ্চে যারা বসে আছেন. তারা কতগুলি জ্যান্ত ভূত। আর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ সিনামাতে আমি যে চরিত্রগুলি দেখেছি. এখানে এই বিধানসভাতেও আমার বিরোধী দলের সদস্যরা সেই ভূমিকাই পালন করছেন বলে আসাবলম্বন হচ্ছে। অর্থাৎ তারা একটা স্বপ্নের রাজ্যের খোয়াব দেখছেন ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের বাস্তব অসুবিধাগুলি এবং সমস্যাগুলি ওরা বুঝতে পারছেন না। স্যার. আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি কেন এল, সেটা যদি ওদের বন্ধু এবং তল্পিবাহক ভি, পি. সিংকে একবার জিজ্ঞাসা করেন. তাহলে ওরা সেটা ভাল করে বুঝতে পারছেন। স্যার, আজকে জিনিস-পত্রের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, ওনাদের যে সবচাইতে তাত্বিক নেতা, যাকে কেন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রীর পদে বানানো হয়েছে. তিনি ডিজেল. পেট্রোল থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন। স্যার, আমি কি ওদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই দায়ভারটা বহন করবে কে ? শুধু কি আমরাই বহন করব ? না ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ শুধু ভারতের ৮২ কোটি মানুষ এই বোঝা বহন করবে ? এই বোঝা তো উনাদের বন্ধুরা ভারতের জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। স্যার এককালে এই রাজ্যের বন্ধু যারা আজকে বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন তারা ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন, আর আমরা ছিলাম বিরোধী বেঞ্চে, আমরা তখন এই রাজ্যের কর্মচারীদের ডি. এ. তৃতীয় বেতন কমিশন ইত্যাদি নিয়ে অনেক দাবী করেছিলাম। তখন কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী সরকার সেই কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার পূরণ করার জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে কোটি কোটি টাকা তাদের দিয়েছিল, সেই টাকা তারা কোথায় খরচ করেছেন, আমি কি আজকে এটা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি ? এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের ১০ বছরের রাজত্ব ছিল, বটতলাতে একটা ভাড়া বাড়ীতে তাদের পার্টি অফিস ছিল, আর কোথাও কি তাদের একটা দালান ঘর ছিল ?

আরও কত কি করেছে। ওরা ক্ষমতায় আসার আগে ওদের পার্টি অফিসের জন্য একটা দালানও ছিল না। ওরা বার বার পত্রিকার কথা বলছে। সেইদিন একটা পত্রিকায় বড় বড় হেড লাইন দিয়ে ছাপা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কম্যুউনিষ্ট পার্টি সরকার আসার পর ২০০ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে এই পার্টি বিগত দশ বছর সরকারে থেকে অন্ততঃ ১২০ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। নূতন নূতন ইমারত করেছে ওরা।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পার্টি অফিস করেছি কিন্তু একটি পয়সাও সরকারের খরচ করিনি। মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আমরা করেছি। কারণ মানুষ এই পার্টিকে ভালবাসে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এঁরা কি রাজী আছেন উনাদের প্রপারটির হিসাব দিতে ? একটি কমিটি করে দেওয়া হবে। উনারাই এনকোয়ারী করে দেখবেন। এতে রাজী আছেন কী ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা রাজী আছি। গত ১১ বছরে প্রতিটি এম, এল, এ, এর প্রপারটির হিসাব দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—**সমস্ত প্রপারটির রিটার্ণ আগে দিন পরে এনকোয়ারী করা হবে।

(গ .... ণ্ড .... গো .... ল)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার,

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সীট ডাউন। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল, গণ্ডগোল, গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অবগতির জন্য বলছি, আজকে যে জিনিসটি আমরা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করছি, ইতিহাসে দেখেছি, ইতিহাস বলছে যেখানে কমিউনিষ্টদের আক্রমণ হয়েছে সেখানে কমিউনিষ্টদের পতন হয়েছে। আজকের হাউসে যে আস্ফালন হচ্ছে, আমরা জানি, আগামী দিনে ত্রিপুরা থেকে ওরা মুছে যাবেন। অস্তিত্বই আর তাঁদের থাকবে কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। ত্রিপুরার মানুষ আজকে দেখেছে, আজকে বড় বড় অট্টালিকা কারা করছে, কি ভাবে করছে, তাঁদের কত আয় ছিল, কত প্রপারটি ছিল, কত এম, এল, এ, ছিল। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, কমিটি করা হবে। তখন সব তথ্যই প্রকাশ পেয়ে যাবে।

(গণ্ডগোল গণ্ডগোল গণ্ডগোল)

ঐই ভেবে আপনারা রাজনীতি করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁদের মধ্য থেকে বাজেটের বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেহ কেহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন। আজকে এই পবিত্র বিধানসভার মর্য্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল, গণ্ডগোল, গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২২শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৯০ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Question. No. 19 (Starred).

Name of Member. : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার দেবতামূড়া কুপে গ্যাস বা তৈল পাওয়ার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে, এবং

২। ঐ কুপে গ্যাস পাওয়া গেলে উক্ত অঞ্চলে গ্যাস ভিত্তিক কোন শিল্প প্রকল্প গড়ে তোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১ এবং ২ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED QUESTION STARRED No. 28

Name of M. L. A. Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family welfare Department be pleased to State :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা হাসপাতালের জন্য ১৯৮৬ ৮৭, ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮ ৮৯ ইং সনের কত টাকার ঔষধ দেওয়া হয়েছিল, বৎসর ভিত্তিক হিসাব, এবং

২। বর্তমান ১৯৮৯-৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত টাকার ঔষধ দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

(১)	১৯৮৬-৮৭	৮৯ ০৬৭ ১৫ টাকা
	১৯৮৭ ৮৮	৮৩,৪৯২ ৪৬ টাকা
	১৯৮৮ ৮৯	৮৫,৭১৩ ৮১ টাকা

(২) বর্তমান আর্থিক বৎসরের (১৯৮৯-৯০) ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ১,৪৫,৯০৫.০৯ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 29

Name of M. L. A. Sri Badal Choudhury.

Will the Hou'ble Minister-in-Charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্যি গত আর্থিক বছরে জি, বি, হাসপাতালে একটি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল,

২) জি, বি, হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট কবে নাগাদ চালু করা যাবে,

৩) সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

A N S W E R

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) Shri Kashiram Reang.

১) ইহা সত্য নহে।

২) ৮ম পরিকল্পনা করার কালে জি, বি, হাসপাতালে একটি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি Post Operative Ressucitation Unit চালু করার চেষ্টা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION

Name of the M. L. A. Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ছিল,

২) বর্তমান ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে আরও কয়টি নূতন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছেন ? (স্থানের নামসহ তাদের হিসাব)

A N S W E R

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Kashrram Reang.

১) উক্ত সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৯টি।

২) ৬টি। যথা—

ক) রামকৃষ্ণ শিবালয় আশ্রম হোমিও ডিসপেনসারী (মধ্যভুবনবন) ২-৮-৮৯ তারিখ খোলা হইয়াছে।

খ) কলেজটিলা (সদর)

গ) দক্ষিণ পদ্মবিল (খোয়াই)

ঘ) যতনবাড়ী (অমরপুর)

ঙ) সোনাইছড়ী (সাতচাঁন্দ)

চ) মগ পুষ্করিণী বাজার (মাতাবাড়ী)

Admitted Starred Question No. 49

Asked by Shri Dipak Nag. M. L. A.

Will the Hon' ble Minister—in—Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State—

১। ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সিমেন্টের বরাদ্দ কত ছিল (সরকারী ও জনগণের মধ্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে)।

২। তার মধ্যে কত পরিমাণ পাওয়া গেছে ?

৩। যদি সবটা পাওয়া না গিয়ে থাকে তবে তার কারণ এবং ?

৪। বরাদ্দকৃত সিমেন্টের জন্য অগ্রিম অর্থ জমা দেওয়া হয়েছেল কিনা ?

ANSWERS

Replied by Minster-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। কোন বরাদ্দ ছিল না।

২। প্রশ্ন

৩। প্রশ্ন ১ নং প্রশ্নের উত্তরের

৪। প্রশ্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 94

Name of M. L. A. Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য জি, বি, হাসপাতালে Orthopaedics ও Medicine এর রোগীদের একই ওয়ার্ডে রাখা হয়,

২) সত্য হলে Orthopaedics এর আলাদা কোন ওয়ার্ড চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের

৩) থাকলে তা কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৪) না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister—in—Charge of The Health & Family Welfare Department
(Name of The Minister) : Shri Kashiram Reang.

১) হঁা ইহা সত্য।

২) আছে।

৩) ১৯৯০—৯১ সালের মধ্যে আলাদাভাবে একটি Orthopaedics Ward চালু করার সম্ভাবনা আছে।

৪) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 95

Name of MLA—Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) উদয়পুর জেলা হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটার চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) থাকলে তা কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়,

৩) না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister—in—Charge of The Health & Family Welfare Department
(Name of The Minister) : Shri Kashiram Reang.

১) উদয়পুর জেলা হাসপাতালে একটি অপারেশন থিয়েটার চালু আছে।

২ ও ৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Question No. 106 (STARRED).

Name of Member :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

১) রাজ্যের মিথানল্ প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কি ?

২) অনুমোদন না পাওয়া গিয়ে থাকলে কি কি কারণে অনুমোদন পেতে বিলম্বিত হচ্ছে ; এবং

৩) এই শিল্প কারখানাটি করার জন্য কোন্ কোন্ সংস্থা উদ্যোগী হয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ;

২) প্রশ্ন উঠেনা ;

৩) গ্যাস ভিত্তিক মিথানল কারখানাটি স্থাপন করার জন্য ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ, অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন এবং রাষ্ট্রীয় ক্যামিক্যাল এণ্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড নামক তিনটি সংস্থা উদ্যোগী হয়েছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—122

Name of M.L.A. Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

1. What was the number of Primary Health Centres which existed in the State in the year 1987 and what is this number in the State at present.
2. Is there any X-Ray machine in these Health Centres, and
3. If not, will the Deptt. make attempt to provide X-Ray machine in those Primary Health Centres ?

ANSWER

Minister-in-Charge of The Health & Family Welfare Department
(Name of The Minister) : Shri Kashiram Reang.

1. Upto 1987 there were 39 Primary Healrh Centres functioning in the State. There number has since gone upto 46.
2. No.
3. As per Govt. of India pattern, there is no provision to provide X-Roy machine in primary Health Centres.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 133

Name of M. L. A. Shri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১) সিধাই থানার অন্তর্গত তুলাবাগান স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে ডাক্তার না থাকার কারন কি,

২) উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এবং তার কোয়ার্টার মেরামত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা

৩) যদি না থাকে তবে তার কারন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১) তুলাবাগান নামে কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নাই।

২ ও ৩) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 174

Name of M. L. A.—Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে, সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল (মেলাঘর) অধীন Panchayet লিংক C. H. G. Worker—দের ভাতার টাকা আটক করে রাখা হয়েছে,

২) যদি আটক করে রাখা হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা কত এবং তার কারন ?

ANSWER

১) হঁ্যা।

২) তিন জন। পঞ্চায়েত হইতে প্রত্যেক ভিলেজ হেলথ। গাইডদের ওয়ার্কিং রিপোর্ট পাওয়ার পর মাসিক কাল্পনিক ভাতা দেওয়া হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই রিপোর্ট না পাওয়ায় উক্ত তিন জনের যাণ্মাসিক ভাতা বন্ধ আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 180

Name of MLA :— Sri Dabi Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরা ছাওমনু টি ভি, ব্লকের B D O Addl, B D O. সহ মোট ১১ জনের Transfer Order হয়েছে Without Replacement.

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে পরিবর্তে কোন লোক না দিয়ে উক্ত Transfer Order চলি করান কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt. & Services Department. — [S.R. Majumder] Chief Minister

১) রিপ্লেইসমেণ্ট ব্যাতিরেকে ছাওমমু ব্লকের বি,ডি,ও, ও এ্যাডিশনাল বি, ডি, ও, কে বদলী করা হইয়াছে ইহা সত্য নহে। ইহা ছাড়া ৬ জন অধস্তন কর্মচারীর ক্ষেত্রে Substitute দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সরকারী প্রয়োজনে ১৪ জন অধস্তন কর্মচারীকে Substitute ব্যতিরেকে বদলী করা হইয়াছে।

২) ঐ সমস্ত বদলী সরকারী প্রয়োজনে করা হইয়াছে।

ADMITTED QUESTION No. 182 (STARRED).

Name of Member Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত Handloom Corporationএ বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ কত ?

২) উৎপাদনজাত বস্ত্র সামগ্রীর দর পরিমাণ বিক্রয় করা হয়।

৩) বামফ্রণ্ট সরকার আমলে ১৯৮৮ ইং জানুয়ারী শেষে কত পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয়ের অনুপযুক্ত বলে গুদাম ছিল এবং গুদামজাত বস্ত্রের মূল্য কত ?

উত্তর

১) Handloom Corporation কর্ত্তৃক ১৯৮৮ ইং হইতে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত খাদি বস্ত্রের মূল্য ৪,৭৫,৮৬০০৪ ৯৫ টাকা।

২) উক্ত সময়ে বিক্রয়ের পরিমাণ ২.৪৬.৫৫,৩৩৭ টাকা।

৩) বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কোন বস্ত্র গুদামজাত ছিলনা। তবে ক্রয়ের দুই বছরের মধ্যে বিক্রয় হয় নাই এরকম আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র গুদামজাত ছিল।

ADMITTED QUESTION NO.—190 (STARRED)

Name of Member Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত জনতা ধুতি ও জনতা শাড়ীর দাম কত ছিল ?

২) ১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী জনতা ধুতী ও জনতা শাড়ীর দাম কত ?

৩) এই দাম বৃদ্ধির কারণ কি ?

১) ধুতীর দাম—১২ টাকা (ভর্তুকী সহ) শাড়ীর দাম—১৪ টাকা (ভর্তুকী সহ)

২) ধুতীর দাম—১৯.৩০ টাকা (ভর্তুকী সহ) শাড়ীর দাম—২১.৮০ টাকা (ভর্তুকী সহ)

৩) মজুরী ও সূতার দাম বৃদ্ধির জন্য জনতা ধুতী ও শাড়ীর দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 197

Name of M. L. A. Sri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

QUESTION

১) মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বিজয়নগর ও নোয়াগাঁও গাঁওসভায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২) যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত আশা করা,

৩) যদি না করা হয় তবে তার কারণ কি ?

ANSWERS

১) নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) ভারত সরকারের নির্দ্ধারিত জনসংখ্যার অনুপাতে উক্ত এলাকাগুলিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 4

Name of Member : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State—

১) খাদি বোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯৮৯ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত জনকে বাঁশ বেত, মুড়ি চিড়া তাঁত ও বিভিন্ন কুটীর শিল্পে আর্থিক সাহায্যের আওতায় আনা হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) যাহাদের সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে তাহাদিগকে মজুরী কৃত অর্থ দেওয়া হয়েছে ? (প্রকল্প অনুযায়ী ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

(২)

উত্তর

১) খাদি বোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯৮৯ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যতজনকে আর্থিক সাহায্যের আওতায় আনা হয়েছে তাদের ব্লক ভিত্তিক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	শিল্পের নাম					
	কার্পেনট্রি	ব্ল্যাকস্মিথি	কেইন এণ্ড বেম্বো	লেদার	পটারী	চিড়ামুড়ি
ব্লকের নাম						
ক) মাতাবাড়ী	২	২	৮	১০	২	২৩
খ) ডম্বুরনগর	১	১	৮	৫	১	১৯
গ) সাতচাঁদ	১	১	৬	১০	১	১৯
ঘ) অমরপুর	১	১	৭	১০	৫	২৩
(৩)						
ঙ) বগাফা	২	২	৭	১০	১	১৮
চ) রাজনগর	২	২	৭	১০	১	১৮
নোটিফাকেড এরিয়া						
ক) উদয়পুর	১	১	—	১০	—	১০
খ) অমরপুর	১	১	—	৮	—	১০
গ) বিলোনীয়া	১	১	—	১০	—	১০
ঘ) সাব্রুম	১	১	—	৭	—	১০
ঙ) গণ্ডাছড়া	১	১	—	১০	—	১০
	১৪	১৪	৪৩	১০০	১১	১৭০

(৪)

২। এখন পর্য্যন্ত কাউকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়নি। যতজন শিল্পীর নামে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে তার ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	শিল্পের নাম					
		কার্পেনট্রি	ব্ল্যাকস্মিতি	কেইন এণ্ড বেম্বো	লেদার	পটারী	চিড়ামুড়ি
	ব্লকের নাম						
ক)	মাতারবাড়ী	—	—	৮	৫	—	৩
খ)	অমরপুর	—	—	৭	৫	—	—
গ)	রাজনগর	২	২	৭	—	১	১৮
ঘ)	বগাফা	২	২	৭	৪	১	১৮
ঙ)	ডম্বুরনগর	১	১	৮	?	১	১০
চ)	সান্তচাঁন্দ	১	১	৬	—	১	১৯
	(৫)						
	নোটিফায়েড এরিয়ার নাম						
ক)	উদয়পুর	—	—	—	৫	—	—
খ)	অমরপুর	১	১	—	৩	—	৭
গ)	বিলোনয়া	—	—	—	—	—	—
ঘ)	সাব্রুম	—	—	—	—	—	—
ঙ)	গণ্ডাছড়া	—	—	—	—	—	—
		৭	৭	৪৩	২২	৪	৭৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. :— 8

Name Member : Sri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের কোথায় কয়টি ইট ভাটা বর্তমান বৎসরে চালু আছে এবং ঐ সকল ইট ভাটার নিয়মিত ও অনিয়মিত মজুরের সংখ্যা কত, (আলাদা হিসাব)

২) কোন কোন ইট ভাটার ত্রিপুরার বাইরে থেকে কত সংখ্যক নারী ও পুরুষ কোন শ্রেণীর কাজের জন্য এনে নিযুক্ত করা হয়েছে,

৩) ইট ভাটায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বর্ত্তমান মজুরীর হার কত এবং গত ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ দুই বৎসরে Industrial labour Price Index অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা, হলে বৃদ্ধির শতকরা হার কত ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে মোট ১৫৫টি ইট ভাটা চালু আছে, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	ইটভাটার সংখ্যা
সদর মহকুমা	৫০টি
খোয়াই "	১২টি
সোনামুড়া "	১৩টি
কৈলাসহর "	১৬টি
ধর্মনগর "	১৯টি
কমলপুর "	৯টি
উদয়পুর "	১৫টি
সাব্রুম "	৫টি
বিলোনীয়া "	১০টি
অমরপুর "	৬টি
	১৫৫টি

উক্ত ইট ভাটাগুলিতে অনিয়মিত মজুরের সংখ্যা ১৪,৫০৪ জন। নিয়মিত কোনও মজুর নেই।

২) ত্রিপুরার বাহির থেকে এনে ৭৬৪৮ জন নিযুক্ত করা নারী ও পুরুষ মজুরের ভাটা ওয়ারী সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ইটভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
১) মেসার্স ভট্টাচার্য্য ব্রিকস ইণ্ডাষ্ট্রিজ, জিরানীয়া	৪৭	১৫
২) সুমিত ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ "	২০	১৪
৩) সিটি ব্রিক্স কোম্পানী "	২০	২০
৪) ইউনাইটেড কনষ্ট্রাকসন কোম্পানী, জিরানীয়া	১৯	২০
৫) পুর্ব্বাঞ্চল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, জিরানীয়া	৪২	২২

	ইটভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
		পুরুষ	নারী
৬)	মধুমায়া ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ জিরানীয়া	২২	২১
৭)	এডভেঞ্চার ব্রিক্স কোম্পানী জিরানীয়া	২১	১৫
৮)	পাল ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রি জিরানীয়া	৩৮	২৫
৯)	ব্রিক ক্লিন অব টি, এস, আই, সি ব্রিক্স নং ২	৭৭	২৪
১০)	ব্রিক ক্লিন অব টি, এস, আই সি ইউনিট নং ২	৭৯	৪৫
১১)	ঐ মিকানিক্যাল, জিরানীয়া	৬৫	৩০
১২)	ঐ মজলিসপুর জিরানীয়া	৪০	২৫
১৩)	স্বস্তিকা ব্রিক্স কণ্ডাষ্ট্রিজ, জিরানীয়া	৮	৯
১৪)	বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন, নোয়াবাদী, জিরানীয়া	৫৬	১৫
১৫)	কালীমাতা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নোয়াবাদী, জিরামীয়া	৫৯	১৫
১৬)	মা কালী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নয়াবাদী, জিরানীয়া	৪৭	২৬
১৭)	মা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নয়াবাদী. জিরানীয়া	২৬	২০
১৮)	মহারাজ নিগমানন্দগিরী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, নোয়াবাদী, জিরানীয়া	১০	১০
১৯)	নারায়ণ ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নয়াবাদী, জিরানীয়া	৫৪	৩৩
২০)	উষা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নয়াবাদী, জিরানীয়া	৫৮	৪১
২১)	অজন্তা ব্রিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, নয়াবাদী, জিরানীয়া	২৮	৩৩
২২)	লক্ষ্মী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ নয়াবাদী, জিরানীয়া	৮৩	৩৫
২৩)	বি, এস. ই ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নয়াবাদী. জিরানীয়া	২৩	১৬
২৪)	ব্রিক্সটন, নয়াবাদী. জিরানীযা	৩৮	৩২
২৫)	মীরা ব্রিক্স কোম্পানী চকবস্তা, জিরানীয়া	৭১	৩৭
২৬)	অরুণ ব্রিক্স ঐ	৩১	২৬
২৭)	জি. এন বি, ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, কাওয়াবন জিরানীয়া	১১	১৫
২৮)	মা দুর্গা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, জিরানীয়া	১৯	১২
২৯)	সাহা এণ্ড সাহা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, জিরানীয়া	১৮	১০
৩০)	তারা কনষ্ট্রাকশান জিরানীয়া	১৬	২২
৩১)	গৌর ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, জিরানীয়া	১৯	১৩
৩২)	মনি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন জিরাণীয়া	১৬	১৪
৩৩)	স্বর্ণ কনষ্ট্রাকশন চম্পকনগর।	৪০	৩৫

	ইটভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
৩৪)	নীহারব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ চম্পকনগর।	২২	১৮
৩৫)	জননী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ চম্পকনগর।	৫	৩
৩৬)	রাধাগোবিন্দ ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ চম্পকনগর	১২	৪
৩৭)	ত্রিপুরা ব্রিক্স প্রোডাকসন জিরাণীয়া	১৩৭	৬০
৩৮)	বিন বি ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ জিরাণীয়া	৪০	২৬
৩৯)	কালীমাতা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ জিরাণীয়া	৩৮	১৮
৪০)	গোপীনাথ ব্রিক্স ইণ্ডাষ্টিজ রামনগর, আগরতলা	১৯	২৪
৪১)	মোদক ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ খোয়াই	১৭	১৩
৪২)	বিশ্বকর্মা ব্রিক্স ইনডাষ্ট্রিজ খোয়াই	১১	১৫
৪৩)	মেসার্স বিজয় কুমার রায়, রাজনগর	১৩	১২
৪৪)	ব্রিক ক্লিন অফ খোয়াই, রামচন্দ্রঘাট	২২	১৫
৪৫)	তারা কনষ্ট্রাকশন তেলিয়ামুড়া	৪১	৩৬
৪৬)	অজন্তা ইঞ্জিয়ারিং কোম্পানী মহারাণীপুর তেলিয়ামুরা	৪২	৩৬
৪৭)	মেসার্স বিজয় রায় ব্রিকফিল্ড মহারাণীপুর, তেলিয়ামুরা	২৫	১৯
৪৮)	সোনাই ব্রিক ইনডাষ্ট্রিজ কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া	১০	৮
৪৯)	মানিক গোপাল ইনজিয়ারিং কল্যাণপুর তেলিয়ামুরা	১৫	১৫
৫০)	ব্রিক ফিল্ড অফ টি, এস, আই, সি ইছারবিল, তেলিয়ামুরা	২৩	২৫
৫১)	ব্রিক ফিল্ড অফ টি, এস, আই, সি মোহরছরা, তেলিয়ামুরা	১৮	১৯
৫২)	প্রবির ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রি বিশালগর	২০	১৪
৫৩)	পি, কে, বি ইণ্ডাষ্ট্রি বিশালগর	১৮	১৯
৫৪)	কে, এম, আই ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ কাকরাবন, সাউথ	২৪	১৯
৫৫)	রাজা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, কলাগাছিয়া	১৭	১২
৫৬)	সাধনা ইনজিনিয়ারিং কোং, কলাগাছিয়া	৩২	২০
৫৭)	এম, এম, বি ইণ্ডাষ্টি কলাগাছিয়া	২২	১৬
৫৮)	কে, আর, বি ইণ্ডাষ্ট্রি বিরাজরায়	১৫	৯
৫৯)	হিল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশান, কলাগাছিয়া	৩৯	৩০
৬০)	কৌসিক ব্রিক্স ইনডাষ্ট্রিজ, দেবপারা	১৮	১৪
৬১)	এন, জি, এস ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিস কলকলিয়া	১৫	১৩

ইটভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
৬২) বাখলা ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিস মনাইপাথর সোনামুরা	৫	—
৬৩) মেসার্স নিরঞ্জন সাহা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রীজ ধনপুর, সোনামুরা	২৮	৭
৬৪) কে, বি, ইণ্ডাষ্ট্রি, মেলাঘর	৩৫	২৬
৬৫) আর, কে, পোদ্দার এন্ড কোম্পানী মেলাঘর	১৮	৩০
৬৬) এ, বি, সি ব্রিক ক্লিন মেলাঘর	১৮	৫
৬৭) ফাইভ ষ্টার, মতিননগর সোনামুরা	৫	৬
৬৮) শঙ্কর ব্রিক ইন্ডাষ্ট্রি সোনামুরা	০	০
৬৯) ওয়েষ্টাবন ব্রিক ইন্ডাষ্ট্রি ভেলুয়াচর সোনামুরা	২০	২৫
৭০) লক্ষ্মি ব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিস ভেলুয়াচর	৯	৮
৭১) ভৌমিক ব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিস ভেলুয়াচর	১০	১৯
৭২) মেসার্স এন, জি, এস ব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিস সোনামুরা	৯	৫
৭৩) মেসার্স ক্লাই ষ্টোন, ভেলুয়াচর সোনামুরা	৪৫	২৫
৭৪) মেসার্স আর, এন, ব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিস ভেলুয়াচর	০	০
উত্তর ত্রিপুরা জেলা		
১) ত্রিপুরেশ্বরী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বড় বেতমা	—	—
২) মেসার্স ডি ডি এণ্ড কোং, সালেমা	৩১	২৭
৩) মেসার্স দেবাশীষ দত্ত এণ্ড কোং, সালেমা	৩০	৪৩
৪) আকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, পোঃ আমবাসা	২৩	৩৬
৫) বেলাজী ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রি, আমবাসা	৬৯	৬৪
৬) টিতাস আই সি লিঃ, কুমারঘাট	৮০	৫১
৭) টি এস আই সি লিঃ, কুমারঘাট	২১	১৪
৮) মেসার্স আর কে পোদ্দার কোং, কুমারঘাট	৫৭	৩৩
৯) বি ডি এণ্ড কোং, পাবিয়াছড়া, কুমারঘাট	৩৯	৩৯
১০) মেসার্স নিমাই ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, রতিয়াবাড়ী	৮১	৪১
১১) নর্থ ইষ্টার্ণ কর্পোরেশন, ফটিকরায়	১২০	৭৪
১২) মেসার্স সাহা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, শান্তিরবাজার	২০	১০
১৩) দত্ত ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বাগাবনপুর	৬০	৩৪
১৪) কনক ব্রিক্স ক্লিন, চিনিবাগান	৩৫	৩০

ইটভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
১৫) বি এল রায় কোং, চিনিবাগান	৪৯	৩১
১৬) শ্রীমা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, চোনতাইল	৭৩	৭০
১৭) মেসার্স কুতিচান এণ্ড সরোজিনি ব্রিক ফিল্ড, জাবালবন	২৮	১৪
১৮) মেসার্স বি কে দাস এণ্ড কোং, পানিসাগর	১২	১৭
১৯) মেসার্স জয়রাম ব্রিক ফিল্ড, দামছড়া	৪৯	১১
২০) বৈশাখী ব্রিক কোং, ধর্মনগর	৪১	৭
২১) মেসার্স পি কে রায় এণ্ড কোং, কাঞ্চনপুর	৭৩	—
২২) দেওয়ান ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ, কাঞ্চনপুর	৫৫	—
২৩) জয়দুর্গা কনষ্ট্রাকশন, কাঞ্চনপুর	৬১	৫৭
২৪) বি বি ডি এণ্ড কোং, দেওয়ানপাশা	১১	২০
২৫) বি বি ডি এণ্ড কোং, ধর্মনগর	৪২	৩৫
২৬) চপলা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ধর্মনগর	১০৪	৬৯
২৭) ইউনাইটেড ব্রিক্স প্রোডাকস, ধর্মনগর	২৯	২০
২৮) উজ্জল ব্রিক্স প্রোডাক্টার, ধর্মনগর	৩৮	৩১
২৯) কে বি কে ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ধর্মনগর	২৯	—
৩০) রায় এণ্ড রায়, ধর্মনগর	২২	১৪
৩১) শ্রীমা ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, দেওয়ানপাশা	৩	১১
৩২) শম্পা ব্রিক ফিল্ড, ধর্মনগর	৬	১৩
৩৩) আর বি সি এণ্ড কোং, ধর্মনগর	৬১	—
৩৪) রাধারমন ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ধর্মনগর	৪৪	২৬
৩৫) মেসার্স বিলাস ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ধর্মনগর	২১	২৬
৩৬) মেসার্স দেবাশীষ দত্ত এণ্ড কোং, ধর্মনগর	৩৪	৪২
৩৭) মেসার্স সুপার ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ধর্মনগর	৪২	২৬
৩৮) মৈনামা ব্রিক ফিল্ড, টি এস আই সি লিঃ, ধর্মনগর	১১৫	৮৫

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

১) নন্দী ব্রিক্স	২০	২২
২) মা ব্রিক্স	২০	২৫
৩) ডি ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং	১৫	২৮

ইট ভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
৪) কোয়ালিটি ব্রিক্স	১৮	২০
৫) শিব ব্রিকস	২০	২২
৬) রেণুকা ব্রিক্স	১৫	২০
৭) সাহা ব্রিক্স	২০	২৮
৮) ভদ্র ব্রিক্স	২০	২৬
৯) ইন্দু ব্রিক্স	২০	২৮
১০) ইউনাইটেড ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ	২২	২০
১১) সাউথদার্ণ ব্রিক্স	১৮	২১
১২) ত্রিনয়নী ব্রিক্স	২৫	৩০
১৩) দুর্গা ব্রিক্স	১০	১৫
১৪) টি, এস, আই, সি, ব্রিকস	৩৩	২০
১৫) সত্য দে এণ্ড কোং	৪৮	২১
১৬) সাতচান্দ ব্রিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ	২৭	১৮
১৭) হরিণা ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ	১৮	১৬
১৮) পাতরী ব্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৫৮	১৩
১৯) সাউথ ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৬৬	৬০
২০) এস বি দত্ত এণ্ড সন্স	১১	১২
২১) টি, এস, আই, সি ব্রিকস ইণ্ডাষ্ট্রিজ	২০	১১
২২) মহাদেব ব্রিকস ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৩০	৩১
২৩) মা কালি ব্রিকস ইণ্ডাষ্ট্রীস	২১	১৬
২৪) রামকৃষ্ণ ব্রিকস ইণ্ডাষ্ট্রীস	১৮	২০
২৫) ইনডাষ্ট্রীয়েল সিনডিকেট	১৭	১৮
২৬) মেসার্স বীরতোষ সাহা	১১	২৩
২৭) জয়রাম ব্রিকস ইনডাষ্ট্রীজ	১৯	২৬
২৮) সত্তণরণ ব্রিকস ইনডাষ্ট্রীস	৫৪	১৮
২৯) এস. এম. দাস এনড সন্স	৩৯	৪৩
৩০) স্বরূপ ব্রিকস ইনডাষ্ট্রীস	৩৯	২১
৩১) অশোক ইঞ্জিনীয়ারিং	১০	১০

ইট ভাটার নাম	মজুরের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
৩২) ত্রিপুরা স্মল স্কেইল ইন্‌ডাষ্ট্রীস	২৪	১৮
৩৩) জয়রাম ব্রিক ইন্‌ডাষ্ট্রীস	১৬	২৫
৩৪) মদন মোহন ব্রিক ইন্‌ডাষ্ট্রীস	২৫	৩৫
	৪,৭১২	২,৯৩৬

নারী শ্রমিকগণ কঁচা ইট বহন করেন এবং পুরুষ শ্রমিকগণ পোড়া ইট ভাটা থেকে নামানো, আগুন লাগানো এবং কঁচা ইট ছাঁচে ফেলা ইত্যাদি কাজ করেন।

৩) ইট ভাটায় নিযুক্ত বর্তমান মজুরীর হার ১৯৮৮ ইং ডিসেম্বর হইতে কার্য্যকরী হয়েছে। ১৯৮৭ ইং অক্টোবর মাসের কনজিউমার প্রাইস ইন্‌ডেক্স নাম্বার ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কাস নং ৬৬৮ এর ভিত্তিতে ইহা করা হইয়াছিল। গত ১৯৮৯ ইং সনের নভেম্বর মাসের কনজিউমার প্রাইস্ ইন্‌ডেক্স নাম্বার ফর ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল (সি, পি, আই) নং ৮৩৫ তে ১৬৭ বৃদ্ধি পায়। এই চুক্তির হার ছিল ২৫%

সম্প্রতি ইট ভাটায় নিযুক্ত শ্রমিকদের উপরিউক্ত হারে মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 17

Name of MLA :— Sri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১) কর্মরত অবস্থায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী মারা গেলে তার পরিবারের জন্য একজনকে চাকুরী দেয়ার ব্যাপারে সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি আছে কিনা এবং

২) থাকিলে ১৯৮৮ ইং এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮৯ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ দপ্তরে কতজন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়াছে এবং তাদের পরিবারস্থ কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে? (বিভাগ ভিত্তিক ও দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt. & Services Department.

[S R. Majumder]
Chief Minister

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৯ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৫১১জন কর্ম্মচারী কর্ম্মরত অবস্থায় মারা গিয়াছে এবং সরকারের নিয়োগ নীতির ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতানুসারে উক্ত পরিবার সমূহের মোট ১৯৬ জনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক ও দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

(ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 17)

(asked by Shri Dipak Nag. MLA

Sl. No.	Name of the Department.	No. of persons died in service.	No of persons who given employmet.
1.	Deptt. of Fisheries.	6	4
2.	Printing & Stationary.	6	2
3.	Food & Civil Supplies.	8	4
4.	D.G. of Fire Service.	7	6
5.	Dte. of Higher Edn.	22	15
6.	Dte of Small Savings & G.I. & IF.	1	1
7.	Prison Directorate.	3	3
8.	Commissioner of Taxes.	1	1
9.	Employment Service & M.P.	1	1
10.	Collector of Excies [W].	2	2
11.	S.A. Department.	3	2
12.	Land Records & Settlement.	11	7
13.	Dte. of Statistics.	1	1
14.	Factories & Boilers Orgn.	1	1
15.	Dte. of Animal Husbandry.	15	2
16.	District & Session Judge (W).	1	— 27
17.	Dte. of Health Services.	51	14
18.	D.M. & Collector (W).	22	—
19.	Registrar, Corp. Societies.	2	12
20.	Chief Engineer (IFC).	23	2
21.	D.M. & Collector (s).	2	2

Sl. No.	Name of the Department	No. of persons died in service.	No of persons who given employment.
22.	Social Education.	20	2
23.	Principal Chief Conservator of Forests.	22	—
24.	District & Session Judge (S).	1	—
25.	Dte. of TRP & PGP.	1	1
26.	Director of ICAT.	6	3
27.	Chief Engineer (Electrical).	27	4
28.	Director General of Police.	68	36
29.	Rural Engineering Division.	1	—
30.	Welfare for SC.	1	—
31.	Director of Agriculture.	24	7
32.	Director of Panchayat.	7	—
33.	Director, Welfare for ST.	4	4
34.	School Education.	85	81
35.	Public Works Department,	45	35
36.	Dte. of Industries.	10	9
		511	296

ADMITTED UNSTARRED QUESTION :—21

Name of M.L.A. Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family welfare Department be pleased to State :—

১) ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে সর্বমোট কত শিশুর জন্ম হইয়াছে, এবং

২) আগরতলা ভি এম. হাসপাতালে উক্ত সময়ে Normal delivery এবং Operation delivery শিশুর সংখ্যা কত, (পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) উক্ত সময়ে কতজন প্রসূতি এবং শিশু delivery হওয়ার সময় মারা গিয়াছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge of The Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১) উক্ত সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালে ৩০, ৪৮১ জন জীবিত শিশুর delivery হইয়াছে। এছাড়াও ৭৯৭ জন মৃত শিশু (still birth) delivery হইয়াছে।

২) ভি. এম. হাসপাতালে উক্ত সময়ে Normal delivery শিশুর সংখ্যা ১২, ২২৬ এবং Operation Delivery শিশুর সংখ্যা ২,৩৩২।

৩) উক্ত সময়ে ১০৯ জন প্রসূতি ও ৩০৬ জন শিশু delivery হওয়ার সময় মারা গিয়াছে।

Assembly Admited / Unstarted Question No. 28 Asked by
Shri Diba Ch. Hrangkhawl

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যের খাদ্য ভাণ্ডারগুলিতে খাদ্য মজুতের পরিমাণ কত ছিল ?

২) উক্ত সময় পর্যন্ত কমলপুর, আমবাসা, মনুঘাট, গোবিন্দ বাড়ী, দামছড়া, খেদাছড়া, আনন্দ বাজার ইত্যাদি এলাকায় খাদ্য ভাণ্ডারগুলিতে খাদ্য মজুতের পরিমাণ কত ছিল। (এলাকা ভিত্তিক খাদ্য ভাণ্ডারের মজুত পরিমাণের পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমাতে আগরতলা হইতে সরাসরি খাদ্য সামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে।

৪) যদি সত্য হয় তবে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসককে এই ব্যাপারে জানানো হয় কিনা এবং না জানানো হলে তার কারণ ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in charge of Food & civil Supplies Department.

Dated of reply 21. 3. 90

১) ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যে খাদ্য মজুতের পরিমাণ এইরূপ :—

	চাউল	গম
এফ, সি, আই গুদামে	৭ ৬৫০ মে, টন,	২, ৪০৬ মে, টন
রাজ্য সরকারের গুদামে	৯, ০৪১ মে, টন	২২৩ মে, টন

২) উল্লেখিত খাদ্য ভাণ্ডারগুলিতে খাদ্য মজুতের পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল :—

গুদামের নাম	চাউল	গম
কমলপুর	১৮০ মে, টন,	৬৪ মে, টন,
আমবাসা	১১১	১৭
মনুঘাট	২০২	
ছামনু	১২৬	
গোবিন্দ বাড়ী		
দামছড়া	১০৭ মে, টন,	
খেদাছড়া	৭ মে, টন,	
আনন্দ বাজার	১ মে টন	

৩) হ্যাঁ।

৪) হ্যাঁ, অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী জেলাশাসকের গোচরে নেওয়া হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ সর্বদাই এ ব্যাপারে মহকুমা শাসককে অবহিত করা হইয়া থাকে।

ANNEXURE—,,C"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—1 (Postponed)

Name of MLA : Sri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১) বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮, ২১৪ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২) যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে S, C, = ৯৮৪ জন, S, T, = ১, ৫৯০ জন, মুসলীম— ৩৭৬ জন ও মনিপুরী সম্প্রদায়ের ৮৫ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল)।

ANSWER

Minister in-charge of the Apptt, & Services Department, (S. R. Majumder) Chief Minister

১) বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮,২১৪ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২) যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে S. C = ৯৮৪ জন, S. T. = ১,৫৯০ জন, মুসলীম= ৩৭৬ জন ও মনিপুরী সম্প্রদায়ের ৮৫ জনকে চাকুরী দেয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল)।

Assembly Starred Question No. 3 Admitted Un-Starred Question No. 1 by Shri Fayzur Rahaman, MLA.

(Department wise.)

Sl. No.	Name of Deptts.	No. of employees appointed by the present Govt.	Among the employed No. of				Remarks.
			SC	ST	Muslims	Manipuri	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Relief & Rehabilitation	36	3	5	1	—	
2.	D. G. of Fire Service	32	6	8	1	—	
3.	Chief Minister's Sectt.	1	—	—	—	—	
4.	Director Project, State Level Monitoring. Cell.	4	1	—	—	—	
5.	Controller of Weights & Measures.	32	4	7	—	1	
6.	Director of Fisheries.	13	3	5	—	—	
7.	S. A. Department.	165	25	34	6	7	
8.	Director of Planning.	22	2	8	—	—	
9.	Commissioner of TAXES.	6	1	1	—	—	
10.	Printing & Stationery Deptt.	53	6	9	4	—	
11.	Chief Engineer (IFC)	667	11	120	26	1	
12.	Director of Higher Edn.	68	7	5	2	—	
13.	Director of Employment Service & M. P.	6	1	—	—	—	

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Sl. No.	Name of Deptts.	No. of employees appointed by the present Govt.	Among the employed No. of				Remarks.
			SC	ST	Muslims	Manipuri	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	Tribal Welfare Department.	37	2	29	—	—	
15.	Registrar, Co-op. Societies.	37	4	24	—	—	
16	Dy. Transport Commissioner	2	1	—	—	—	
17.	Director, TRP & PGP.	42	9	23	—	—	
18.	Food & Civil Supplies.	45	6	4	2	—	
19.	Director of Health Services.	897	119	197	10	14	
20-	Collector of Excise (s).	1	—	1	—	—	
21.	Principal Chief CONSERVATOR OF FORESTS.	16	4	5	1	—	
22.	Factories & Boilers Organisation.	5	—	—	—	—	
23.	T. P. S. C.	7	1	3	—	—	
24.	Land Records & Settlement.	101	4	35	1	2	
25.	District & Session Judge (North).	22	1	1	—	—	
26.	Director of Statistics.	19	3	3	1	—	
27.	Law Department.	9	1	—	—	—	
28.	Director of ICAT,	126	15	28	2	1	
29.	D. M. & Collector (North).	13	4	2	—	—	

Assembly Starred Question No. 3 Admitted Un-Starred Question No. 1 by Shri Fayzur Rahaman, MLA. (Department wise.)

Sl. No.	Name of Deptts.	No. of employees appointed by the present Govt.	Among the employed No. of				Remarks.
			SC	ST	Muslims	Manipuri	
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	D. M. & Collector (West).	19	2	3	—	—	
31.	Science Technology & Environment.	21	2	4	—	—	
32.	Social Education.	67	11	20	1	—	
33.	Chief Engineer (Electrical).	207	15	47	1	—	
34.	Labour Directorate.	5	1	—	—	—	
35.	Director of Small Savings G. I. & IF.	1	—	—	—	—	
36	D. M. & Collector (South).	14	1	2	1	—	
37	Agriculture Department.	1,115	179	413	3	—	
38	Director of Research.	7	3	2	—	—	
39.	Director of Industries.	24	4	8	—	—	
40.	Director of Panchayat.	38	8	9	7	7	
41.	Director General of Police.	1,706	331	277	254	22	
42.	Director of School Education.	2,100	104	210	43	26	
43.	Public Works Department.	251	29	23	4	1	

Sl. No.	Name of Deptts.	No. of employees appointed by the present Govt.	Among the employed No. of				Remarks.
			SC	ST	Muslims	Manipuri	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
44.	Prison Directorate.	7	—	2	—	—	
45.	District Registrar (North).	3	1	—	—	—	
46.	District & Session Judge (West).	49	4	11	1	1	
47.	Director of Welfare for SC.	1	—	—	—	—	
48.	Transport Department.	2	1	—	—	—	
49	Animal Husbandry Department.	72	19	2	4	—	
		8,214	984	1,590	376	85	

—:(★):—

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANDS FOR 1989-90

—: চাকমা ভাষা :—

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গেললে ২১শে মার্চ ত্রিপুরা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে আদ্ধান্তগিরি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দর এককান সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ গচ্যে, সিয়ানরে মুই পূর্ণ সমর্থন রাখেনেনেই মর তেককাবা বক্তব্য রাখাঙরা। কিত্তোই এচ্যা এই বাজেট্যা সমর্থন গরঙর তার অনেক্কানি কারণ আখে।

এই ত্রিপুরা রেজ্যত আমি ২৪ লাখ মানুচ আখি। সেই মানুচ্চুনর বেক্কুনর কল্যাণ সাধনত্তোই আ উপকারত্তোই এ বাজেট্যা ও সংস্থান রই যেইয়্যে। সেত্তোই মুই এই বাজেট্যার পূর্ণ সমর্থন জানাঙর। ইয়ানর মধ্যে আখেদে আমার কৃষির উন্নদি, কৃষি কামত্তোই ফলচাষ, পশুপালন, মাছর চাষ, জলসেচ, সমবায়, আদাম উন্নয়ণ, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ, তপশিলী কল্যাণ, উপজাদি কল্যাণ আ অন্যান্য জনগোষ্ঠী সমেত বেক্কুনর উন্নয়নর সংস্থান কাজেই এচ্যা আমি দেখির এই বাজেট্যা ত্রিপুরা রেজ্যর বেক মানুষর কল্যাণ গরি পারিব।

পাথমে কৃষি সম্পর্কে কধ' গেলে কুত্তা পড়ে—এই দিঝরর মধ্যে কৃষি পইদ্যানে যেই উন্নদি আমি লাভ গচ্যই সিয়ান কনজমে ভুলি যেই ন-পরিবাক। সিয়ানর দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইবার আমি ত্রিপুরা রেজ্যত কুহুক্কুন কৃষি সজী প্রজেক্ট গচ্যোই। সেই প্রজেক্টকুনর আমি একদাগি সি, পি, এম, অধ্যুষিত বামত দিয়েই। এমন কি গেললে এ. ডি, সি. সভার সদস্য অনিল চাকমা যে জাগানত আখে সেই জাগানতঅ আমি গচ্যোই। কিন্তু গেললে দশ বঝরর মধ্যে যিগুন নাকি সুযোগ-সুবিধা দিদাক, তারা বানা সি, পি, এম, বেই বেই দিদাক-কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরুদ্ধ দলর যারা এলাক তারারে সুযোগ ন-দিদাক। এই চইল্যে গেললে দশ বঝর ধরি। কিছুদিন আগে নবীনছড়া সজী প্রজেক্ট পরিদর্শণ গরা যেই সিধু সেই যে এডিসি'র প্রাক্তন সদস্য অনিল চাকমালৈ মর সামনা-সামনি কধা বাত্তা হইয়্যে। তে আমারে স্বাগত জানেয়্যে। তে কইয়্যে, এধোক্যান যদি হয়ছে হয় সাল্লের জনগণ সঙগরি সুযোগ সুবিধা পেবাক। ব্যক্তিগত ভাবে তারলৈ মর এপইদ্যানে কধা হইয়্যে। তে নিজে এক্কান বেগুন ক্ষেত্র গচ্যে। সে বেগুন ক্ষেতর সম্পূর্ণ খরচ আমি সরকারত্তুন দিয়্যোই। চারা হইতে আরম্ভ গরি সারদেনা, জল সেচত্তোই পানি দেনা বেক। সম্পূর্ণ মাগানা বেক পেই তে সিয়ানদে বেয়াল উপকৃত হইয়্যে। পত্তি সাপ্তাত তে দ্বি-তিন কুইন্টাল বেগুন বাজারত বেজেগি। তা নহলে তার ইস্কুলু চলিবার উপায় ন-এল। একমাত্র তার নয়, আর' অনেগর সুবিধা হইয়্যে সজী প্রজেক্ট তারা ইয়ত দিয়েই। ঠিক সেধোক্যান গরি পত্তি জাগায় জাগায় আমি সজী প্রজেক্ট গচ্যোই। এমন কি ছিলাছিলি খেদা ডাঙঅ গচ্যোই। আমা ইন্‌সি. পি, এম, যুব সমিতি আ কংগ্রেস ভেদাভেদ নেই। বেক সঙ। বেগারে সঙ নজারে চেইর।

বেক পইত্থানে সমান বিচারে আমি ইক্ষুনু কামগরি যেরৈল। যেমন, মাছমারাত এক্য ল্যাম্পস আখে—পেচারতলত অ এক্য আখে। গেললে দশ বছর ধরি তারা সিধু কি গত্তাক? সে ল্যাম্পসত চরোনদরা বা অর্জুন ফ্লাওয়ারর ব্যবসা তারা গত্তাক। পত্তি বছর তারার ক্ষদি ছড়া লাভ নহয়। আমি গেললে দ্বিবছর আগে ক্ষেমতাত এলং। ইক্ষিনে সিধু দেখা যায় দে যে, সে চরোনদরা ব্যবসাত লাভ ছড়া ক্ষদি নেই। সে যাষ্ঠা হলাদে আগর অবস্থা।

আরকুকান হলদে, যেমন গেললে সরকারর আমলত আমা উত্তর ত্রিপুরা জেলাত বিদ্যুৎ বলতে ন এল। ইক্ষুং আমি দ্বিবছরর মধ্যে জাম্পুই অর মনচুয়াংসও বিদ্যুৎ লুঙেই দিয়েবৈ। আর কি গরির-খেদাছড়া সান দুর্গম জাগাত বিদ্যুৎ দিবাত্যেই মিজোরামত্তুন বিদ্যুৎ আনিবার চেষ্টা গরির। দশ বছরর মধ্যে আমা আদামত সে আমলর এম এল এ আ ইক্ষুনুগর বিরুদ্ধী দলর মোহনলাল চাকমা ইধু আদামায় কানাকুনি গরিলং আমা আদামত বিদ্যুৎ দিবাত্যেই। কিন্তু তে ন দিল। ইক্ষিনে আমা সরকার এখানার লগে লগে সে জাগাত আমি বিদ্যুৎ পেইয়েই। বিদ্যুৎ পেই জনগণ ভরি খুজি হইয়ন। আমি মাত্তর আমা আদামত যারা নাকি সি পি এম গত্তাক তারারে অ বিদ্যুৎ দিয়েই। এই হলদে কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে।

ইক্ষুনু কধুং চাও সমাজ কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে। আমা আমলত আমি বিভিন্ন জাগায় জাগায় পড়াশুনোর ব্যবস্থা গরির; যেমন, গরীব মানুচ্যানে উপকার পান। আমি তারা জাগাত সেই এমন ব্যবস্থা গরির গরীব মানুচ্যানে যেন যার যে জাগাত উপকার পেই পারন।

এবার দেখা যোক স্বাস্থ্য দপ্তর। আমি জানিদং-ইক্ষুনুসও আমা-স্বাস্থ্য দপ্তরত্তুন গাঁও সভা ভিত্তিক আমি ম্যাডিকেল সাব-সেন্টার ওপেন গচ্যেই। মর মনত আখে এই মার্চর মাধ্যই প্রায় ৪ শদর মত সাব সেন্টার ওপেন গরা হব। আমি জানিদং বামফ্রন্টর আমলত এই যে ধনীছড়াত এককান সাব-সেন্টার ওপেন গরিবার কথা এল সিয়ান তারা তারার আমলত খুলেই রাখেয়ান। সেই আমা সরকার এল লগে লগে ধনীছড়াত আমি সিয়ান ওপেন গরিলং। সে বাদে জাম্পুই অর হেভলাদি লুংথিয় গরি যে এক্কান জাগা আখে এচ্যা সিধু দাক পেবার কন সুবিধা নেই; বামফ্রন্টর আমলত সে জাগানরে তারা বঞ্চিত গরি থইয়ন। আমা সরকার এখানার লগে লগে সিধ সেই কংগাই পাড়র পারত মিজোরামর বর্ডর কুরর আদানত আনি সাব-সেন্টার খুলি দিয়েই যেন চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তারা পান।

আরঅ হলদে উপজাতি কল্যান দপ্তর। আমি-দ দেখ্যেই গেললে দশ বছর যাবত দশরথ বাবু এই দপ্তরর মন্ত্রী এল। তে উপজাতি গুনত্যেই খুব কান্দিদঅ আ খুব দরদ দেখঅ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি গরিল— উপজাতিগুণরে তে বুচ্যা আঙুল দেখেল। কন জাগাত কিচ্চু গরি ন-পারিল তে। আমি এ যানার জেরে যেহেতু গরিলং—এক্য উপজাতি পরিবার এই তঙ্কা-দশ হাজার পুণর্বাসনর তেঙাতৈ সে জীবনত কি উন্নদি গরি পারিদ? কন অবস্থাত উন্নদি সম্ভব নয়। কাজেই আমা সরকার এখানার

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANDS FOR 1989-90

সমারে সমারে সেই অষ্টা-দশ হাজার তেভাগ প্রকল্পবুয়োরে আমি কি গরিলং ২৫ হাজার গরি দিলংগৈ। যেমন, সিফ্‌টিং কালটিভেশনত্যে আমি আমা কেন্দ্রত দক্ষিণ মাছমারাত এক্যা প্রজেক্ট আরম্ভ গরিলং। তমার যদি ইচ্ছা হয় দে হুর, তুমি সিবা ভিজিট গরি পারগৈ। মুই বিরুধী সদস্যগুণরে আমন্ত্রণ জানাঙর। মাত্তর দুখর বিষয় থককেন নাকি এসেম্বিলিত্তুন কমিটি গরিনেই প্রোগ্রাম গরিবং সেক্কেনে তারা বিরুধিতা গরন—ন-যান। ক্যিত্তেই তারা ন-যান তার কারনান হলদে প্রজেক্টকুন ডোল হইয়ন। হয়তো প্রজেক্টকুন দেলেগৈ মালে ইক্কুন যে দ্বিবঝরর মধ্যে অগ্রগতি হইয়্যে সিয়ান দেলে তারা লাজেবাক। আর বেশ লাজেবাক গেললে দশ বঝরে যে তারা কিচ্ছু ন-গরন সিয়ান প্রমান পেই। সেত্যেই তারা ন-যান সিয়ান মর ধারণা।

কাজেই অনুন্নত যে জনগোষ্ঠী আগোদি তারা সম্প্রদায় গদিক চিন্দ্যা গত্তাক। যারা অনুন্নত তারাত্যোই আমি সত্ত গরি উন্নত গরি তুলিবাত্যেই সত্ত গরি চিনত্যা গরির। কাজেই এই যে বাজেট্যত বেক সম্প্রদায়ত্তাই সংস্থান রইয়্যে। আমা সরকার এইনেই এই যে কদক্কুন অনুন্নত সম্প্রদায় আগন তারারে ওবিসি ভিত্তি চিহ্নিত গরা হইয়্যে। সিগুনেত্তা সুযোগ-সুবিধা পোযাক এ সরকারত্তুন। সিয়ানে এয্যা যে আমার বিরুধী সদস্য বন্ধুগুণে এই বাজেট্যার সমর্থন ন জানাদ তারা যেধক কধোক না কেন, ইয়ত এই রেজ্যার গম মানুচ্ছুনর উন্নয়নর সংস্থান রই যেইয়েগৈ। পাহাড়ী কঅ বাঙালী কঅ বেক্কুনরে উন্নত গরিবার সংস্থান থানা সত্ত্বেও তারা বিরুধীতা গত্তন। তাহালে তারারে আমি কি ভিত্তি বুঝি পারির? তারারে আমি ত্রিপুরা রেজ্যার শত্তুর ভিত্তিনেই মনে গরি পারির। কাজেই এয্যা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ইয়ত যে বাজো অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারী বাজেট্যা পেশ গচ্যো সিয়ানরে মুই পূর্ণ সমর্থন জানেনেই ইয়ত মই মর বক্তব্য থুম গরিলুং। ধন্যবাদ।

—ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার,

গত ২১শে মার্চ ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সংক্ষিপ্ত ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের একটি সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। কেন আজ আমি এই বাজেটটি সমর্থন করছি তার অনেকটি কারণ আছে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ২৫ লক্ষ মানুষ রয়েছি। সেই মানুষদের সবার কল্যাণ সাধন ও উপকারের জন্যই এই বাজেটে সংস্থান রয়ে গেছে। তাই আমি এই বাজেটের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের কৃষির উন্নতি, কৃষি কাজের মাধ্যমে ফলচাষ পশুপালন, মাছের চাষ, জলসেচ, সমবায়, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীসহ সবার উন্নয়নের সংস্থান। কাজেই অথচ আমি দেখছি

এই বাজেটটি ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

প্রথমে কৃষি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়— এই দুই বছরের মধ্যে কৃষি বিষয়ে যেই উন্নতি লাভ করেছি তা কেহই ভুলে যেতে পারবেন না। তাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইবার আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলো কৃষি সব্জী প্রজেক্ট করেছি। সেই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে আমরা কিছু সংখ্যক সি, পি, এম, অধ্যুষিত জায়গায় করেছি। এমন কি, বিগত এ ডি সি সভার সদস্য অনিল চাকমা যে জায়গাতে আছেন সেই জায়গাতেও আমরা করেছি। কিন্তু গত বছরের মধ্যে যারা নাকি সুযোগ সুবিধা দিতেন, তারা কেবলই সি, পি, এম, দের বেছে বেছে সুযোগ দিতেন—কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরোধী দলের কাউকে কোন সুযোগ দিতেন না। এটাই ঘটেছে গত দশ বছর ধরে। কিছুদিন আগে নবীন ছড়ায় সব্জী প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার এডিসি'র প্রাক্তন সদস্য অনিল চাকমার সাথে আমার সামনা-সামনি কথা-বার্তা হয়েছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে যদি চলতে থাকে তো জনগণ সমান ভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবেন। ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। তিনি নিজে একটি বেগুন ক্ষেত করেছেন। সেই বেগুন ক্ষেতের সম্পূর্ণ খরচ আমরা সরকার থেকে দিয়েছি। চারা থেকে আরম্ভ করে সার দেওয়া, সেচের জল দেওয়া, সবকিছুই। সবই বিনামূল্যে সবকিছু পেয়ে তিনি এই ক্ষেতের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি দুই তিন কুইন্টাল বেগুন বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। তা নাহলে তাঁর চলার কোন উপায় ছিলনা। একমাত্র তাঁর কথাই নয়, এই সব্জী প্রজেক্টের মধ্যে সেখানকার অনেকেই উপকৃত হয়েছেন ঠিক তেমনি করে প্রতি জায়গায় জায়গায় আমরা সব্জী প্রজেক্ট করেছি। এমনকি দুর্গম খোয়াইছড়াতেও আমরা করেছি। আমাদের কাছে সি, পি, এম, যুব সমিতি এবং কংগ্রেস কোন ভেদাভেদ নেই। সব সমান। সকলকে আমরা সমান নজরে দেখছি।

সব ব্যাপারে সমান বিচার নিয়ে আমরা এখন কাজ করে চলেছি। যেমন, মাছমারাতে একটি ল্যাম্পস রয়েছে পেচারথলেও একটি রয়েছে। গত দশ বছর ধরে ওরা সেখানে কি করতেন ? সে ল্যাম্পস-এ ঝাড়ু বা অর্জুন ফ্লাওয়ারের ব্যবসা করতেন। প্রত্যেক বছরে তাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ হয়না। আমরা গত দু'বছর আগে ক্ষমতায় এসেছি। এখন আমরা সেখানে দেখছি যে, সেই ঝাড়ুর ব্যবসায় লাভ ব্যতীত ক্ষতি নেই। এই হচ্ছে আগেকার অবস্থা।

আরেকটি হচ্ছে যেমন বিগত সরকারের আমলে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যুৎ বলতে কিছুই ছিলনা। এখন আমরা দুই বছরের মধ্যে জম্পুই-এর মনচুয়াং পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছি। আর কি করছি—খোয়াইছড়ার ন্যায় দুর্গম জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মিজোরাম থেকে বিদ্যুৎ আনার চেষ্টা করছি। বিগত দশ বছরের মধ্যে আমাদের গ্রামে আগেকার আমলে এম এল, এ, এবং বর্তমান সভায় বিরোধী দলের শ্রীমোহনলাল চাকমার কাছে আমরা গ্রামবাসীরা কতো কান্নাকাটি করেছি

আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি দিলেন না। এখন আমাদের সরকার আসার সাথে সাথে সে জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ পেয়েছি। বিদ্যুৎ পেয়ে জনগন এখন খুশিতে মাতোয়ারা। আমরা কিন্তু আমাদের গ্রামে যারা সি পি এম করেন তাদেরও বিদ্যুৎ দিয়েছি। এই হচ্ছে কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে।

এখন বলতে চাই সমাজকল্যান দপ্তর সম্পর্কে। আমাদের সময়ে আমরা বিভিন্ন জাগায় পড়াশুনোর ব্যবস্থা করছি। যাতে গরীব লোকেরা উপকৃত হন। আমরা সেই জায়গাতে এমন ব্যবস্থা করছি যে যাতে তারা নিজ নিজ গ্রামে থেকেই উপকার পেতে পারেন।

এবার দেখা যাক স্বাস্থ্য দপ্তর। আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গাঁওসভা ভিত্তিক আমরা মেডিক্যাল সাবসেন্টার ওপেন করেছি। আমার স্মরণ আছে-এই মার্চের মধ্যেই প্রায় ৪ শতের মতো সাব-সেন্টার ওপেন করা হবে। আমরা জানি বামফ্রন্টের আমলে পূর্বোল্লিখিত ধনীছড়াতে একটি সাব-সেন্টার ওপেন করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সেটা চাপা রেখেছিল। অথচ আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ধানছড়াতে আমরা তা ওপেন করেছি। সে বাদেও জম্পুই-এর ও-পাশে লুংথির নামে যে একটি জায়গা রয়েছে আজ সেখানে ঔষধ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। বাম ফ্রন্টের আমলে সেই জায়গাটিকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সেখানে সেই লংগাই নদীর পারে মিজোরাম সীমান্তবর্তী গ্রামে আমরা সাব-সেন্টার খুলে দিয়েছি, যাতে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তারাও পেতে পারেন।

আরেকটি হচ্ছে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। আমরা তো দেখেছি গত দশ বছর যাবৎ দশরথবাবু এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি উপজাতিদের জন্য কান্নাকাটি করতেন এবং খুব দরদ দেখাতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করলেন — উপজাতিদের তিনি বুড়ো আঙ্গুল দেখালেন। কারোর জন্য তিনি কিছু করতে পারলেন না। আমরা আসার পরে আমরা অনুভব করলাম একটি উপজাতি পরিবার এই আট দশ হাজার মাত্র পূর্ণবাসানের টাকা নিয়ে জীবনের উন্নতি কি করতে পারেন? কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের সরকার আসার সাথে সাথে আট-দশ হাজার টাকার প্রকল্পটিকে আমরা কি করলাম ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করে দিলাম। যেমন, সিফটিং কাল্টিভেশনের জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্র দক্ষিণ মাছ-মারায় একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করলাম। আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তো, সেটা ভিজিট করে আসতে পারেন। আমি বিরোধী সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন নাকি এ.সেম্বলি থেকে কমিটি গঠন করে প্রোগ্রাম করলো তখনই তারা বিরোধীতা করেন যেতে চাননা। তাঁরা কেন যেতে চান না তার কারণ হচ্ছে — প্রজেক্টগুলো ভালো হয়েছে। হয়তো প্রজেক্টগুলো দেখে এলে এমন যে

দুই বছরের মধ্যে এতে অগ্রগতি হয়েছে তার প্রমাণ পেয়ে তাঁরা লজ্জা পাবেন গত দশ বছরে যে কিছুই করেননি তারও প্রমান পাবেন। তাই তাঁরা যান যা। তা ই আমার ধারণা।

কাজেই অনুন্নত যে জনগোষ্ঠী রয়েছেন তাদের তাঁরা সম্প্রদায় ভিত্তিক বিচার করতেন। যারা অনুন্নত তাদের আমরা সমান ভাবে উন্নত করে তোলার জন্য সমান ভাবে চিন্তা করছি। কাজেই এই যে বাজেটটি তাতে সই সম্প্রদায়ের জন্য সংস্থান রয়েছে। আমাদের সরকার এসে এই যে কতগুলো অনুন্নত সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের ও বি সি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা সুযোগ-সুবিধা পাবেন এই সরকার থেকে। তাই আজ যে আমাদের বিরোধী সদস্য বন্ধুরা এই বাজেটটির সমর্থন জানাচ্ছেন না, তারা যতোই বলুন না কেন এর মধ্যে এই রাজ্যের সামগ্রিক জনগণের উন্নয়নের সংস্থান রয়ে গেছে। পাহাড়ী বলুন, বাঙালী বলুন, সকলকে উন্নত করার সর্ত এখানে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিরোধীতা করছেন। তাতে আমরা তাঁদের কি হিসাবে বুঝে নিতে পারি? তাঁদের আমরা ত্রিপুরার শত্রু বলে মনে করতে পারি। কাজেই আজ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেটটি অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটি পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANDS FOR 1989-90

—ঃ চাকমা ভাষা ঃ—

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গেললে ২১শে মার্চ ত্রিপুরা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে আন্দাজগিরি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দর এককান সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ গচ্যে, সিয়ানরে মুই পূর্ণ সমর্থন রাখেনেনেই মর তেককাবা বক্তব্য রাখাণ্ডরা। কিত্যেই, এচ্যা এই বাজেট্যা সমর্থন গরণ্ডর তার অনেক্কানি কারণ আথে।

এই ত্রিপুরা রেজ্যত আমি ২৪ লাখ মানুচ আখি। সেই মানুচ্চুনর বেক্কুনর কল্যাণ সাধনত্যেই আ উপকারত্যেই এই বাজেট্যাত সংস্থান রই যেইয়্যোই। সেত্যেই মই এই বাজেট্যার পূর্ণ সমর্থন জানাণ্ডর। ইয়ানর মধ্যে আথেদে আমার কৃষির উন্নদি, কৃষি কামত্যেই ফলচাষ, পশুপালন, মাছর চাষ, জলসেচ, সমবায়, আদাম উন্নয়ণ, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ, তপশিলী কল্যাণ, উপজাদি কল্যাণ আ অন্যান্য জনগোষ্ঠী সমেত বেক্কুনর উন্নয়নর সংস্থান কাজেই এচ্যা আমি দেখির এই বাজেট্যা ত্রিপুরা রেজ্যর বেক মানুষর কল্যাণ গরি পারিব।

পাথমে কৃষি সম্পর্কে কধ' গেলে কুত্ত পড়ে—এই দ্বিবঝর মাধ্য কৃযি পইচ্ছানে যেই উন্নদি আমি লাভ গচোই সিয়ান কনচমে ভুলি যেই ন-পরিবাক। সিয়ানর দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইবার আমি ত্রিপুরা রেজ্যত কুত্থক্কুন কৃষি সব্জী প্রজেক্ট গচ্যোই। সেই প্রজেক্টকুনর আমি একদাগি সি, পি, এম, অধ্যুষিত বামত দিযেই। এমন কি গেললে এ. ডি, সি. সভার সদস্য অনিল চাকমা যে জাগানত আথে সেই জাগানতঅ আমি গচোই। কিন্তু গেললে দশ বঝরর মধ্যে যিগুনে নাকি সুযোগ-সুবিধা দিদাক, তারা বানা সি, পি, এম, বেই বেই দিদাক-কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরুদ্ধ দলর যারা এলাক তারারে সুযোগ ন-দিদাক। এই চইল্যে গেললে দশ বঝর ধরি। কিঝুদিন আগে নবীনছড়া সব্জী প্রজেক্ট পরিদর্শণ গরা যেই সিধু সেই যে এডিসি'র প্রাক্তন সদস্য অনিল চাকমাপৈ মর সামনা-সামনি কধা বাত্তা হইয়্যে। তে আমারে স্বাগত জানেয়্যো। তে কইয়্যে, এধোক্যান যদি হয়ছে হয় সালের জনগণ সঙগরি সুযোগ সুবিধা পেবাক। ব্যক্তিগত ভাবে তারলৈ মর এপইচ্ছানে কধা হইয়্যে। তে নিজে এক্কান বেগুন ক্ষেত্র গচ্যে। সে বেগুন ক্ষেতর সম্পূর্ণ খরচ আমি সরকারতুন দিয়্যোই। চারা হইতে আরম্ভ গরি সারদেনা, জল সেচত্যেই পানি দেনা বেক। সম্পূর্ণ মাগানা বেক পেই তে সিয়ানদৈ বেয়াল উপকৃত হইয়্যে। পত্তি সাপ্তাত তে দ্বি-তিন কুইণ্টাল বেগুন বাজারত বেজেগি। তা নহলে তার ইক্কুম চলিবার উপায় ন-এল। একমাত্র তার নয়, আর' অনেগর সুবিধা হইয়্যে সব্জী প্রজেক্ট তারা ইয়ত দিনেই। ঠিক সেধোক্যান গরি পত্তি জাগায় জাগায় আমি সব্জী প্রজেক্ট গচোই। এমন কি ছিলাছিলি খেদাছড়াতঅ গচোই। আমা ইন্দু সি. পি, এম. যুব সমিতি আ কংগ্রেস ভেদাভেদ নেই। বেক সঙ। বেগরে সঙ নজরে চেইর।

বেক পইছ্যানে সমান বিচারে আমি ইক্কুনু কামগরি যেরলৈ। যেমন, মাছমারাত এক্য ল্যাম্পস আখে---পেচারগুলত অ এক্য আখে। গেললে দশ বছর ধরি তারা সিধু কি গত্তাক? সে ল্যাম্পসত চারানদরা বা অর্জুন ফ্লাওয়ারর ব্যবসা তারা গত্তাক। পত্তি বঝর তারার ক্ষদি ছড়া লাভ নহয়। আমি গেললে দ্বিবঝর আগে ক্ষেমেদাত এলং। ইক্কিনে সিধু দেখা যায় দে যে, সে চবোনদরা ব্যবসাত লাভ ছড়া ক্ষদি নেই। সে যাক্কা হলদে আগর অবস্থা।

আরক্কান হলদে, যেমন গেললে সরকারর আমলত আমা উত্তর ত্রিপুরা জেলাত বিদ্যুৎ বলাতে ন এল। ইক্কুয় আমি দ্বিবঝরর মধ্যে জাম্পুই অর মনচুয়াংসত বিদ্যুৎ লুঙেই দিয়্যোয়ে। আর কি গরির-খেদাছড়া সান দুর্গম জাগাত বিদ্যুৎ দিবাত্তোই মিজোরামত্তুন বিদ্যুৎ আনিবার চেষ্টা গরির। দশ বঝরর মধ্যে আমা আদামত সে আমলর এম এল এ আ ইক্কুনগর বিরুদ্দী দলর মোহনলাল চাকমা ইধু আদামায় কানাকুদি গরিলং আমা আদামত বিদ্যুৎ দিবাত্তোই। কিন্তু তে ন দিল। ইধিগে অমা সরকার এথানার লগে লগে সে জাগাত আমি বিদ্যুৎ পেইয়েই। বিদ্যুৎ পেই জনগণ ভরি খুজি হইয়ন। আমি মাত্তর আমা আদামত যারা নাকি সি পি এম গত্তাক তারারে অ বিদ্যুৎ দিয়েই। এই হলদে কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে।

ইক্কুনু কধুং চাঙ সমাজ কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে আমা আদামত আমি বিভিন্ন জাগায় জাগায় পড়াশনোর ব্যবস্থা গরির; যেমন, গরীব মানুচ্যানে উপকার পান। আমি তারা জাগাত সেই এমন ব্যবস্থা গরির গরীব মানুচ্যানে যেন যার যে জাগাত উপকার পেই পারন।

এবার দেখা যোক স্বাস্থ্য দপ্তর। আমি জানিদং-ইক্কুনসত আমা-স্বাস্থ্য দপ্তরত্তুন গাঁও সভা ভিত্তিক আমি ম্যাডিকেল সাব-সেণ্টার ওপেন গচ্যেই। মর মনত আগে এই মার্চর মধ্যেই প্রায় ৪ শদর মত সাব সেণ্টার ওপেন গরা হব। আমি জানিদং বামফ্রণ্টর আমলত এই যে ধনীছড়াত একখান সাব-সেণ্টার ওপেন গরিবার কধা এল সিয়ান তারা তারার আমলত খুলেই রাখেয়্যান। সেই আমা সরকার এল লগে লগে ধনীছড়াত আমি সিয়ান ওপেন গরিলং। সে বাদে জাম্পুই অর হভলাদি লুংথিয়ু গরি যে এক্কান জাগা আখে এচ্যা সিধু দারু পেবার কন সুবিধা নেই; বামফ্রণ্টর আমলত সে জাগানরে তারা বঞ্চিত গরি থইয়ন। আমা সরকার এযানার লগে লগে সিধ সেই কংলাই গাঙর পারত মিজোরামর বর্ডরর কুরব আদামত আমি সাব-সেণ্টার খুলি দিয়েই যেন চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তারা পান।

আরঅ হলদে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। আমি-ন দেখোই গেললে দশ বঝর ধরি দশরথ বাবু এই দপ্তরর মন্ত্রী এল। তে উপজাতি গুনত্তোই খুব বাধিচ আ আ খুব দরদ দেখেঅ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি গরিল— উপজাতিগুনরে তে বুড্যা আঙুল দেখেল। কন জনর কিচ্ছু গরি ন-পারিল তে। আমি এ যানার জেরে মেহতা গরিলং—এক্কা উপজাতি পরিবার এই ৩হাজার টাকার পুনর্বাসনর তেঙাবে তে জীবনত কি উন্নদি গরি পারিব? কন অবস্থাত উন্নদি সম্ভব নয়। কাজেই আমা সরকার এযানার

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANDS FOR 1989-90

সমারে সমারে সেই অষ্টা-দশ হাজার ভেতার প্রকল্পবুয়োরে আমি কি গরিলং ২৫ হাজার গরি দিলংগৈ। যেমন, সিফ্‌টিং কালটিভেশনত্যো আমি আমা কেন্দ্রত দক্ষিণ মাছমারাত এক্যা প্রজেক্ট আরম্ভ গরিলং। তমার যদি ইচ্ছা হ্‌য় দে হ্‌য়, তুমি সিবা ভিজিট গরি পারগৈ। মুই বিরুধী সদস্যগুণরে আমন্ত্রণ জানাত্তর। মাত্তর হ্যর বিয়য় থককেন নাকি এসেম্বলিত্তুন কমিটি গরিনেই প্রোগ্রাম গরিবং সেকেনে তারা বিরুধিতা গরন—ন-যান। কিত্তেই তারা ন-যান তার কারনান হ্‌লদে প্রজেক্টকুন ডোল হ্‌ইয়ন। হয়তো প্রজেক্টকুন দেলেগৈ মালে ইক্কুনু যে দ্বিবঝরর মধ্যে অগ্রগতি হ্‌ইয়্যে সিয়ান দেলে তারা লাজেবাক। আর বেশ লাজেবাক গেললে দশ বঝরে যে তারা কিচ্ছু ন-গরন সিয়ন প্রমান পেই। সেত্যেই তারা ন-যান সিয়ান মন ধারণ।

কাজেই অনুন্নত যে জণগোষ্ঠী আগোদি তারা সম্প্রদায় গদিক চিনদ্যা গত্তাক। যারা অনুন্নত তারাত্যোই আমি সও গরি উন্নত গরি তুলিবাত্যেই সও গরি চিনত্যা গরির। কাজেই এই যে বাজেট্যাত বেক সম্প্রদায়ত্যাই সংস্থান রইয়্যে। আমা সরকার এইনেই এই যে কদক্কুন অনুন্নত সম্প্রদায় আগন তারারে ওবিসি ভিলি চিহ্নিত গরা হ্‌ইয়্যে। সিগুনেঅ সুযোগ-সুবিধা পোয়াক এ সরকারত্তুন। সিয়ানে এচ্যা যে আমার বিরুধী সদস্য বন্ধুগুণ এই বাজেট্যার সমর্থন ন জানাদ, তারা যেধক কথোক না কেন, ইয়ত এই বেক্কুনর গমা মানুচ্ছুনর উন্নয়নর সংস্থান রই যেইয়েগৈ। পাহাড়ী কঅ বাঙালী কঅ বেক্কুনরে উন্নত গরিবার সংস্থান থানা সত্ত্বেঅ তারা বিরুধীতা গত্তন। তাহলে তারারে আমি কি ভিলি বুঝি পারির? তারারে আমি ত্রিপুরা রেজ্যার শত্রু ভিলিনেই মনে গরি পারির। কাজেই এচ্যা আমার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ইয়ত যে বাজেট অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারী বাজেট্যা পেশ গচ্যে সিয়ানরে মুই পূর্ণ সমর্থন জানেনেই ইয়ত মই মর বক্তব্য থুম গরিলং। ধন্যবাদ।

—ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার,

গত ২১শে মার্চ ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সংক্ষিপ্ত ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের একটি সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। কেন আজ আমি এই বাজেটটি সমর্থন করছি তার অনেকটি কারণ আছে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ১৮ লক্ষ মানুষ রয়েছি। সেই মানুষদের সবার কল্যাণ সাধন ও উপকারের জন্যই এই বাজেটে সংস্থান রয়ে গেছে। তাই আমি এই বাজেটের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের কৃষির উন্নতি, কৃষি কাজের মাধ্যমে ফলচাষ পশুপালন, মাছের চাষ, জলসেচ, সমবায়, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীসহ সবার উন্নয়নের সংস্থান। কাজেই আজ আমি দেখছি

এই বাজেটটি ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

প্রথমে কৃষি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়— এই দুই বছরের মধ্যে কৃষি বিষয়ে যেই উন্নতি লাভ করেছি তা কেহই ভুলে যেতে পারবেন না। তাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইবার আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলো কৃষি সব্জী প্রজেক্ট করেছি। সেই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে আমরা কিছু সংখ্যক সি, পি, এম, অধ্যুষিত জায়গায় করেছি। এমন কি, বিগত এ ডি সি সভার সদস্য অনিল চাকমা যে জায়গাতে আছেন সেই জায়গাতেও আমরা করেছি। কিন্তু গত বছরের মধ্যে যারা নাকি সুযোগ সুবিধা দিতেন, তারা কেবলই সি, পি, এম, দের বেছে বেছে সুযোগ দিতেন—কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরোধী দলের কাউকে কোন সুযোগ দিতেন না এটাই ঘটেছে গত দশ বছর ধরে। কিছুদিন আগে নবীন ছড়ায় সব্জী প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার এডিসি'র প্রাক্তন সদস্য অনিল চাকমার সাথে আমার সামনা-সামনি কথা-বার্তা হয়েছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে যদি চলতে থাকে তো জনগণ সমান ভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবেন। ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। তিনি নিজে একটি বেগুন ক্ষেত করেছেন। সেই বেগুন ক্ষেতের সম্পূর্ণ খরচ আমরা সরকার থেকে দিয়েছি। চারা থেকে আরম্ভ করে সার দেওয়া, সেচের জল দেওয়া, সবকিছুই। সবই বিনামূল্যে সবকিছু পেয়ে তিনি এই ক্ষেতের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি দুই তিন কুইন্টাল বেগুন বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। তা নাহলে তাঁর চলার কোন উপায় ছিলনা। একমাত্র তাঁর কথাই নয়, এই সব্জী প্রজেক্টের মধ্যে সেখানকার অনেকেই উপকৃত হয়েছেন ঠিক তেমনি করে প্রতি জায়গায় জায়গায় আমরা সব্জী প্রজেক্ট করেছি। এমনকি দুর্গম খেদাছড়াতেও আমরা করেছি। আমাদের কাছে সি, পি, এম, যুব সমিতি এবং কংগ্রেস কোন ভেদাভেদ নেই। সব সমান। সকলকে আমরা সমান নজরে দেখছি।

সব ব্যাপারে সমান বিচার নিয়ে আমরা এখন কাজ করে চলেছি। যেমন, মাছমারাতে একটি ল্যাম্পস রয়েছে পেচারথলেও একটি রয়েছে। গত দশ বছর ধরে ওরা সেখানে কি করতেন ? সে ল্যাম্পস-এ ঝাড়ু বা অর্জুন ফ্লাওয়ারের ব্যবসা করতেন। প্রত্যেক বছরে তাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ হয়না। আমরা গত দু'বছর আগে ক্ষমতায় এসেছি। এখন আমরা সেখানে দেখছি যে, সেই ঝাড়ুর ব্যবসাতে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নেই। এই হচ্ছে আগেকার অবস্থা।

আরেকটি হচ্ছে যেমন বিগত সরকারের আমলে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যুৎ বলতে কিছুই ছিলনা। এখন আমরা দুই বছরের মধ্যে জম্পুই-এর মনচুয়াং পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। আর কি করছি—খেদাছড়ার ন্যায় দুর্গম জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মিজোরাম থেকে বিদ্যুৎ আনার চেষ্টা করছি। বিগত দশ বছরের মধ্যে আমাদের গ্রামে আগেকার আমলে এম এল, এ, এবং বর্তমান সময়ে বিরোধী দলের শ্রীমোহনলাল চাকমার কাছে আমরা গ্রামবাসীরা কত কান্নাকাটি করেছি

আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি দিলেন না। এখন আমাদের সরকার আসার সাথে সাথে সে জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ পেয়েছি। বিদ্যুৎ পেয়ে জনগন এখন খুশিতে মাতোয়ারা। আমরা কিন্তু আমাদের গ্রামে যারা সি পি এম করেন তাদেরও বিদ্যুৎ দিয়েছি। এই হচ্ছে কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে।

এখন বলতে চাই সমাজকল্যান দপ্তর সম্পর্কে। আমাদের সময়ে আমরা বিভিন্ন জাগায় পড়াশুনোর ব্যবস্থা করছি। যাতে গরীব লোকেরা উপকৃত হন। আমরা সেই জায়গাতে এমন ব্যবস্থা করছি যে যাতে তারা নিজ নিজ গ্রামে থেকেই উপকার পেতে পারেন।

এবার দেখা যাক স্বাস্থ্য দপ্তর। আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গাঁওসভা ভিত্তিক আমরা মেডিক্যাল সাবসেন্টার ওপেন করেছি। আমার স্মরণ আছে-এই মার্চের মধ্যেই প্রায় ৪ শতের মতো সাব-সেন্টার ওপেন করা হবে। আমরা জানি বামফ্রণ্টের আমলে পূর্বোল্লিখিত ধনীছড়াতে একটি সাব-সেন্টার ওপেন করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সেটা চাপা রেখেছিল। অথচ আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ধনীছড়াতে আমরা তা ওপেন করেছি। সে বাদেও জম্পুই-এর ও-পাশে লুংথির নামে যে একটি জায়গা রয়েছে আজ সেখানে ঔষধ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। বাম ফ্রণ্টের আমলে সেই জায়গাটিকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সেখান সেই লংগাই নদীর পারে মিজোরাম সীমান্তবর্তী গ্রামে আমরা সাব-সেণ্টার খুলে দিয়েছি, যাতে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তারাও পেতে পারেন।

আরেকটি হচ্ছে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। আমরা তো দেখেছি গত দশ বছর যাবৎ দশরথবাবু এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি উপজাতিদের জন্য কান্নাকাটি করতেন এবং খুব দরদ দেখাতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করলেন — উপজাতিদের তিনি বুড়ো আঙ্গুল দেখালেন। কারোর জন্য তিনি কিছু করতে পারলেন না। আমরা আসার পরে আমরা অনুভব করলাম একটি উপজাতি পরিবার এই আট দশ হাজার মাত্র পুর্ণবাসানের টাকা নিয়ে জীবনের উন্নতি কি করতে পারেন? কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের সরকার আসার সাথে সাথে আট-দশ হাজার টাকার প্রকল্পটিকে আমরা কি করলাম ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করে দিলাম। যেমন, সিফটিং কাল্টিভেশনের জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্র দক্ষিণ মাছ-মারায় একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করলাম। আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তো, সেটা ভিজিট করে আসতে পারেন। আমি বিরোধী সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন নাকি এসেম্ব্লি থেকে কমিটি গঠন করে প্রোগ্রাম করলো তখনই তাঁরা বিরোধীতা করেন যেতে চান না। তাঁরা কেন যেতে চান না তার কারণ হচ্ছে -- প্রজেক্টগুলো ভালো হয়েছে। হয়তো প্রজেক্টগুলো দেখে এসে এমন যে

দুই বছরের মধ্যে এতে অগ্রগতি হয়েছে তার প্রমাণ পেয়ে তাঁরা লজ্জা পাবেন গত দশ বছরে যে কিছুই করেননি তারও প্রমান পাবেন। তাই তাঁরা যান যা। তা-ই আমার ধারণা।

কাজেই অনুন্নত যে জনগোষ্ঠী রয়েছেন তাদের তাঁরা সম্প্রদায় ভিত্তিক বিচার করতেন। যারা অনুন্নত তাদের আমরা সমান ভাবে উন্নত করে তোলার জন্য সমান ভাবে চিন্তা করছি। কাজেই এই যে বাজেটটি তাতে সই সম্প্রদায়ের জন্য সংস্থান রয়েছে। আমাদের সরকার এসে এই যে কতগুলো অনুন্নত সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের ও বি সি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা সুযোগ-সুবিধা পাবেন এই সরকার থেকে। তাই আজ যে আমাদের বিরোধী সদস্য বন্ধুরা এই বাজেটটির সমর্থন জানাচ্ছেন না, তারা যতোই বলুন না কেন এর মধ্যে এই রাজ্যের সামগ্রিক জনগণের উন্নয়নের সংস্থান রয়ে গেছে। পাহাড়ী বলুন, বাঙালী বলুন. সকলকে উন্নত করার সর্ত এখানে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিরোধীতা করছেন। তাতে আমরা তাঁদের কি হিসাবে বুঝে নিতে পারি? তাঁদের আমরা ত্রিপুরার শত্রু বলে মনে করতে পারি। কাজেই আজ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেটটি অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটি পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।